The Nightingale

বুলবুল

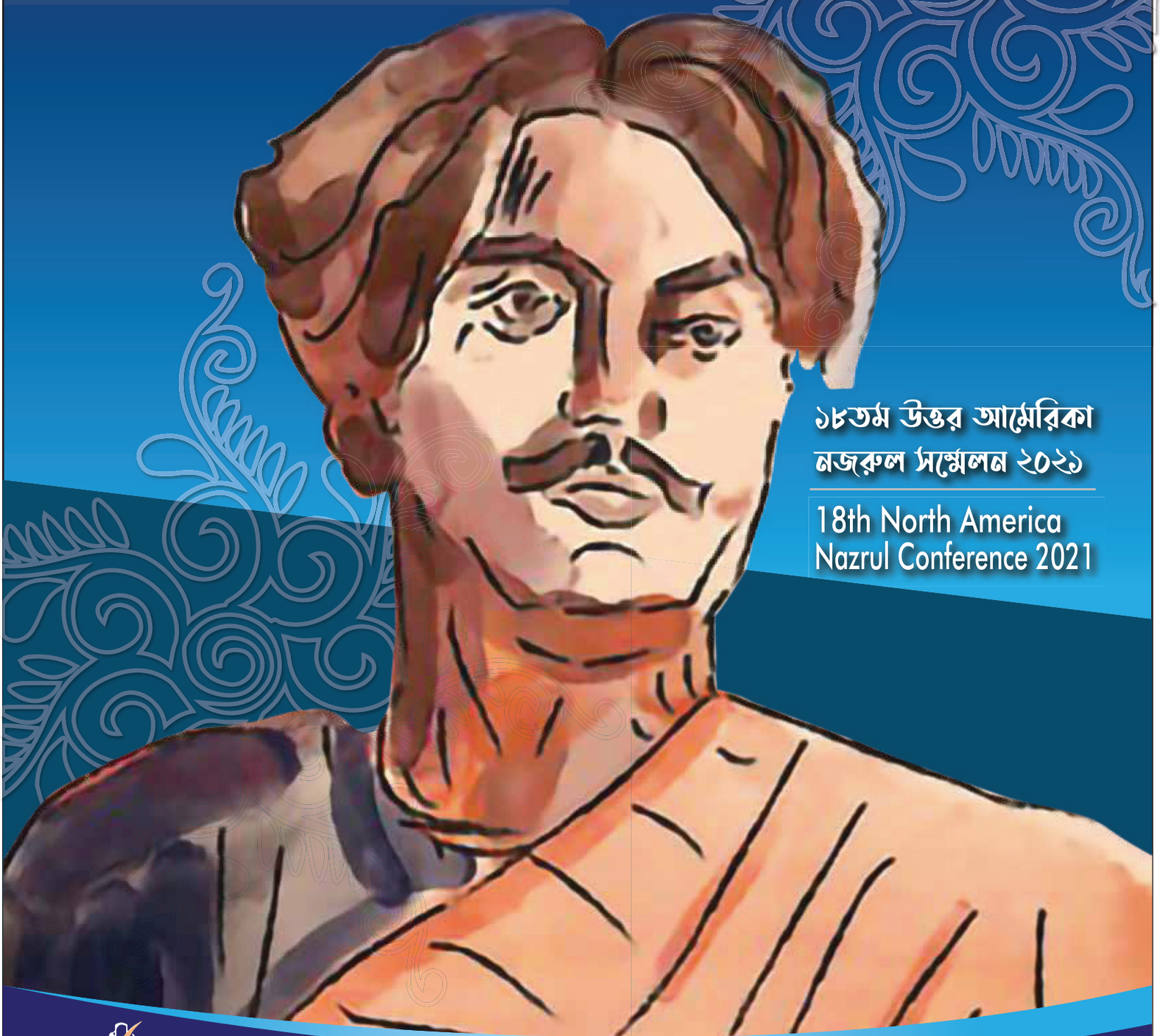

১৮তম উত্তর আমেরিকা
নজরুল সম্মেলন ২০২১

18th North America
Nazrul Conference 2021

Published by :
North America Nazrul Conference Committee (NANCC)

Hosted by :
Bangladesh Institute of Performing Arts (BIPA) New York

বিপা আয়োজিত প্রথম ভার্চুয়াল নজরুল সম্মেলন

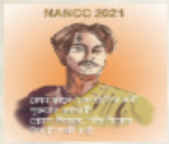

18th North America Nazrul Conference 2021

(Under the auspices of North America Nazrul Conference Committee NANCC)
Chair Mahmud Musharraf Hussain & Vice Chair Ziauddin Ahmed

July 30, 31 & Aug 1
FaceBook Live, YouTube, Zoom

3 days of performance and seminars in remembrance of Kazi Nazrul Islam's creations

কোন কালে একা হয়নিক জয়ী
পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে
বিজয়ী লক্ষী নারী

Chair - Nilofar Jahan || Convener - Annie Ferdous
Member Secretary - Selima Ashraf

Media Partner

বাঙালী TIMES 24 times24.tv

utshob.com®
YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE

bipainc.team@gmail.com www.bipainc.com
917.674.4746 II 917.673.1105 II 347.237.1628
bipa.inc

Bangladesh Institue of Performing Arts
প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ও অনুশীলন কেন্দ্র

Published by :
North America Nazrul Conference Committee (NANCC)

১৮তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন ২০২১
18th North America Nazrul Conference 2021

The Nightingale
বুলবুল

Editor
Anthony P. Gomes

Co-Editor
Dr. Rafiq Khan

Editorial Board Members
Wahed Hossaini
Annie Ferdous
Mahmood Billah
Hasan Amjad Khan

Published by
North America Nazrul Conference Committee (NANCC)

Publication Date
July 30, 2021

Design
S M Hazrat Ali
Murad Chowdhury

Cover Page Design
M. M, Afzal Bakey

Supported by
Swadesh Shoilee Publications Inc.

18th NANC Conference Host- Bangladesh Institute of Performing Arts (BIPA)

Table of Contents

Message from the Chairman, NANCC 3
Message from the Chair, NANC Conference Host (BIPA) 4
Message from the Convener, NANC Conference Host (BIPA) 5
Message from the Member Secretary, NANC Conference Host (BIPA) 6
Message from the Hon. Ambassador to the USA, M Shahidul Islam 7

Editorial Board 8
Editorial 9
North American Nazrul Conferences Committee Mission Statement 10
North America Nazrul Conference Committee (NANCC) Members 10
List of North America Nazrul Conferences (1990-2021) 11

18th NANC Conference Host- Bangladesh Institute of Performing Arts (BIPA)
Committee Members 12-13
18th NANC Conference Program Schedule 14-16
18th NANC Conference Program Schedule Flyer 17-24

১৮তম নজরুল সম্মেলনে শুভেচ্ছাবাণী : রোকেয়া হায়দার 25

বাংলা-সাহিত্যে প্রথম সৈনিক-কবি কাজী নজরুল ইসলাম ॥ খিলখিল কাজী 26
কাজী নজরুল ইসলাম ও হবীবুল্লাহ বাহার ॥ ইকবাল বাহার চৌধুরী 28
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও নজরুল-নেশা ॥ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম 30
কাজী নজরুলের বাংলা খেয়াল ॥ ড. লীনা তাপসী খান 32
নজরুলের কৈফিয়ত এবং আমাদের কষ্ট ॥ আনিস আহমেদ 36
নজরুল-সংগীত চর্চা ও বর্তমান প্রেক্ষিত ॥ সালাউদ্দিন আহমেদ 38
নজরুল জীবনের গভীরতম ট্রাজেডি ॥ শেলী শাহাবুদ্দিন 41
"নজরুল সংগীত বিষয় বৈচিত্র" বা "বৈচিত্রময় নজরুল সংগীত" ॥ নিশাত সারমিন জেসমিন 44
সাক্ষাৎকার : ডক্টর সুলতান আহমদের সঙ্গে ওয়াহেদ হোসেনী 48

Photo Gallery of Kazi Nazrul Islam 50-65

১৮তম নজরুল সম্মেলনে শুভেচ্ছা : মেহেরুন্নেছা মোশাররফ হোসেইন 66
১৮তম নজরুল সম্মেলনে শুভেচ্ছা : ডাঃ ওয়াদুদ ভুইয়া 67

Rebel Poiet, Kazi Nazrul Islam – A Poet of Change : Afreen Reza 68
Influence of Kazi Nazrul Islam in My Life : Anusha Shaha 70
Growing Up knowing the Works of Kazi Nazrul Islam : Ariana Rahman 71
Kazi Nazrul Islam : Hindu-Muslim Unity : Kamilla Sofie Alam 73
Kazi Nazrul Islam - The Understood Enigma : Labeeba I. Rahman 74
Nazrul: The Sad, Rebellious and Youthful Poet : Madhobee Kabir 77
Nazrul: the Whitman of Bengal : Rivona Haider 80
Nazrul-The Rebel Poet : Rakin Elahi 82
Life of Kazi Nazrul Islam, a Poet of Change : Rayan Y Kuddus 84
Poem Review: "Bidrohi" : Syeda Shahrin Chishty 86

A Brief Statement and History of North America Nazrul Conference (NANC) 87

Pictorial Gallery NANC Past events 88-101

A MESSAGE FROM THE CHAIRPERSON

I am deeply honored and privileged on behalf of North America Nazrul Conference Committee (NANCC) to welcome Bangladesh Institute of Performing Arts (BIPA) of New York for hosting the 18th North America Nazrul Conference (NANC) 2021.

With the outbreak of Coronavirus, it's more than a year now, we all know as to how our daily lives have been regulated and adjusted to strict guidelines introduced by the Government. Until recently, the pandemic situation has improved quite considerably but it is not even near to normal. BIPA had waited almost a year, and now have decided to host this event "virtual" in lieu of "in person" for 3 days from July 3 through August 1, 2021. In normal circumstances, per NANCC guidelines, the conference is to be held for two days in person every even year during the Memorial Day weekend in May. Despite the fact, BIPA has successfully coalesced together the timing, the scope and substance for presenting this event. We stand with BIPA together and are working with them very closely to make this event a momentous success.

As a Nazrul enthusiast, activist and lover, I have been given the excellent opportunity and responsibility to chair the North America Nazrul Conference Committee (NANCC) with effect from October 2020 following the retirement of Dr. Sultan Ahmad who led this organization very successfully for the last 18 years. NANCC owes him its gratitude and expresses heartfelt thanks for his excellent leadership and valuable contribution made for this organization. This organization consists of 18 members who work as a team to carry out the tasks. Many of these members are the conveners of past conferences held in various states, and some are experts on Nazrul songs and music.

Our objective is to practice and promote the versatile talents, life and philosophy of Poet Kazi Nazrul Islam, national poet of Bangladesh, primarily through hosting international conferences, and creating awareness of Nazrul's scholastic literatures and creative works to gain a wider recognition through out the western world. The program includes among others, hosting seminars discussing the many faceted and kaleidoscopic life of the poet. In addition, there will be an attraction of distinguished scholars, celebrity artists, singers, and the participation of many younger generations of Bangladesh origin who grew up in this country and wrote articles on Poet Nazrul's life.

I wish this Virtual conference a great success.

Mahmud Musharraf Hussain
Chairperson, NANCC (2020-2022)

Message from the Chair, NANC Conference Host (BIPA)

'বিপা' আজ এক বিশাল ইন্সটিটিউটের নাম। সুদীর্ঘ ২৮ বছরের অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে 'বিপা'র ঝুলিতে সঞ্চিত সার্থকতার বিশাল যে কৃতিত্ব, তার বিবেচনার ভার রইল সকলের কাছে। তবে আজকের এ কৃতিত্ব 'বিপা' যেমন দাবি করতে পারে আমেরিকার মূল ধারার সাথে একচ্ছত্রভাবে যুক্ত হওয়াতে, তেমনি এ কৃতিত্ব আজ আমাদের সাথে যুক্ত করতে পারা এক বিশাল নতুন প্রজন্মকে, যারা আজ আমাদের সাথে একইভাবে বাংলা সংস্কৃতির ধারাকে ও ধারকদের চিন্তা ও চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। তারা আজ তাদেরই মতো আরও বহু নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা সংস্কৃতিকে যে ভাবে পরিচিত করতে উদ্যোগী হয়েছে তা অবশ্যই আমাদের এক বিশাল অর্জন।

এবারের ১৮তম উত্তর আমেরিকার নজরুল সম্মেলন একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছে। কারণ প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনটি হতে চলেছে ভার্চুয়ালি এবং নানা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে। তিনদিন ব্যাপী বিশাল আয়োজনটিকে তথ্যবহুল করেতে নজরুলের বিভিন্ন সৃষ্টি ও চিন্তা-চেতনাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে সংগীত, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত, কবিতা, নাটক, আলোচনা ও সেমিনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে স্থান দিয়ে। আশা রাখি এই সম্মেলনটি হবে কবি নজরুলের জীবন-দর্শনের এক তথ্যবহুল দলিল যা বহুকালের স্বাক্ষর হিসেবে যেমন সুরক্ষিত থাকবে, তেমনি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তা পৌঁছে যাবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। আসুন আমরা সবাই মিলে এ সম্মেলনকে সার্থক করতে অনুপ্রাণিত করি সকলকে। বিশেষভাবে আমাদের সন্তানদের। আজকের নতুন প্রজন্মকে। যাদের দ্বারা গড়ে উঠবে এক সমৃদ্ধ বাংলা সংস্কৃতি যা এ-সময়ের জন্য বড়ই প্রয়োজন।

নিলোফার জাহান

চেয়ারপার্সন

১৮তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন কমিটি

Message from the Convener, NANC Conference Host (BIPA)

কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে
কত নারী দিল সিঁথির সিদুর লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপড়ি, কত বোন দিল সেবা
বীর স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?

'নারী' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম নারীর গুণ এবং মহত্ত্ব বর্ণনা করে চড়া গলায় তাঁর বিশ্বাস ও দাবি উত্থাপন করেছেন। আমাদের দেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছে সমাজসংস্কার আন্দোলন। নারীরা কোনো কাজে যে পুরুষের থেকে অযোগ্য নয় তার প্রমাণ রেখেছেনড় সর্বকনিষ্ঠ বাংলাদেশী পর্বতারোহী ওয়াসফিয়া নাজরীন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশী ফ্যাশন মডেল বিবি রাসেল, দেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার সংবাদ-পাঠক তাসনুভা আনান শিশির, বাংলাদেশী দাবাড়ু রানি হামিদ, বাংলাদেশী মহিলা ফুটবল খেলোয়াড় সাবিনা খাতুন, নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ নাসিমা আক্তারড় এমনি অসংখ্য নারী। '১৮তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন'-এ সেই সব বীর মহীয়সী নারীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা।

বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বামপাশে।

বিশ্বজীবনে বিষাক্ত করোনা মহামারী আমাদের উচ্ছল জীবনকে ক্লান্ত আর হতাশ করলেও নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন রচনা কোনোদিন থেমে থাকেনি। একটি বছর অপেক্ষার পর অদম্য উচ্ছ্বাস নিয়ে '১৮তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তিনদিন ব্যাপী। আপনাদের সকলের সমর্থন আমাদের অদম্য শক্তি।

মন ছুটছে গো আজ বল্গাহারা অশ্ব যেন পাগলা সে।
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে! আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!!

এ্যানি ফেরদৌস
আহবায়ক
১৮তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন ২০২১

Message from the Member Secretary, NANC Conference Host (BIPA)

দ্বিতীয়বারের মতো স্বাগতিক সংগঠন হিসেবে 'বিপা' নজরুল সম্মেলনের মতো একটি গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। 'বিপা' আয়োজিত ১৯৯৯ সালের দু'দিন ব্যাপী ষষ্ঠ নজরুল সম্মেলনটি আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই বছরটি ছিল কবির জন্মশত বার্ষিকী। বিশাল আয়োজনে আমরা আমাদের সেই দু'দিনের সম্মেলনটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছিলাম। এবারের সম্মেলনটি নতুন একটি মাধ্যমে হতে যাচ্ছে। জীবন যখন স্থবির হওয়ার কথা ছিল তখন আমরা নতি স্বীকার করিনি। বর্তমান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা যেমন 'বিপা'র কার্যক্রম পূর্ণ উদ্যমে চালিয়ে গেছি ঠিক একইভাবে এবারের সম্মেলন ভার্চুয়ালি করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আধুনিক প্রযুক্তি সহায়ক হলে এই সম্মেলন অন্যান্য সম্মেলন থেকে আরো বেশি দর্শকদের কাছে পৌঁছুতে পারবে বলে আমরা আশা পোষণ করি। আপনাদের শুভকামনায় আমাদের স্নাত করুন।

সেলিমা আশরাফ
মেম্বার সেক্রেটারি
১৮তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন কমিটি।

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008
Phone: (202) 244-2745
Fax: (202) 244-277
E-mail: mission.washington@mofa.gov.bd

Ambassador

মান্যবর রাষ্ট্রদূতের বাণী

বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বহুমুখী প্রতিভার অন্বেষণ, চর্চা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে উত্তর আমেরিকা নজরুল কমিটি আগামী ৩০ জুলাই থেকে ০১ আগস্ট নিউ ইয়র্কে সংগঠনটির ১৮তম সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। অতিমারীর এই দুর্দিনে বরাবরের মতোই কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালির নির্ভরতার প্রতীক।

অসামান্য প্রতিভার অধিকারী মানবতার কবি নজরুল ইসলামের সাধনা ছিল সমাজের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন। তার কর্মে উচ্চারিত হয়েছে পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের বাণী। কবির ক্ষুরধার লেখনী যেমন ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তেমনি তার বাণী ও সুরের অমিয় ঝর্ণাধারা সিঞ্চিত করেছে বাঙালির হৃদয়কে।

কবি নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার পথিকৃৎ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার গান ও কবিতা ছিল প্রেরণার উৎস। নজরুল যে অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন, তারই প্রতিফলন আমরা পাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রাম ও কর্মে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। পরে তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়।

বিদ্রোহী কবির জীবনাদর্শ অনুসরণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ, সুখী-সমৃদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।

তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য নজরুল সম্মেলন থেকে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মসহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিরা নজরুল সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারবে এবং জাতীয় কবিকে নতুন করে চিনতে পারবে এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আমি এই আয়োজনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

(এম শহীদুল ইসলাম)

Editorial Board 2021

Anthony P. Gomes
Editor

Dr. Rafiq Khan
Co-Editor

Mahmud Musharraf Hussain
Member

Wahed Hossaini
Member

Annie Ferdous
Member

Selima Ashraf
Member

Mahmood Billah
Member

Hasan Amjad Khan
Member

সম্পাদকীয়

অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমরা ১৮তম নজরুল সম্মেলনের মহা আয়োজনে যোগ দিয়েছি এক ক্ষণজন্মা কবির জয়গানের উৎসবে মেতে উঠতে এবং তাঁর মহান সৃষ্টির ছোঁয়ায় আলোকিত হতে, তাঁর সৃষ্টির সৌকর্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে। আমরা সত্যি সৌভাগ্যবান যে আমরা কাজী নজরুল ইসলামের মতো প্রতিভাধর মনীষীকে পেয়েছি, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা যেমন সিক্ত করেছে আমাদের সাহিত্যাঙ্গন, তেমনি জাগরিত করেছে আমাদের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক মূলবোধের, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সম-অধিকারের লক্ষ্যে সবাইকে উদ্দীপ্ত করেছে নারী-জাগরণের পথে এগিয়ে যেতে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর, তাঁর স্বল্পকালীন সাহিত্যচর্চার মাঝে তিনি দান করে গেছেন সাহিত্য এবং সংগীতের বিপুল ভাণ্ডার, তাঁর অপার অবদান বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি, যিনি সমস্ত বাঙালির প্রাণ জুড়ে আছেন ভিন্ন ভিন্ন সত্তায়। 'বিপা' আয়োজিত (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস) এই মহতী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা কবি নজরুল ইসলামের সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় জগতে ঘুরে বেড়াব, তাঁকে আমাদের অনুভবের সীমানায় নতুনভাবে আবিষ্কার করার চেষ্টা করব। কবি কাজী নজরুল ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে আমাদের সামনে এসেছেন তাঁর সৃষ্টির পথ ধরেড় দ্রোহের কবি, সাম্যের কবি, প্রেমের কবি, মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম। জাতীয়তাবোধ, মানবতাবোধ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্দীপ্ত এক জ্বলন্ত মশাল ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সৃষ্টি আমাদের চেতনাকে করেছে শাণিত, তাঁর সৃষ্টির ব্যঞ্জনায়, বৈচিত্র্যময় ভাবরসে উজ্জীবিত হয়েছে আমাদের ভাবনা এবং মানসভূমি। মহান এই কবির সৃষ্টিকর্মের লালন করা, চর্চা করা, নতুন প্রজন্মের কাছে কবি নজরুল ইসলাম এবং তাঁর সৃষ্টিকে তুলে ধরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি। জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রত্যয়ী প্রয়াস হওয়া প্রয়োজন সারা বছরজুড়ে তাদের নানা অনুষ্ঠানমালায় এবং বিশেষ আয়োজনের মধ্যে দিয়ে কাজী নজরুলকে আরো বেশি করে তুলে ধরা, তাঁর সৃষ্টির সাথে নতুন প্রজন্মের এক সেতুবন্ধন গড়ে তোলা।

বাংলাদেশ, ভারত এবং প্রবাসের আঙিনায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং তাঁর সৃষ্টিকর্ম সবার ভালোবাসায় সিক্ত, সমাদৃত এবং চর্চা হচ্ছে, কিন্তু কোথাও একটা ঘাটতি রয়ে গেছে বলে মনে হয়। কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা এখনো সঠিক স্থানে পৌঁছাতে পেরেছি বলে মনে হয় না। তাঁর সৃষ্টিকর্মের সঠিক মূল্যায়ন করা এবং যথাযথ মর্যাদায় সঠিকভাবে তাঁর সৃষ্টিকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরে প্রয়াসে আমাদের আরো দৃঢ় ভূমিকা রাখায় অবকাশ রয়েছে, কবির প্রতি ভালোবাসা নিয়ে তাঁর সৃষ্টিকর্মকে সারা বিশ্বে তুলে ধরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বৈশ্বিক বলয়ে সৃষ্টির দ্যুতি ছড়িয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক কাজী নজরুল ইসলাম এবং তাঁর মহান সৃষ্টিকর্ম!

'উত্তর আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স কমিটি'র তত্ত্বাবধানে এবং স্বাগতিক সংগঠন, 'বিপা'র আয়োজনে নিঃসন্দেহে এটি একটি মহতী উদ্যোগ, কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের একটি চমৎকার আয়োজন। এই আয়োজনের নেপথ্যে কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা সহ অসংখ্য মানুষের মেধা, শ্রম ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সহভাগিতা রয়েছে, সবার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা। যাঁরা লেখা দিয়ে, শুভেচ্ছা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রকাশনাকে সম্ভব করেছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন আমাদের সম্পাদনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, যাঁদের নিরলস শ্রম এবং ঐকান্তিক সহযোগিতার ফসলই আমাদের এই প্রকাশনা 'The Nightingale-বুলবুল' সম্ভব হয়েছে। সবাইকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমাদের চেতনার চত্বরে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইলসাম এক উজ্জ্বল বহ্নিশিখা, তাঁর সৃষ্টির আলোয় উদ্ভাসিত হোক আমাদের মানসভূমি, তাঁর চেতনায় উদ্দীপ্ত হোক প্রতিটি বাঙালি, সমৃদ্ধ হোক আমাদের তরুণ প্রজন্ম। তাঁর সৃষ্টি বেঁচে থাকে আগামীর বলয়ে, চেতনার জ্বলন্ত মশাল হয়ে বেঁচে থাকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো সময়ের সীমানা প্রেরিয়ে যুগ যুগ ধরে!

অসীম কৃতজ্ঞতাসহ,

সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে,
এ্যান্থনী পিউস গোমেজ
সম্পাদক

North American Nazrul Conference Committee Mission Statement

The mision of the NANCC is to explore, practice and promote the versatile talents of Poet Kazi Nazrul Islam, primarily though international conferences to be held every even year during Memorial Day weekend in May. The goal is to generate international awareness of the imperative need to preserve this immense treasure, and to gain a wider recognition that he so rightfully deserves.

North America Nazrul Conference Committee (NANCC) Members

Mahmud Musharraf Hussain
Chairman, NANCC

Dr. Ziauddin Ahmed
Vice-Chairman, NANCC

Dr. Sultan Ahmad

Golam Sohrab

Ellora Ameen

Selima Ashraf

Dr. Md. Wadud Bhuiyan

Mahmood Billah

Annie Ferdous

Hussain Choudhury (Hiron)

Shafi Delwar (Kajol)

Susmita Guha-Roy

Roquia Haider

Zahid Hussain (Pintu)

Wahed Hossaini

Niva Rahman (Nahar)

Nilofar Jahan

Mohammad Kabir Kiron

List of North America Nazrul Conferences (1990-2021)

List of North America Nazrul Conferences (1990-2021)

Conf. #	Year	Host	Convenor	Coordinator/Member Secretary	Featured Artist
1	1990	Shoukhin Cultural Group of New Jersey, NJ	Musharoff Hossain	Mahmood Billah	Feroza Begum
2	1992	Taranga of Boston, MA	Gulshan Ara Kazi	Kazi Belal	Niaz Mohammed Chowdhury
3	1994	Bangladesh Association of Washington DC, Maryland and Virginia	Mahmud Musharraf Hussain	Wahed Hossaini	Fatematuz Zohra
4	1996	Bangladesh Society of New York, NY	M. Awlad Hossain Khan		Sohrab Hossain
5	1998	Mohana Cultural Group of Atlanta, Georgia	Mushfiqur Rahman	Shahab Siddiqui	Nilufar Yasmin
6	1999	Bangladesh Institute of Performing Arts, NY	Selima Ashraf		Shipra Basu
7	2000	Bangladesh Society of Florida, FL	Shah Nawaz Chowdhury		Ajoy Chakroborty
8	2002	Taranga of California, CA	Obaidul Khan Rumi	Kazi Belal	Fatematuz Zohra
9	2004	International Society of Bangladesh, Montreal, Canada	Abu Lais Sher		Ferdous Ara
10	2007	Deshi TV. Tornoto, Canada	Ellora Ameen	Khan Monzur-E-Khoda	Fatematuz Zohra
11	2008	Bangladesh Association of America, Inc., Washington DC, Maryland and Virginia	Mahamud Musharraf Hussain	Wahed Hossaini	Leena Taposi Khan, Sabiha Mahbub, Late Zaheda Begum, Sharmistha Banarjee
12	2010	Bangladesh Association of Delaware Valley, Philadelphia, PA	Golam Kabir	Ziauddin Ahmaed	Ferdous Ara, Khairul Anam Shakil
13	2012	Bangladesh Assoc. of North Texas, Dallas, TX	Mushtaq Choudhury	Hashmat Mobin	Nilufar Banu Lily
14	2014	Deshi TV, Toronto, Canada	Ellora Ameen	Khan Monzur-E-Khoda	Ferdous Ara, Pandit Tushar Datta
15	2015	Bangladesh Academy of Los Angeles, California	Zahid Hossain Pintu	Parvez Howladar	Sujit Mustafa, Yasmin Mustari, Anup Barua
16	2016	Shatadal, a Cultural Organization of New York, New Jersey, and Connecticut	Kabir Kiron	Jahangir Dickens	Sujit Mustafa, Ferdous Ara, Leena Taposi Khan, Sabiha Mahbub
17	2018	Bangladesh Association of America, Inc., & Droopad, Inc., Washington DC	Shafi Delwar (Kajol) Hiron Choudhury	Anthony Pius Gomes	Fatemautz Zohra, Nashid Kamal, Khil Khil Kazi, Sharmistha Banarjee
18	2021	Bangladesh Institute of Performing Arts, (BIPA) New York	Annie Ferdause	Selima Ashraf	Yakub Ali Khan, Yusuf Ahmad Khan, Yasmin Mushtari, Tanvir Alam Sajib

18th NANC Conference Host- Bangladesh Institute of Performing Arts (BIPA)

Committee Members

Chairperson
Nilofar Jahan

Convener
Annie Ferdous

Co-Convener
Syed Mijanur Rahman

Member Secretary
Selima Ashraf

Cultural Seminar

Sabina Sharmin

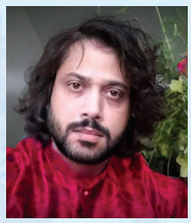

Mridul Ahmed

Sohani Islam

Gulshan Ara Kazi

Youth Program

Pritiza Paromita

Aryan Kabir

Rezwan Islam

Shaian Sharmin

Media & Publicity

Shaikh Sirajul Islam

Mohammad Kabir Kiron

Raisa Jerren

Nahreen Islam

Taseen Ferdous

Finance

Jafor Ferdous

18th NANC Conference Host- Bangladesh Institute of Performing Arts (BIPA)

Committee Members

Publication & Documentation

Anthony Pius Gomes

Dr. Rafiq I. Khan

Mahmud Musharraf Hussain

Wahed Hossaini

Annie Ferdous

Selima Ashraf

Mahmood Billah

Hasan Amjad Khan

Technical support

Zarrin Maisha

Maksudur Rahman

Syed R Akbar

Sayed R Emon

Sizan Ahmed

Taseen Ferdous

Volunteers

Mamunur Rashid

Nurul Islam

Sabbir Husain

Beauty Yesmeen

Hafiza Hossain

Asma Khatun

Syed Mahadin Rahman

Chief Adviser

Dr. Sultan Ahmad
former Chairman NANCC 2003 - 2020

Advisory Committee

Mahmud Musharraf Hussain

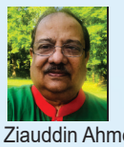
Dr. Ziauddin Ahmed

Wahed Hossaini

Dr. Md. Wadud Bhuiyan

Roquia Haider

Mahmood Billah

18th NANC Conference Program Schedule

30th July Friday

8:00 pm - Opening announcement Sabina Sharmin, Pritiza Paromita, Mridul Ahmed

8:10 pm - Official opening of 2021 Nazrul Conference by Mahmud Musharraf Hussain, chairman, NANCC

8:20 pm - 'জাগো বহ্নিশিখা' Opening performance by BIPA, Direction Selima Ashraf, Nilofar Jahan, Annie Ferdous

8:40 pm - Bangladesh- in our thoughts and prayers

8:45 pm - Greetings Sadia Faizunnesa, Consul General of Bangladesh in NY

8:50 pm - Greetings Nilofar Jahan, Chairperson, 18th NANCC

8:55 pm - 'মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম' an instrumental tribute by the BIPA guitar and keyboard students, Direction Nadeem Ahmed

9:10 pm - 'শিউলিমালা' A vocal presentation of Nazrul Sangeet by BIPA students, Script, Concept & Direction Nilofar Jahan

9:40 pm - 'রুমঝুম ঝুম ঝুম' Dance presentation by Taseen Ferdous and BIPA kathak students

9:55 pm - 'সঞ্চিতা' Recitation by Kazi Rahnuma Noor, Catherina Keya Rozario, Evan Chowdhury, Delara Nahar Babu, ZH Arzu, Kamran Karim

10:20 pm - Greetings Sponsor Raihan Zaman, President Utshob Group

10:35 pm - 'গানের আড়াল' Nazrul Sangeet by Chhanda Chakraborty, Jannate Ferdous Lucky, Rituraj Baidya

11:35 pm - Closing of Friday event Sabina Sharmin, Pritiza Paromita, Mridul Ahmed

18th NANC Conference Program Schedule

31st July Saturday

12:00 pm - Opening announcement Mridul Ahmed, Shaikh Sirajul Islam, Abir Alamgir, Laila Farzana

12:10 pm - Greetings Liaquat Ali Lucky, Director General, Bangladesh Shilpakala Academy

12:20 pm - Greetings Syed Mijanur Rahman, Co-Convener, NANACC

12:30 pm - Nazrul publication The Nightingale 'বুলবুল' 2021 Decided by the NANCC

12:45 pm - 'অরুণ প্রাতের তরুণ দল' Recitation by BIPA students, direction Sabina Sharmin & Mridul Ahmed

1:00 pm - Greetings Sponsor Nurul Amin, Businessman and community activist

1:10 pm - 'অগ্নিবীণা' Collection of Nazrul Sangeet by Yasmin Mushtari and Tanveer Alam Shawjeeb

2:10 pm - Greetings Selima Ashraf, Member Secretary, NANCC 2021

2:20 pm - 'একান্ত আলাপন' an interview with Dr. Sultan Ahmed, former chairman NANCC

3:00 pm - Greetings sponsor Dr. Sayedur Rahman, community activist

3:05 pm - Poetry recitation by Syed Hasan Imam and Laila Hasan

3:15 pm - 'সঞ্চায়ন' songs and poetry of Nazrul, performance by Niva Rahman, Kabir Kiron, Mahmood Billah, Roquia Haider & Humaira Haider, Selima Ashraf

3:50 pm - Reading self-composed articles Anusha Shaha, Rakhin Elahee

4:00 pm - 'সৃজন ছন্দে' dance presentation by Anup Das Dance Academy

4:15 pm - Greetings Golam Faroque Bhuiyan, Chairman, GFB

4:25 pm - Reading self-composed articles Kamilla Sofi Alam, Labeeba Rahman

4:35 pm - 'রাগে অনুরাগে নজরুল' A vocal presentation of Nazrul songs based on ragas, Script, Concept & Direction Selima Ashraf

5:45 pm - Greetings Sponsor Shiper Chowdhury

5:5o pm - 'রুমঝুম ঝুম ঝুম' Dance presentation by Aruna Haider (Canada) and Naosheen Noor (Seattle)

6:00 pm - Reading self-composed articles Madhobee Kabir, Rivona Haider

6:10 pm - 'বৈচিত্র্যের বৈভবে নজরুল' an internet forum moderated by Anis Ahmed, panelists Dr. Sajed Kamal, Dr. Mustafa Munir, Dr. Gulshan Ara Kazi, Kowshik Ahmed

7:15 pm - 'আঁচল ভরা ফুল' নজরুলের প্রেমের গানে নারী মানস Vocal performance by Ustad Yaqub Ali Khan and Yousuf Ahmed Khan

8:40 pm - Reading self-composed articles Afreen Reza, Ariana Rahman

8:50 pm - Greetings Sponsor Raihan Zaman, President Utshob Group

9:00 pm - 'চিরন্তন' creations of Nazrul through dance, concept, and direction Hasan Ishtiaq Imran. A Kathakia & BIPA joint production

9:25 pm - Closing of Friday event Mridul Ahmed, Shaikh Sirajul Islam, Abir Alamgir, Laila Farzana

18th NANC Conference Program Schedule

1st August, Sunday

12:00 pm - Opening announcement Mridul Ahmed, Abir Alamgir, Mazur Kader, Laila Farzana

12:10 pm - 'নূতনের গান' Young artists vocal performance by Fahmin Rahman, Aryan Kabir, Rusmika Nabiha, Alvan Chowdhury

12:35 pm - 'রুমঝুম ঝুম ঝুম' Dance presentation by Antara Saha

12:40 pm - 'নারী' Nazrul Islam's poetry recitation by Lutfun Nahar Lata, Nazrul Kabir, Clara Rozario, Golam Mostafa, Hossain Shahriar Taimur, Mumu Ansari, Durre Maknun Noboni, Heera Chowdhury

1:15 pm - 'রুমঝুম ঝুম ঝুম' Dance presentation by Zarrin Maisha and BIPA students

1:35 pm - 'Youth Engagement' A stage reading highlighting Nazrul's legacy originated and directed by Kazi Shahjahan and Gulshan Ara Kazi

2:35 pm - Greetings sponsor Dr. Sayedur Rahman, community activist

2:40 pm - Reading self-composed articles Rayan Kuddus, Syeda Shahrin Chisty

2:55 pm - 'সুরসাকী' Nazrul Sangeet by Kanta Alamgir, Sharmin Mohsin, Chandan Chowdhury, Selima Ashraf, Kaberi Das & Paromita Mumu

4:20 pm - Greetings Sponsor Nurul Amin, Businessman and community activist

4:25 pm - 'শতবর্ষের দোরগোড়ায় বিদ্রোহী' Nazrul Islam's poetry recitation by Lutfun Nahar Lata, Nazrul Kabir, Clara Rozario, Golam Mostafa, Hossain Shahriar Taimur, Mumu Ansari, Durre Maknun Noboni, Heera Chowdhury

5:05 pm - 'বাঁধন হারা' Young artists vocal performance by Tomal Hossain, Suraiq Hasan Sadi, Zarrin Maisha, Rudranil Das

5:50 pm - 'Kazi Nazrul Islam in global arena' an internet forum moderated by Dr. Ziauddin Ahmed, panelists Professor Jason Chang, Dr Sajed Kamal, Professor Win Ston Langley

6:50 pm - Greetings Annie Ferdous, Convener NANCC 2021

7:00 pm - Greeting Sponsor Golam Faroque Bhuiyan, Chairman, GFB

7:05 pm - 'রাক্ষুসী' Tale of a woman's vengeance, A short play by Dhaka Drama NY

7:35 pm - Award presentation to Dr. Sultan Ahmed and NANCC 2021 closing ceremony

7:55 pm - Greetings Sponsor Raihan Zaman, President Utshob Group

7:55 pm - 'চির উন্নত মম শির' A vocal presentation by Anindita Kazi and Shaheen Tarafder, a Kazi Nazrul Islam Foundation NA presentation

8:45 pm - Closing of 3 days virtual conference Mridul Ahmed, Abir Alamgir, Mazur Kader,

বিপা আয়োজিত প্রথম ভার্চুয়াল নজরুল সম্মেলন
18th North America Nazrul Conference 2021
কোন কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়ী লক্ষী নারী
July 30, 31 & Aug 1 | FaceBook and Youtube Live
নজরুল সঙ্গীত ও আবৃত্তি নির্ভর নৃত্যানুষ্ঠান
'চিরন্তন' 'সৃজন ছন্দে' 'রুমঝুম ঝুম ঝুম'
পরিবেশনায়
কাথাকিয়া, আড্ডা, বিপা
অরুণা হায়দার,
হাসান ইশতিয়াক ইমরান,
তাসিন ফেরদৌস, জারিন মাইশা,
মিথান দেব, অন্তরা সাহা, নওশীন নূর
bipainc.team@gmail.com www.bipainc.com 917.674.4746 II 917.673.1105 II 347.237.1628
bipa.inc
Media Partner
Bangladesh Institue of Performing Arts
প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ও অনুশীলন কেন্দ্র
Media Partner
TIMES 24

বিপা আয়োজিত প্রথম ভার্চুয়াল নজরুল সম্মেলন

18th North America Nazrul Conference 2021

কোন কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়ী লক্ষী নারী

July 30, 31 & Aug 1 | FaceBook and Youtube Live

বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত সঙ্গীত ও নৃত্য শিল্পী

হাসান ইমাম, লায়লা হাসান, ইয়াকুব আলী খান, ইয়াসমিন মুসতারী, হাসান ইশতিয়াক ইমরান,
তানভীর আলম সজীব, ঋতুরাজ বৈদ্য, ইউসুফ আহমেদ খান, জান্নাতে ফেরদৌস লাকি, ছন্দা চক্রবর্তী,

utshob.com
YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE

বাঙ্গালী

TIMES 24
times24.tv

bipainc.team@gmail.com www.bipainc.com
917.674.4746 II 917.673.1105 II 347.237.1628
bipa.inc

Bangladesh Institue of Performing Arts
প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ও অনুশীলন কেন্দ্র

বিপা আয়োজিত প্রথম ভার্চুয়াল নজরুল সম্মেলন

18th North America Nazrul Conference 2021

কোন কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়ী লক্ষী নারী

July 30, 31 & Aug 1 | FaceBook and Youtube Live

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী আবৃত্তি শিল্পী

রোকেয়া হায়দার , লুতফুন নাহার লতা, জি এইচ আরজু, নজরুল কবির, ক্যাথেরিনা কেয়া রোজারিও, ইভান চৌধুরী, আনোয়ারুল হক লাবলু, ক্লারা রোজারিও, গোলাম মোস্তফা, মুমু আনসারী, দুররে মাকনুন নবনী, কবির কিরণ, দিলারা জাহান বাবু, হোসেন শাহরিয়ার তইমুর, কাজী রাহনুমা নুর, কামরান করিম, হীরা চৌধুরী

আবৃত্তি -'নারী', শতবর্ষের দোরগোড়ায় 'বিদ্রোহী', 'সঞ্চিতা', 'হংসমিথুন', 'অরুণ প্রাতের তরুণ দল'

Media Partner

Media Partner

bipainc.team@gmail.com www.bipainc.com
917.674.4746 II 917.673.1105 II 347.237.1628
bipa.inc
Bangladesh Institue of Performing Arts
প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ও অনুশীলন কেন্দ্র

বিপা আয়োজিত প্রথম ভার্চুয়াল নজরুল সম্মেলন

18th North America Nazrul Conference 2021

কোন কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়ী লক্ষী নারী

July 30, 31 & Aug 1 | FaceBook and Youtube Live

সম্মেলনে তিনটি বিশেষ পরিবেশনা

"একান্ত আলাপন"

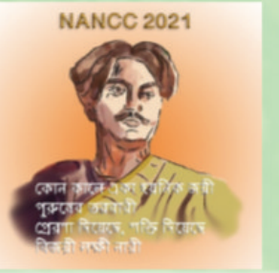

An Interview with Dr. Sultan Ahmad | Former chairman NANCC 2002 - 2020
আলাপ করবেন Musharraf Hussain, Mahmood Billah, Annie Ferdous

ঢাকা ড্রামা নিউইয়র্ক নিবেদিত

"রাক্ষুসী"

A Short Play of Nazrul

মূল গল্প কাজি নজরুল ইসলাম

নাট্যরূপ ও পরিচালনা শিরিন বকুল

'কাজী নজরুল ইসলাম ফাউন্ডেশন, নর্থ আমেরিকা' নিবেদিত

"চির উন্নত মম শির"

A Vocal Presentation

অনিন্দিতা কাজী ও শাহীন তরফদার

bipainc.team@gmail.com www.bipainc.com
917.674.4746 II 917.673.1105 II 347.237.1628
bipa.inc

Bangladesh Institue of Performing Arts
প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ও অনুশীলন কেন্দ্র

utshob.com
YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE

বিপা আয়োজিত প্রথম ভার্চুয়াল নজরুল সম্মেলন

18th North America Nazrul Conference 2021

কোন কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়ী লক্ষী নারী

July 30, 31 & Aug 1 | FaceBook and Youtube Live

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী উত্তর আমেরিকার সঙ্গীত শিল্পী

মাহমুদ বিল্লাহ, সেলিমা আশরাফ, নিভা রহমান, কাবেরী দাশ, লিমন চৌধুরী, চন্দন চৌধুরী, শারমিন মোহসিন, কান্তা আলমগীর, পারমিতা মুমু

সঙ্গীতানুষ্ঠান - 'শিউলিমালা', 'রাগে অনুরাগে নজরুল', 'নতুনের গান'
'বন্ধনহারা', 'অগ্নিবীণা', নজরুলের প্রেমের গানে নারীর উক্তি' '

Media Partner

বাঙালী

bipainc.team@gmail.com www.bipainc.com
917.674.4746 II 917.673.1105 II 347.237.1628
bipa.inc

Bangladesh Institue of Performing Arts
প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ও অনুশীলন কেন্দ্র

Media Partner

TIMES 24 times24.tv

বিপা আয়োজিত প্রথম ভার্চুয়াল নজরুল সম্মেলন

18th North America Nazrul Conference 2021

Facebook Live, YouTube, Zoom

July 30, 31, and Aug 1

Discovering Nazrul Today
Reading Self-composed Articles and Seminars
- বৈচিত্রের বৈভবে নজরুল
- Kazi Nazrul Islam in the global arena

Afreen Reza

Rakin Elahi

Madhobee Kabir

Syeda Shahrin Chishty

Rayan Y Kuddus

Labeeba I. Rahman

Rivona Haider

Kamilla Sofie Alam

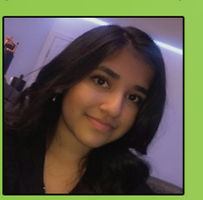
Ariana Rahman

Anusha Saha

Panelists

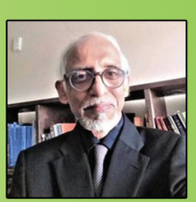
Dr. Mustafa Munir

Dr. Sajed Kamal
Author and scientist Boston

Professor Jason Chang
University of Connecticut

Dr. Gulshan Ara Kazi
Nazrul Scholar

Kowshik Ahmed
Editor Weekly Bangalee

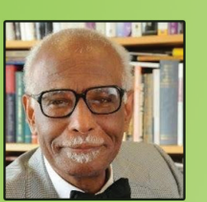
Professor Winston Langley,
University of Massachusetts

Moderators

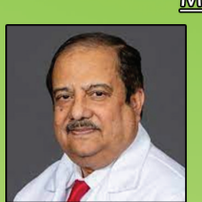
Dr. Ziauddin Ahmed
Vice-chairman of NANCC

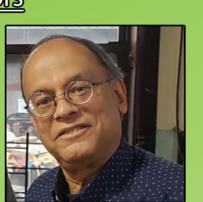
Anis Ahmed
Broadcast Journalist

Media Partners

bipainc.team@gmail.com
www.bipainc.com bipa.inc
917.673.1105 917.674.4746 347.237.1628

Bangladesh Institute of Performing Arts
প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ও অনুশীলন কেন্দ্র

বিপা আয়োজিত প্রথম ভার্চুয়াল নজরুল সম্মেলন

18th North America Nazrul Conference 2021

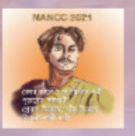

কোন কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়ী লক্ষী নারী

July 30, 31 & Aug 1 | FaceBook and Youtube Live

সম্মেলনের উপস্থাপক, যন্ত্রসঙ্গীত, কারিগরি সহযোগী

মৃদুল আহমেদ, সাবিনা শারমিন, শেখ সিরাজুল ইসলাম, লায়লা ফারজানা, আবীর আলমগীর, দিঠি আনোয়ার, মনজুর কাদের, পিনাক পানি গোস্বামী, রিপন মিয়া, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন সজীব, পল্লব সান্যাল, বিনোদ রায়, শাকিল মোহাম্মদ দিপন, সাইদ রেহান ইমন, মাকসুদ রহমান বাপ্পি, জারিন মাইশা, সৈয়দ রেজাউল আকবর, নিবিড় খান

bipainc.team@gmail.com www.bipainc.com 917.674.4746 II 917.673.1105 II 347.237.1628

bipa.inc

Media Partner

বাঙ্গালী

Bangladesh Institue of Performing Arts

প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ও অনুশীলন কেন্দ্র

Media Partner

TIMES 24 times24.tv

বিপা আয়োজিত প্রথম ভার্চুয়াল নজরুল সম্মেলন

18th North America Nazrul Conference 2021

কোন কালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়ী লক্ষী নারী

July 30, 31 & Aug 1 | FaceBook and Youtube Live

A big Thank you to our 2021 NANCC sponsors. BIPA is always fortunate of have generous supporters like you.

সম্মেলনের স্পন্সরদের প্রতি আমদের অশেষ কৃতজ্ঞতা

Raihan Zaman
President Utshob Group

Golam Faroque Bhuiyan
Chairman, GFB

Rahat Muqtadir
CEO Town-MD/ASC Medsolutions

Mahmud Mosharraf Hussain
Chairman NANCC

Dr. Ziauddin Ahmed
Vice Chairman NANCC

Dr. Gulshan Ara Kazi
Nazrul Scholar

Nurul Amin
Businessman &
Community activist

Kazi Shahjahan
Founding Member,Chief Coordinator
Nazrul Endowments of CSUN & UCONN

Dr. Sayedur Rahman
Community activist

Shiper Chowdhury
President, Taranga of California

bipainc.team@gmail.com www.bipainc.com
917.674.4746 II 917.673.1105 II 347.237.1628
bipa.inc

Media Partner

Media Partner

Bangladesh Institue of Performing Arts
প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ও অনুশীলন কেন্দ্র

১৮তম নজরুল সম্মেলনে শুভেচ্ছাবাণী

কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি, আমাদের গর্ব এবং অহংকার। কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের উপর আলোকপাত করার জন্য, কাজী নজরুল ইসলামকে তরুণ প্রজন্মের মাঝে তুলে ধরার জন্য, তাঁকে বিশ্বের বুকে আরো গৌরবান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পারফর্মিং আর্টস (বিপা) কর্তৃক আয়োজিত ১৮তম নজরুল সম্মেলন সত্যিই একটি মহৎ উদ্যোগ। আমি স্বাগতিক সংগঠন 'বিপা'কে অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদের এই নান্দনিক প্রয়াসের জন্য। মহামারীর কারণে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মানুষের মাঝে এবং তাদের জীবনযাত্রায় যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বিগত প্রায় দেড় বছর যাবৎ, তা অবর্ণনীয়। তবুও সামনে এগিয়ে যাবার প্রত্যয় নিয়ে আমাদের প্রবাসী সংগঠন বিপা আন্তর্জালিকভাবে যে এই উদ্যোগ নিয়েছে, তা প্রশংসার দাবিদার। আমি এই সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল।

শুভেচ্ছান্তে,

রোকেয়া হায়দার
সাবেক প্রধান, বাংলা বিভাগ
ভয়েস অব আমেরিকা

বাংলা-সাহিত্যে প্রথম সৈনিক-কবি কাজী নজরুল ইসলাম

খিলখিল কাজী

কবি পরিবারের সদস্য (কাজী নজরুল ইসলামের নাতনী), লেখিকা

চুরুলিয়া হল বর্ধমান জেলার কয়লাখনি অঞ্চল। ইংরেজদের শাসনামলে এই গ্রামে আণ্ডাল থেকে চুরুলিয়া পর্যন্ত একটা রেলপথও চালু ছিল। ভারতের স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যে এই রেলপথ বন্ধ হয়ে যায়।
নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়া গ্রাম থেকে একসময় বেরিয়ে পড়েন। এই বেরিয়ে পড়া নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখার আগ্রহ নিয়ে। স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতেন। ছোট পৃথিবী ছেড়ে বড় পৃথিবীর স্বপ্ন, লেখাপড়া শিখেছেন নানান স্কুলে। রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে, বর্ধমানের মাথরুন বিদ্যালয়ে। আবার বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কাজীর শিমলায় দরিমাপুর হাইস্কুলে। এসব তাঁর খাম-খেয়ালির মতো ব্যাপার ছিল না। আসলে যাঁরা বড় মাপের মানুষ হন, বিশেষ করে স্বপ্ন দেখা ভাবুক মানুষ তাঁদের ভিতরে অস্থিরতা থাকে। জীবনকে, দেশকে, জগৎকে দেখার জন্য তাঁদের সব সময়ই মনে হয়, হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনো খানে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণের মতো মানুষদের মধ্যেও এমনটা ছিল। পৃথিবীর অন্য অনেক বিখ্যাত লেখকদের জীবনেও এমনটা দেখা যায়। এ যেন তাঁদের এক স্বপ্নের দেশ, স্বপ্নের পৃথিবী খুঁজে বেড়ানো।

কবি নজরুল খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। ধরাবাঁধা গতানুগতিক পথ যেন তাঁর জন্য নয়। সিয়ারসোল হাইস্কুলে দশম শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষায় সবার আগেই সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। দেশের যাঁরা যুবক তাঁরা অনেক স্বপ্ন দেখতেন যে, বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক হতে পারলে অস্ত্র-চালনা শেখা যাবে। সেই অস্ত্র উঁচিয়ে ধরা যাবে ভারতের ইংরেজ শাসকদের ওপর। লেখা-পড়ার চাইতে তাঁরা তখন দেশ স্বাধীন করার ওপর বেশি জোর দিতে চাইতেন। নজরুলও সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্নই তাঁকে সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। কত কষ্ট করেছেন ঘর ছেড়ে বের হবার পর। কাজী-বাড়ির ঠুনকো আভিজাত্য ভেঙে রুটির দোকানে কাজ করেছেন। আসানসোলে এক বাড়িতে ফাই-ফরমাস খাটারও কাজ করেছেন। কিন্তু এ-সবের মধ্যেও ছেলেবেলায় লেখা-পড়ার দারুণ আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহেই ময়মনসিংহের মতো অত দূরের এখনকার বাংলাদেশের গণ্ডগ্রামে গিয়ে থেকেছেন। সেখানে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনাও করেছেন।
নজরুল যদি যুদ্ধে যোগ না-দিতেন তাহলে তাঁর জীবন কেমন হত কে জানে। কিন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই তাঁকে সৈনিক কবি করে তুলেছিল। পৃথিবীর নানান দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁকে উৎসাহী করে তুলেছিল।

করাচির সেনানিবাসে থাকার সময় তিনি লেখেন প্রথম কবিতা ও গল্প। কলকাতার পত্রিকাতে তা ছাপা হয়। করাচিতে নজরুল ছিলেন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার। এই যুদ্ধক্ষেত্রেই পল্টনের আরো দু'জনের সঙ্গে নজরুলের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ডিসিপ্লিন ইনচার্জ শম্ভু রায়। অন্যজন মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। এই মণিভূষণ পরবর্তীকালে 'লাঙল' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। এঁর আরেকটি প্রতিভা ছিলড় সংগীত প্রতিভা। মণিভূষণ নিয়মিতভাবে নজরুলের সঙ্গে সংগীতের তালিম নিতেন, এছাড়া আরো একজনের নাম উল্লেখ করা যায়, তিনি হলেন হাবিলদার নিত্যানন্দ দেড় যাঁর বাড়ি ছিল হুগলীর ঘুটিয়া বাজারে। এই নিত্যানন্দের কাছ থেকেই নজরুল অরগান বাজানো শিক্ষা গ্রহণ করেন।

নজরুলের জীবনে করাচি সেনানিবাসে থাকা এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সৈনিকের জীবন-যাপন করেও তিনি লেখা-পড়া ও

সাহিত্য-চর্চায় নিয়মিত ডুবে থাকতেন। করাচি সেনানিবাসে থেকেও তিনি তৎকালীন সমস্ত বিখ্যাত পত্র-পত্রিকা পাঠ করতেন। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মর্মবাণী, সবুজপত্র, বঙ্গবাণী, সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ও বিজলী'র গ্রাহক ছিলেন। এছাড়া রুশ বিপ্লব সম্পর্কিত নানা পত্র-পত্রিকা তিনি নিজের হাতের কাছে রাখতেন সব সময়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত রুশ বিপ্লব নজরুলকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। রুশ বিপ্লব সম্পর্কে যাবতীয় পত্র-পত্রিকা নজরুল অত্যন্ত খুঁটিয়ে পড়তেন। জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাতেও রুশ বিপ্লব সম্পর্কে অনেক খবরাখবর প্রকাশিত হত। যদিও এদেশে তখনো অবধি কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ঠিক এ-রকম একটা পরিস্থিতিতে সেনাবিভাগের কঠিন কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ থেকেও ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন ভারতের একজন হাবিলদার হয়ে কীভাবে রুশ বিপ্লব সম্পর্কে এতটা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন তা থেকেই কাজী নজরুলের স্বদেশচেতনা এবং বিপ্লবী মানসিকতার প্রকৃত ছবিটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যাই হোক, সৈনিক থাকা অবস্থায় নজরুলের সাহিত্য-জীবনের উন্মেষ ঘটে। করাচি থেকেই তিনি নিয়মিত কলকাতার পত্র-পত্রিকাতে বিস্তর লেখা পাঠাতে থাকেন। তাঁর বেশ কয়েকটি লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে ছাপা হতেই বাঙালি পাঠক মহলে এই নতুন অসামান্য প্রতিরোধের বাঙালি কবির একটি স্বতন্ত্র জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই কাজী নজরুলই প্রথম সৈনিক কবি। নজরুলের 'মুক্তি' শীর্ষক কবিতাটি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ছাপা হয়। যতদূর জানা যায়, এটিই ছিল পত্রিকায় ছাপানো তাঁর প্রথম কবিতা। এরপর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মে-জুন সংখ্যায় মাসিক 'সওগাত' প্রথমবর্ষ সপ্তম সংখ্যায় নজরুলের একটি গল্প 'বাউণ্ডেলের' আত্মকাহিনী' প্রকাশিত হয়। গল্প হলেও লেখাটি অনেকটা আত্মস্মৃতিমূলক। 'মুক্তি' কবিতাটি প্রকাশের পর নজরুলের সাহিত্য-সৃষ্টিতে যেন বান ডাকতে শুরু করে। একটার পর একটা গল্প, কবিতা, উপন্যাস তিনি লিখতে শুরু করেন। লিখলেন, 'ব্যথার দান' গল্প, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হল। প্রকাশ হল 'হেনা' গল্পটি। 'ব্যথার দান' গল্পে রুশ বিপ্লব সম্পর্কে কবি নজরুলের চিন্তা-ভাবনা কোন স্তরে ছিল তার বিবরণ পাওয়া গেল। শুধু দেশপ্রেম নয়, নজরুল ইসলামের এই গল্পের ভিতর দিয়ে আন্তর্জাতিকতাও ফুটে উঠেছে, আমাদের বাংলা সাহিত্যে নতুন দিক বলতে হবে। 'রিক্তের বেদন' গল্পটিও নজরুল ইসলাম করাচি সেনানিবাসে বসে লেখেন।

নজরুল ১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কলকাতায় ফিরে ১৯২০ সাল থেকে কবিতা ও গান লিখে গোটা বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অন্যতম প্রিয় সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর। সুভাষচন্দ্র বলতেন,

'নজরুলের গান না শুনলে মনের মধ্যে জোশ তৈরি হয় না।'

নজরুল ছিলেন মানবতাবাদী লেখক। তিনি বলতেন,

"এই উপমহাদেশের কোনো মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত ভেদাভেদ থাকা চলবে না। নারী ও পুরুষের মধ্যে চলে আসা হাজার হাজার বছরের ব্যবধান দূর করতে হবে। মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা না করলে মানব জাতিকে রক্ষা করা যাবে না।"

তিনিই প্রথম মানুষ, লিখিত আসরে উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা যাঁর মধ্যে উচ্চারিত হয়েছিল। মাত্র ৪৩ বছর বয়সেই তিনি বাকহারা ও স্মৃতিশক্তিহীন হয়ে পড়েন। বাইশ-তেইশ বছরের সাহিত্যসাধনা তাঁর। এর মধ্যেই উপমহাদেশীয় জীবনের যে মূল বাণী সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধনের মন্ত্রটিকে তিনি চমৎকার কুশলতায় চিত্রিত করে তুলেছেন তাঁর কবিতা, গান, গল্প ও প্রবন্ধ ইত্যাদি অজস্র সৃষ্টির মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় এত অধিক সংখ্যক সংগীত আর কোনো কবি সৃষ্টি করেননি। তিনি তাঁর 'কুহেলিকা' উপন্যাসে বলেছেন,

"এই উপমহাদেশ শুধু হিন্দুর নয়, শুধু মুসলমানের নয়, খ্রিস্টানের নয়ড় এই উপমহাদেশ সব মানুষের মহা মানবের মহান তীর্থস্থান।"

আজীবন তিনি মানুষের জয়গান গেয়েছেনড় সকল রকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ছিল অশান্ত। ধর্মের উগ্রতা, সমাজের সকল ইতরতার বিরুদ্ধে উদার উদাত্ত কণ্ঠে সাম্যের আহ্বান। তাই তাঁর শেষ পরিচয় তিনি বাঙালি মানবতার কবি।

কাজী নজরুল ইসলাম ও হবীবুল্লাহ বাহার

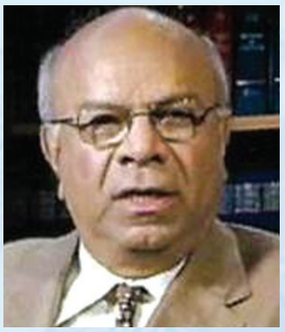

ইকবাল বাহার চৌধুরী

সাবেক প্রধান, বাংলা বিভাগ, ভয়েস অব আমেরিকা
আন্তর্জাতিক সম্প্রচারক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, লেখক

কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় চট্টগ্রাম শহরকে ঘিরে। ১৯২৬ সালের কথা। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তখন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চলছে, ইংরেজ বিতাড়নের প্রচেষ্টা। সেই সময়টাতে নজরুলের পদার্পণ চট্টগ্রাম শহরে। আমার বাবা মরহুম মুহাম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর উৎসাহ ও আমন্ত্রণে তখন কবি নজরুল চট্টগ্রামে যান এবং আতিথ্য গ্রহণ করেন আমাদের বাড়িতে। চট্টগ্রামের নন্দনকানন এলাকায় জুবিলী রোডের উপর হবীবুল্লাহ বাহারের নানা শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আবদুল আজিজের কাঠের বাড়ি 'আজিজ মঞ্জিল' সেখানে থাকতেন হবীবুল্লাহ বাহার, তাঁর একমাত্র বোন শামসুন নাহার, নানী, মা এবং খালা। এই বাড়িতে কবি নজরুল অতিথি হলেন। এর অল্পদিন আগে আবদুল আজিজ ইন্তেকাল করেন। এই বাড়িতে নজরুল এসেছেন একাধিকবার। কবির উপস্থিতি এই বাড়ির প্রতিটি মানুষের মনে প্রাণের হিল্লোল বইয়ে দেয় এবং তা ছড়িয়ে যায় বাড়ি থেকে বাড়ি, এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায়ড় গোটা চট্টগ্রাম শহরে। কবির কথা, গান, আবৃত্তি আর বক্তৃতায় আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়, আনন্দ-উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রামের সকল মানুষের মধ্যেড় বিশেষত তরুণ সমাজে।

সে যুগের তরুণ বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "নজরুল ইসলাম তখন আমাদের মতো কিশোর ও তরুণদের প্রাণে অগ্নিবীণার প্রচণ্ড ঝংকার তুলেছেন। তাঁর বিদ্রোহী কবিতা তখন বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিকদের অন্তরে সংগ্রামের এক তীব্র কামনা ও আবেগ সৃষ্টি করে। তাই তিনি যে ক'দিন চট্টগ্রাম বাহার সাহেবদের নন্দনকাননের বাসায় ছিলেন, সে ক'দিন ঐ শহর তারুণ্যের এক বিপ্লব-তীর্থে পরিণত হয়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্রোহী কবি তাঁর গান ও আবৃত্তিতে আমাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন। বার বার প্রধানত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবার জন্য বাহার সাহেবের মারফত দাবি উঠলে কবি কূলপ্লাবী হাস্যে ঘর আলোকিত করে আমাদের দাবি পূরণ করেছিলেন। মাঝে বাহার সাহেব কবির জন্য নিয়ে আসছিলেন চা আর পান।"

হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন নাহারদের চট্টগ্রামের বাড়িতে বসেই নজরুল লিখেছিলেন তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ 'সিন্ধু-হিন্দোল'-এর কবিতাগুলোড় 'চক্রবাক'-এর কবিতাগুচ্ছ। 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ কবি নজরুল উৎসর্গ করেন হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন নাহারড় এই দুই ভাই-বোনকে। এর উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় কবি লিখেছেন–

"কে তোমাদের ভালো
বাহার আন গুলশানে গুল
নাহার আন আলো
তোমরা দুটি ফুলের দুলাল আলোর দুলালী
একটি বোঁটায় ফুটলি এসে নয়ন ভুলালি
নামে নাগাল পাইনি তোদের নাগাল পেল বাণী
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি।"

নজরুলের চট্টগ্রাম ভ্রমণ প্রসঙ্গে হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী লিখেছেনড় "কাজী সাহেব চট্টগ্রামে আমাদের বাড়িতে গেছেন কয়েকবার। যে ক'দিন তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে, মনে হত বাড়িখানি যেন ভেঙে পড়বে। রাত দশটায় থার্মোফ্লাস্ক-ভরা চা, বাটা-ভরা পান, কালি-ভরা ফাউন্টেন পেন আর মোটা মোটা খাতা দিয়ে তাঁর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতাম। সকালে উঠে দেখতাম খাতা-ভর্তি কবিতা। এক এক করে 'সিন্ধু'– তিন তরঙ্গ, 'গোপন প্রিয়া', 'অনামিকা', 'কর্ণফুলী', 'মিলন মোহনায়', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি', 'নবীন চন্দ্র', 'বাংলার আজিজ', 'শিশু যাদুকর', 'সাত ভাই চম্পা'– আরও কত কবিতা লিখেছেন আমাদের বাড়িতে বসে। চট্টগ্রামের নদী, সমুদ্র, পাহাড় আমাদের বাড়ির সুপারি গাছগুলো আজ অমর হয়ে আছে তাঁর সাহিত্যে।"

হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী– ক্যাপ্টেন, কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব

হবীবুল্লাহ বাহারের তোলা নজরুলের ঐতিহাসিক ছবি

চট্টগ্রামের সেই ঐতিহাসিক বাড়ির সুপারি গাছগুলো নিয়ে তাঁর অমর কবিতাড় 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'। এই কবিতায় নজরুল লিখেছেন–

'বিদায় হে মোর বাতায়ন পাশে নিশীথ জাগার সাথী
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এলো বিদায়ের রাতি।

Poet Nazrul Islam and Habibullah Bahar Choudhury

Kolkata 1962 – Family of Poet Nazrul Islam and the family of Habibullah Bahar Choudhury. Picture shows among others Anwara Bahar Choudhury, Kazi Sabyasachi, Kalyani Kazi and Iqbal Bahar Choudhury all with Poet Nazrul and Habibullah Bahar Choudhury

আজ হতে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি
আজ হতে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।'

কবি নজরুল আর বন্ধু-সহচরড় বাহার, দু'জনই আজ পরলোকে। সেই সুপারি গাছগুলো, সেই গুবাক তরুর সারি, কিছুই নেই আজ। কিন্তু আছে সেই অমর কবিতাগুলো। চট্টগ্রামে লেখা তাঁর আর একটি কবিতা 'শিশু যাদুকর'। হবীবুল্লাহ বাহারের ভাগ্নে শামসুন নাহার মাহমুদের বড় ছেলে শিশুপুত্র মামুন মাহমুদকে নিয়ে লেখা।

"পার হয়ে কত নদী কত সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর
কোন রূপলোকে ছিলি রূপকথা তুই
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই।"

১৯২৯ সালে নজরুল এই কবিতা লেখেন চট্টগ্রামে তাঁর এক সফরকালে। মামুন মাহমুদের বয়স তখন কয়েক মাস। চার দশকেরও পরে, ১৯৭১ সালে মামুন মাহমুদ রাজশাহী বিভাগে পুলিশ বাহিনীর ডিআইজি থাকাকালে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হন।

চট্টগ্রামের বাড়িতে কবি, বাহার ও নাহারের নানা খান বাহাদুর আবদুল আজীজকে নিয়েও 'বাংলার আজিজ" এই নামে একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় আবদুল আজীজ ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট এবং সে কারণে তিনি সে যুগে বিএ সাহেব নামে সুপরিচিত ছিলেন।

হবীবুল্লাহ বাহারের আমন্ত্রণে চট্টগ্রামে একাধিকবার কবি নজরুলের আগমনের আরও আগে কবির সঙ্গে তাঁর প্রথম-দেখা হুগলীতে।

হবীবুল্লাহ বাহার এ সম্পর্কে লিখেছেন, "কাজী সাহেবের সঙ্গে প্রথম দেখা আমার হুগলীতে, কিন্তু তার বহু আগেই তাঁকে মেনে নিয়েছি জীবন-পথের অগ্রদূত হিসেবে। হঠাৎ একদিন বন্ধুবর মঈনুদ্দীনের সঙ্গে হুগলীতে রেললাইনের ধারে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। শুনলাম তিনি উত্তরপাড়ায় এক সভায় গেছেন। রাত্রি ন'টার সময় তিনি ফুলের মালা গলায় পরে বাড়ি ফিরে এলেন। বিশেষ পরিচয় তেমন একটা দিতে হল না। দেখেই তিনি হেসে উঠলেন, যেন যুগ যুগের চেনা। উপস্থিত কেউ বুঝতেই পারল না, সেই আমাদের প্রথম পরিচয়।"

কাজী নজরুলের সঙ্গে হবীবুল্লাহ বাহারের শেষ দেখা কলকাতায় ১৯৬২ সালে। সেই সময় তাঁরা দু'জনই অসুস্থ। ঢাকা থেকে আমরা গোটা পরিবার কলকাতা হয়ে আজমীর শরিফ গিয়েছিলাম। কলকাতা পৌঁছে বাবা কবিকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। তিনি নিজেও তখন বেশ অসুস্থ। কয়েক বছর আগে ১৯৫৩ সালে ব্লাড প্রেসার স্ট্রোক হয়ে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন; চাঞ্চল্য ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সব কথা বলতে পারতেন এবং সবকিছু বুঝতে পারতেন।

তাঁর আগ্রহে কবি-পুত্র কাজী সব্যসাচী আমাদের নিয়ে গেলেন কবি-সন্দর্শনে। কবি নজরুলকে দেখলাম সিল্কের পাঞ্জাবি ও পাজামা পরনে, বিছানায় বসে অনবরত কাগজ ছিঁড়ছেন আর বালিশের নিচে সেগুলো রেখে দিচ্ছেন। আমাদের দেখে কবি উঠে এসে বসবার ঘরে সোফায় বসলেন আর বাবা তাঁর পাশে বসলেন।

"কাজীদা কাজীদা, কেমন আছেন? আমাদের চিনতে পারছেন না কাজীদা?" এ-কথা বলে অনেকবার ডাকাডাকি করলেন। কবি কথা বললেন না, ক্রমাগত একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাতে থাকলেন। একটু পরে কবি উঠে তাঁর ঘরে বিছানায় বসলেন। বিছানার উপর কবির স্ত্রী প্রমীলা নজরুলের একটা বাঁধানো ছবি ছিল। এর কিছুদিন আগে তিনি মারা যান। ঐ ফটো সামনে রেখে কবি কাগজ ছিঁড়তে লাগলেন। বাবা আবারও জোরে জোরে বললেন, "কাজীদা, কাজীদা, কথা বলছেন না কেন, আমি বাহার, আমাকে চিনতে পারছেন না, কথা বলুন কাজীদা।" এইসব কথা বলতে বলতে বাবা কান্নায় উদ্‌বেলিত হয়ে কবির ডান হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন। কবি একমুহূর্তের জন্য তাঁর দিকে তাকালেনড় মনে হল পূর্ব-স্মৃতি বুঝি-বা তাঁর চোখের তারায়, ঝিলিক দিয়ে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তেই কবি হাত টেনে নিয়ে, আবার কাগজ ছিঁড়তে শুরু করলেন। ভারাক্রান্ত মনে আমরা সবাই ফিরে এলাম।

কলকাতায় ১৯৬২ সালে অসুস্থ নজরুল আর অসুস্থ হবীবুল্লাহ বাহারের এই সাক্ষাতের ছবি ছাপা হয়েছিল ঢাকার 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর প্রথম পাতায়। অন্যান্য কথার মধ্যে ছবির নীচে লেখা ছিল– 'দুই সহচর'।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও নজরুল-নেশা

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

এক সময় 'নজরুল-নেশা' পেয়ে বসেছিল মুস্তাফা নূরউল ইসলামকে। বাউণ্ডুলে, শৃঙ্খলহীন জীবন, অথচ অবিরাম সৃষ্টি করে যাচ্ছে একটি মানুষ। এবং কত-না অঙ্গনে তার বিচরণ! বোহেমিয়ান অথচ সৃষ্টিশীল, একইসাথে প্রচণ্ডভাবে সমাজসচেতনড় সমাজের প্রতি, সাধারণ মানুষের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ একটি জীবন। তার কাছে বোধ হয় এটিই ছিল রোল মডেল। "তখন তো ভাবিনি যে কখনো বিয়ে করব, সংসার হবে।" ; তরুণ বয়সের এই অভিব্যক্তির কথা কয়েকবার বলেও ছিলেন তিনি। সেই বাউণ্ডুলে অথচ সৃষ্টিশীল, সমাজসচেতন নজরুল নিয়ে এক ধরনের কাল্পনিক জীবনী লেখার আকর্ষণ একবার হয়েছিল। অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ফরাসি শিল্পী পল গগাঁ-কে নিয়ে লেখা সমারসেট মম-এর ঞযব গড়ড়হ ধহফ ঝরী চবহপব এবং ডাচ শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গগ-কে নিয়ে লেখা আরভিং স্টোন-এর খঁংঃ ভড়ৎ খরভব থেকে। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই 'নিবেদন ইতি'তে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এভাবেই তার বয়ান দিয়েছেন :

"কেন জানি মনে আসছিলড় এই দেশে হয়তো-বা আরেক আমাদের নজরুল। কিছু কিছু মিল খুঁজে পাই। এবং সৃজনের অঙ্গনে শিল্পী-মহত্তম তো বটেই। কেমন এক কাকতালীয় যোগ, তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পই 'বাউন্ডেলের আত্মকথা'। গল্পের নামকরণটা লক্ষ করবার মতো। পত্রিকা বার করছেন 'ধূমকেতু', এবং উপন্যাস 'বাঁধনহারা'। এই-সাথে অনুসরণ করে যাব বাল্য-কৈশোর অবধি কেমন বেজায় গরহিসেবের চড়াই-উৎরায়ের তাঁর পথচলা। বুঝ জন্মাচ্ছিল ঐ নজরুলকে নিয়ে কাছাকাছি হলেও অমনতর ঢঙের 'একটা কিছু' করা যেত। অর্থাৎ কিনা তাঁর আরেক জীবন নিয়ে কথা ও কাহিনি দাঁড় করানো যেত।" (নিবেদন ইতি, উত্তর খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯)

খুব বড়মাপের কাজ হয়তো হবে না, কিন্তু কিছু একটা করবার 'তাগিদটা বেজায় তাড়া করে ফিরছিল'। ছোটবেলাতেই দু-একবার নজরুলকে প্রত্যক্ষ দেখার সুযোগ হয়েছিল মুস্তাফা নূরউল ইসলামের। বাবা সা'দাত আলী আখন্দ পুলিশ অফিসার কিন্তু সাহিত্যপ্রেমিক। তাঁর সাথে নজরুলের সখ্যতা ছিল। বাবার কাছে নজরুলের গল্প শুনেছেন, তাঁর 'বারংবার বাড়ি থেকে পালানো, পথে পথে ঘুরে বেড়ানো; কখনও হারিয়ে যাওয়া, ভবঘুরে জীবন'-এর ইতিবৃত্ত। পরবর্তীতে অন্যান্যদের কাছেও শুনেছেনড় কবি আব্দুল কাদির, কাজী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনড় যাঁরা জানতেন নজরুলের 'অন্তরঙ্গ জীবনের মেলা কাহিনি'। আর নজরুলের সময়কালীন বান্ধবদের স্মৃতিচারণমূলক লেখা তো ছিলই।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়, যখন তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের একমাত্র শিক্ষক, ঠিক তখনি মুস্তাফা নূরউল ইসলামের এই শখটি জেগেছিল। নিবেদন ইতি'তে লিখছেন, "তদর্থে অবশ্যই জীবনকথা নয়; প্রামাণ্য কেতাবি ডকুমেন্টেশন নয়; সৃজনকার্যের মূল্যায়ন, তা-ও নয়। কত যে নানান রঙের বর্ণিল আমাদের নজরুল; ব্যতিক্রমী একক 'নজরুল'। তাঁকে নিয়ে কাজ করবড় 'এই পেয়ে বসা' ঝোঁকটা এই রকমের।"

প্রস্তুতি শুরু হল। সিদ্ধান্ত নিলেন, "সামনাসামনি বসে ইন্টারভিউ নেব তাঁদের, যাঁরা এক সময়ে নজরুলের অতি কাছের মানুষ ছিলেন। তা সক্রিয় রাজনীতির মাঠে-ময়দানেরই হোক, কি গানের ভুবনেরই হোক।" কাদের সাথে কথা বলবেন তার তালিকা তৈরি হল, তাঁদের কী প্রশ্ন করবেন, তা-ও লিখে ফেললেন। অনেকেই কলকাতায়

থাকেন, তাঁদেরকে চিঠি লেখা হল। কেউ জবাব দিলেন না। কেউ দিলেন, উৎসাহ যোগালেন, "এসে পড়ুন কলকাতায়, নজরুলের ব্যাপার-কাণ্ড জানামতে বলবার অনেক রয়েছে।" করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই মাসের ছুটি বরাদ্দ হল, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম হাজির হলেন কলকাতায়। উঠলেন বন্ধুবর রুহুল আমিন নিজামীর বাসায়। তাঁকে নিয়ে ঘুরলেন বিশাল শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। দেখা হল অনেকেরই সাথেড় সৌমেন্দ্র ঠাকুর, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, পরিমল গোস্বামী, বুদ্ধদেব বসু, স্ত্রী প্রতিভা বসু, সজনীকান্ত দাশ, কানন দেবী ও নজরুলের সহধর্মিণী প্রমীলা নজরুল। বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক আতাউর রহমান। অনেকের সাথে যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন, নিজেও অনেক কথা বলেছিলেন। সাক্ষাৎকারগুলো সবসময় প্রীতিকর হয়নি, কেউ কেউ অনেক কথা জানলেও এড়িয়ে গেছেন, আবার কেউ কেউ অতিরঞ্জনও করেছেন। কিন্তু 'শনিবারের চিঠি', যে পত্রিকাটি এক সময়ে নজরুলের চরম বিষোদগার করেছিল, তার সম্পাদক সজনীকান্ত দাশ অনেক কিছুই খোলাখুলি বলেছিলেন। এমনকি নজরুল-বিদ্বেষের মূল কারণটিও স্বীকার করেছিলেন, "আসলে ঘটনাটা হচ্ছে মুসলমান ছোকরা নজরুলের হিন্দুঘরের কন্যাকে বিবাহ করা।"

নজরুলের গান শেখানোর অভিনব কায়দার বর্ণনা দিয়েছিলেন কানন দেবী। প্রতিভা বসুও গান শেখানোর কথা বলেছিলেন কিন্তু তাঁকে গান শেখাতে এসে একদিন রাতে পাড়ার হিন্দু ছেলেদের হাতে নজরুল নিগৃহীত হয়েছিলেন সে কথাটি চেপে গিয়েছিলেনড় যে কাহিনি পরে নজরুল-বন্ধু কাজী মোতাহার হোসেনের কাছে জানা গিয়েছিল। আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত প্রমীলা নজরুল আক্ষেপ করেছিলেন, "জান, কত বেলা আমাদের প্রায় অনাহারেই কেটেছে, ওঁর চিকিৎসার ওষুধ পর্যন্ত কেনবার সঙ্গতি হয়নি। আর যত সব বাটপার জুটেছিল, ওঁর চিকিৎসার নামে কত যে নিরাময় সমিতি! সাহায্যের টাকাপয়সা তুলে সব ওরা লুটপাট করে খেয়েছে।" আতাউর রহমানও অনেকটা সেই সুরেই কথা বলেছিলেন, "তখন মুসলিম কওমের ঝাণ্ডাধারী মুসলিম লীগ নেতা তাঁরা। কেউই তাঁদের এগিয়ে আসেননি। না মাওলানা আকরাম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কারুকেই দেখি না। 'মুসলিম সাহিত্যে'র আর 'মুসলিম রেনেসাঁ'র পাণ্ডারা তাঁরাই-বা কোথায়, নজরুলের সেই দুঃসময়ে?"

শেষমেশ আকাঙ্ক্ষিত বইটি আর লেখা হয়ে ওঠেনি। পল গগাঁ-কে নিয়ে সমারসেট মম, বা ভিনসেন্ট ভ্যান গগ-কে নিয়ে আরভিং স্টোন যেভাবে লিখেছিলেন তার জন্য নজরুলের অন্তরঙ্গ জীবনের যে উপাদান দরকার ছিল, কলকাতার সাক্ষাৎকারগুলোতে তা যথাযথ বেরিয়ে আসেনি।

তবে এই কাজের সূত্র ধরেই মুস্তাফা নূরউল ইসলামের মাথায় একটি চিন্তা এসেছিল। "সমকালীন তাঁরা দেখছেন নজরুলকেড় কোন চোখে, বিবেচনার কোন মাপে? এবং আরো ছড়িয়ে সেই সময়ের পটে নজরুল। এই রকমের কাজেও তো হাত দেয়া যেতে পারে। উপন্যাস-ঢঙের কাহিনি-কথা রচনা নয়, বরঞ্চ নজরুলে-সমকালে জড়িয়ে ইতিকথা বয়নের প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে।" কাজটি করেও ছিলেন। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় 'সমকালে নজরুল ইসলাম'।

কাজী নজরুলের বাংলা খেয়াল

ড. লীনা তাপসী খান

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, সংগীত বিভাগ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি
চেয়ারপারসন/ফাউন্ডার আই.সি.বি.এম.

ভারতীয় মার্গ সংগীতের প্রধান দু'টি ধারা প্রচলিত, একটি ধ্রুপদ, অপরটি খেয়াল। পরবর্তীতে খেয়াল ভেঙে অন্যান্য রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে ঠুংরী বা ঠুমরীর উদ্ভব ঘটে। মূলত ধ্রুপদ দক্ষিণ-ভারতীয় হিন্দু ঘরানার সংগীত আর খেয়াল, ঠুমরী উত্তর-ভারতীয় মুসলিম ঘরানার সংগীত। ধ্রুপদের গায়ন-পদ্ধতি ও তাল অত্যন্ত কঠোর। বিশেষ অনুশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে তা পরিবেশিত হয়। অপরদিকে খেয়ালে তা অনেকটাই শিথিলযোগ্যড় বিশেষ করে ঠুমরী তো আরো স্বাধীন। ঠুমরীতে রাগ-রাগিণীর অনুশাসনকে নির্বিঘ্নে লঙ্ঘন করা যায়।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ধ্রুপদের উৎপত্তি ঘটে। আলাউদ্দীন খিলজী'র আমল থেকে ধ্রুপদের উৎপত্তি ঘটে। আলাউদ্দীন খিলজী'র আমল থেকে ধ্রুপদের প্রচলন বলে ধারণা করা যায়। তবে গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ ধ্রুপদ গানের উত্তরণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাজা, সংগীতজ্ঞ এবং সংগীত-পৃষ্ঠপোষক।

এই উপমহাদেশে রাগ-সংগীতের ক্ষেত্রে যখন ধ্রুপদ গীত-রীতির বিশেষ বিকাশ ঘটে সে-সময় খেয়ালের প্রাথমিক সূচনা ঘটেছিল বলে ধারণা। ধ্রুপদের কাঠিন্য ও গায়কী ভঙ্গির ভাব-গাম্ভীর্যের নিগূঢ় বন্ধনের বিরুদ্ধে একরূপ সাংগীতিক বিদ্রোহের ফলেই খেয়াল-রীতির প্রচলনের তাগিদ সূচিত হয়। খেয়াল বস্তুত আরবীয়-পারসিক ও ভারতীয় সংগীতের একটি মিশ্র রূপ, সঙ্গে ছিল মুসলিম কলাবিদদের সৌন্দর্যানুশীলনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-উল্লাসের বিচিত্র সংগীত-অভিজ্ঞতার এক উৎকর্ষ সাধন। প্রখ্যাত মুসলিম সংগীত-কলাবিদ হযরত আমীর খসরু কর্তৃক তা সু-সংগঠিত ও পরিমার্জিত রূপ লাভ করে। পরবর্তীতে হুসেন শাহ্ শর্কী সেই পরিমার্জিত রূপ সংস্কার ও বিজ্ঞানসম্মত করে আজো আমাদের রাগ-সংগীতের খেয়াল রীতিতে সমুজ্জল করে রেখেছেন।

খেয়ালের অবয়ব ও গায়ন-রীতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন কারণ এখানে মূল আলোচ্য বিষয় 'কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা খেয়াল'ড় তা অনুধাবন ও সুর-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনে আলোচনা আবশ্যক।

অবয়বগত দিক থেকে খেয়াল দুই 'তুক' বিশিষ্টড় স্থায়ী ও অন্তরা। প্রত্যেক তুক বা কলিতে দুটি, কখনো কখনো তিনটি চরণ থাকে। এর বাণী হিন্দি, উর্দুড় কখনো কখনো ব্রজবুলি ভাষাতে রচিত হয়ে থাকে। খেয়াল পরিবেশকালে আলাপ সংক্ষিপ্ত আকারে করা হয়, যাতে রাগের রূপটি মোটামুটি প্রকাশ ঘটে। খেয়ালের কথাভাগকে 'চীয্' বলা হয়। আলাপের পরেই আসে খেয়ালের প্রধান অঙ্গড় যে অঙ্গে 'রাগালাপ' এবং 'রূপক আলাপ'-এর সন্নিবেশ ঘটে। আলাপ অংশের পরই আসে 'চীয্' বা কথাভাগ। চীয-এর প্রথমাংশ অর্থাৎ স্থায়ী'র কাব্যিকাংশ গাওয়ার পর রাগের ধ্যানরূপ বিস্তারের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করা হয় এবং তারা'র অংশে বিস্তারের মাধ্যমে অন্তরা গীত হয়। এই ভাগে স্থায়ী ও অন্তরা পরিবেশনকালে সুরের মাধ্যমে রাগের রূপ বর্ণনা করা হয়। রাগের বাদী স্বর, সমবাদী স্বর, পকড়, চলন, অল্পত্ব, বহুত্ব, বিবাদী ইত্যাদি প্রস্ফুটনের মাধ্যমে শেষাংশে তান, বোলতান, ছুটতান, কূটতান করা হয়। বোলালাপ ও বোলতানকে একত্রে 'রূপকালাপ' বলে। 'বোল' অর্থাৎ বাণী দ্বারা আলাপকে 'বোলালাপ' বলে এবং 'বোল' বা বাণী দ্বারা দ্রুতলয়ে তান করাকে 'বোলতান' বলে। পরের বারে স্থায়ী অংশে ফিরে আসা হয়। স্থায়ী'র মুখের এই শব্দসমূহকে 'মুখরা' বলে।

খেয়াল দুই ধরনেরড় একটি 'বিলম্বিত খেয়াল', অপরটি 'দ্রুত খেয়াল'। সাধারণত বিলম্বিত খেয়াল গাওয়ার পর ছোট খেয়াল গাওয়া হয়ে থাকে। সময় অনুসারে কখনো কখনো শুধু ছোট খেয়ালও গাওয়া যায়। বিলম্বিত খেয়াল সাধারণত বিলম্বিত একতাল (৪৮ মাত্রার বা ৫৬ মাত্রায়) ঝাঁপতাল, রূপক, ঝুমরা, তিলওয়াড়া, আড় চৌতালে গীত হয়। সব তালকেই মাত্রা যোগেই বিলম্বিত করা যায়।

খেয়াল সংগীত অধিকাংশ শৃঙ্গার-রসাত্মক। কখনো কখনো প্রকৃতির বর্ণনা, আবার কোথাও কোথাও ভক্তিরসের কাব্যিকাংশ যুক্ত খেয়ালও প্রচলিত আছে। হিন্দু দেব-দেবীর স্তুতি ছাড়াও মুসলিম ভাবসম্পৃক্ত ভক্তিভাব-সম্পন্ন বাণী যেমনড় আল্লাহ, রসূল, পীর, আউলিয়ার প্রশস্তিমূলক রচনাও পাওয়া যায়। খেয়ালের বাণীর মধ্যে রচয়িতার ছদ্মনাম ব্যবহারের একটি বিশেষ

প্রচলন অব্যাহত ছিল প্রাচীনকাল থেকেইড় যেমন সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, সদারঙ্গিলে, হররঙ্গ, মনরঙ্গ, প্রেমরঙ্গ, দরস পিয়া, আলম পিয়া প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

এবারে বাংলা ভাষায় খেয়াল রচনার বিষয়টির দিকে আলোকপাত করা যাক। বাংলা গানে কথার ভাবৈশ্বর্য, উচ্চারণ-রীতি, আমরা জানি যে আমাদের স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিশাল সমারোহ আমাদের ভাষাকে এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। বাংলায় খেয়ালের বাণীকে নিয়ে বিস্তার বা তান অথবা বোলতান করা বেশ কষ্টসাধ্যড় এক কথায় বলা যায়, শ্রুতিনন্দিত হওয়ার জন্যে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে শব্দ-চয়ন করার প্রয়োজন হয়, নয়তো শিল্পী তা পরিবেশন করতে গিয়ে নানা জটিলতার সম্মুখীন হন। খেয়াল সুরপ্রধান সংগীত। বাণীর আবেদনটি সেখানে গৌণরূপে প্রকাশ পায়। সুরের প্রয়োজনে বাংলা খেয়াল রচিত হতে পারে কিন্তু একটি বিষয় লক্ষণীয় যেড় বাংলা গানের শ্রোতা সুর এবং বাণীতে সমানভাবে গুরুত্ব প্রদানে অভ্যস্ত। বাণীকে বাদ দিয়ে তাঁরা গান শুনতে প্রস্তুত নন। কিন্তু খেয়াল গানের ভিত্তি কথা বা বাণী নয়, রাগের গায়ন-রীতি, ভঙ্গি, সুর, তান তথা রাগের রূপ প্রকাশই এর মুখ্য ভূমিকা। এই সকল বিষয়ের কারণেই উচ্চাঙ্গ-সংগীতের ভুবনে বাংলায় খেয়াল আজো তেমনভাবে সমাদৃত হতে পারেনি। এবারে নজরুল প্রসঙ্গে আসা যাক।

কাজী নজরুলের রাগ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই। কৈশোরে লেটো গানের সুরে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। এর পরবর্তীতে ১৯১৭ সালের 'বেঙ্গলী ব্যাটেলিয়নে' যোগ দিয়ে করাচি চলে যান তিনি। ১৯২০ সালে করাচিতে বসে রচিত কয়েকটি গল্পে রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন আশাবরী, ভৈরবী, দীপক, বাগেশ্রী, মেঘ-মল্লার, কানাড়া। 'ব্যথার দান' গল্পে ভৈরবীতে বিবাদী স্বর হিসেবে কড়ি মধ্যমের মহিমা বর্ণনা করেছেন। এরপর ১৯২০ সালে মার্চ-এপ্রিল মাসে নজরুল সৈনিক-জীবন সমাপ্ত করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মূলত তখন থেকেই সাহিত্য ও সংগীতে পরিপূর্ণ সাধনায় সম্পূর্ণ নিজেকে মনোনিবেশ করেন। ঐ সময়ই তিনি রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। ঐ সময়ই তাঁর প্রথম গান 'উদ্বোধন' শিরোনামে স্বরচিত প্রথম গান 'বাজাও প্রভু বাজাও'। লক্ষণীয় বিষয় যে, এ গানটিতে তিনি 'বসন্ত-সোহিনী' রাগের ব্যবহার করেছেন। রাগ-সংগীতের প্রতি তীব্র আকর্ষণ প্রমাণিত করার জন্য তা যথেষ্ট বৈকি। বাংলা ভাষায় খেয়াল রচনা এবং রাগপ্রধান বাংলা গানের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলা খেয়াল রাগরূপকে প্রকাশ করার জন্যে যার কাঠামোগত দিকে শুধু স্থায়ী ও একটি অন্তরা থাকেড় অপর দিকে রাগপ্রধান বাংলা গান একটি পরিপূর্ণ গান, যাতে কাঠামোর দিক থেকে স্থায়ী অন্তরা, আভোগ, সঞ্চারী বিশিষ্ট। এতে রাগরূপ বা তান, বাদী, সমবাদী অর্থাৎ রাগের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধ্যবাধকতা থাকে না, যে কোনো একটি রাগকে নির্ভর করে গাঁথা হয়। আবার কখনো দুটি অথবা তিনটি রাগেরও মিশ্রণ ঘটে বা গানের কোনো অংশে রাগ থেকে বিচ্যুতিও ঘটতে পারে। এবং তালের ক্ষেত্রে ত্রিতাল, কাহারবা, দাদরা, তেওড়া, ঝাঁপতালের ব্যবহার দেখা যায়।

কাজী নজরুল একাধারে বাংলা খেয়াল ও রাগপ্রধান গান দুটিই রচনা করে গেছেন। এ পর্যায়ে আলোচ্য বিষয় যেহেতু কাজী নজরুলের বাংলা খেয়াল তাই তাঁর রাগপ্রধান বাংলা গান নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনার আশা রাখি।
কাজী নজরুলের বাংলা খেয়ালকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় :

ক. নির্দিষ্ট হিন্দি বন্দিশের বাংলা রচনা; যাকে মূল গান থেকে সৃষ্ট ভাঙা গান বলা যায়।

খ. উত্তর-ভারতীয় রাগে তাঁর নিজস্ব সৃষ্ট বন্দিশ।

কাজী নজরুল আগ্রা ঘরানার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন, ফলে আগ্রা ঘরানার প্রথিতযশা শিল্পী দীপালি নাগ (দীপালি তালুকদার)-এর মাধ্যমে বেশ কিছু বন্দিশ যা তিনি তাঁর গুরু ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ-র কাছ থেকে শেখা, সেইসব বন্দিশের বাংলা রূপ দেন কাজী নজরুল। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু বন্দিশের উল্লেখ করা হল :

১. রাগ : নট বিহাগ। তাল : ত্রিতাল
মূল বন্দিশ : ঝন্ ঝন্ ঝন পায়েলা বাজে
জাগে মোরী সাস ননদীয়া...
নজরুল-রচিত বন্দিশ : রুম ঝুম ঝুমঝুম্ নূপুর বোলে
বনপথে যায় কে বালিকা ...

২. রাগ : সুভারী গৌরী বা কাপর গৌরী। তাল : ত্রিতাল মধ্যলয়।
মূল বন্দিশ : লাগোহী আবে পিহু মোরা
বর জোর না মানে ॥
নজরুল-রচিত বন্দিশ : বিষাদিনী এসে শাওন সন্ধ্যা
কাঁদিব দু'জনে...

৩. রাগ : জয়জয়ন্তী। তাল : ত্রিতাল।
মূল বন্দিশ : মোরে মন্দির অবলো নহী আয়ে
ক্যায়সী চুক পরী মোরী আশী ॥
নজরুল-রচিত বন্দিশ : মেঘ মেদুর বরষায় কোথা তুমি
ফুল ছড়ায়ে কাঁদে বনভূমি ॥

৪. রাগ : ছায়ানট। তাল : ত্রিতাল (মধ্যলয়)
মূল বন্দিশ : ঝনন ঝনন ঝননননন বাজে বিছুয়া বাজে
পিয়াকে মিলন কো চলী জাত।
নজরুল-রচিত বন্দিশ : রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি রিনিরিনি
ঝিনি ঝিনি বাজে পায়েলা বাজে ॥

৫. রাগ : গৌড় মল্লার। তাল : তিতাল (মধ্যলয়)
মূল বন্দিশ : মোরি আলি পিয়া নাজ্জী
কহে মেহা বরসে ॥
নজরুল-রচিত বন্দিশ : ফিরে নাহি এসে প্রিয়
ফিরে এসো বরষা ॥

৬. রাগ : গারা কানাড়া। তাল : ত্রিতাল (মধ্যলয়)।
মূল বন্দিশ : তনমন ধন সব বারা আলী
জো আবে মোরে মন্দরবা ॥
নজরুল-রচিত বন্দিশ : নিরজন ফুল বন এসো পিয়া
রহি রহি বোলে কোয়েলিয়া ॥

৭. রাগ : আনন্দী। তাল : ত্রিতাল (মধ্যলয়)।
মূল বন্দিশ : এবারে সৈয়াঁ জোহে
সকল বন বন ঢুঢু ॥
নজরুল-রচিত বন্দিশ : দূর বেণু কুঞ্জে বাজে
মুরলী মুহু মুহু ॥

৮. রাগ : ভীমপলশ্রী। তাল : ত্রিতাল (মধ্যলয়)।
মূল বন্দিশ : তুম সো লাগি রটনা
পিহরবা মোরা ॥
নজরুল-রচিত বন্দিশ : আমার মনের বেদনা
হে অভিমানী বুঝিলে না ॥

৯. মূল বন্দিশ : এরি এ ম্যায় কাকে বিঙ্গা যাউ
নজরুল-রচিত বন্দিশ : একি এ মধু শ্যাম বরহে ...

১০. রাগ : বাহার। তাল : ত্রিতাল (মধ্যলয়)।
মূল বন্দিশ : কর সো লো জাইয়ে গরবা
পী পাম মোতয়নকী রগ সো ॥
নজরুল-রচিত বন্দিশ : পিউ পিউ বোলে পাপিয়া
ফাল্গুন উন্মন বন ব্যাপিয়া ॥

১১. রাগ : কাফী কানাড়া। তাল : ত্রিতাল (মধ্যলয়)।
মূল বন্দিশ : সুর কর আই পিয়া কে সঙ্গ
দৌরানী জিবানী আই সব গুণ অঙ্গ ॥
নজরুল-রচিত বন্দিশ : আঁখি পাতা ঘুমে জড়ায়ে আসে
ওগো চাঁদ জাগিয়া থেকো সুদূর আকাশে ॥

১২. রাগ : যোগিয়া। তাল : দীপচন্দী।
মূল বন্দিশ : করলে সিঙ্গার চতুর আল বেলী
সাজন রে সব জানা হোগা ॥
নজরুল-রচিত বন্দিশ : কেন গো যোগিনী বিধূর অভি
যৌবনে মগন গভীর ধ্যানে ॥

১৩. রাগ : বারবা। তাল : ত্রিতাল (মধ্যলয়)।
মূল বন্দিশ : বাজে মোরী পায়েলিয়া প্রেম
বাজে মোরী পায়েলিয়া।
নজরুল-রচিত বন্দিশ : আজো বোলে কোয়েলিয়া
চাঁপা বনে প্রিয় তোমারি নাম গাহি ॥

১৪. রাগ : দেশী। তাল : ত্রিতাল (মধ্যলয়)।

মূল বন্দিশ : মারে দেরে আয়ো থৈ
আও না জী মহা রাজা জী থৈ ॥

নজরুল-রচিত বন্দিশ : ধীরে ধীরে আসি
আধো ঘুমে বাজাল বাঁশী (সে)
ফুল-রাখী দিল বাঁধি হাসি (সে) ॥

উপরোক্ত ১৪টি বন্দিশের পর্যালোচনা করলে বা বাণীর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় সুরপ্রধান খেয়ালের যে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্যে বাণীর নির্বাচন অত্যন্ত সুদক্ষ। নির্ভরশীল দীর্ঘ বাক্য খেয়ালের জন্যে প্রযোজ্য নয়ড় নজরুল সে বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। তাই এই বন্দিশগুলো বাংলায় অথবা হিন্দি বাণী উভয়ই গাওয়া সম্ভব।

উক্ত মূল বন্দিশ ছাড়া তাঁর রচিত আরো বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উত্তর-ভারতীয় রাগের বাংলা বন্দিশ আকারে গান রয়েছে যাকে বাংলা খেয়াল (দ্রুত) বলা সমীচীন। যেমন :

১. মধুর মিনতী শোন ঘনশ্যাম (রাগ : জৈনপুরী। তাল : ত্রিতাল)।
২. এসো প্রিয় আরো কাছে (রাগ : দেশী, তাল : ত্রিতাল)।
৩. কেন করুণ সুরে হৃদয় পুরে (রাগ : দেশ-সুরট। তাল : একতাল)।
৪. গগনে সঘন চমকিছে দামিনী (রাগ : মেঘ। তাল : ত্রিতাল)।
৫. পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে (রাগ : ললিত। তাল : ত্রিতাল)।
৬. বরষা ঐ এলো বরষা (রাগ : মেঘ মল্লার। রাগ : ত্রিতাল)।
৭. এ ঘন ঘোর রাতে ঝুলন দোলায় (রাগ : সুর-মল্লার। তাল : ত্রিতাল)।
৮. মধুর নূপুর রুমঝুমু বাজে (রাগ : শঙ্করা। তাল : ত্রিতাল)।
৯. ঝর ঝর বারি ঝরে অম্বরে ব্যাপিয়া (রাগ : শুদ্ধ সারঙ্গ। তাল : ত্রিতাল)।
১০. বনপথে কে যায় মনে হয় যেন (রাগ : চন্দ্রকেলি। তাল : ত্রিতাল)।
১১. শোন লো বাঁশিতে ডাকে আমারে শ্যাম (রাগ : মালকোষ। তাল : ত্রিতাল)।

এ-সকল গানই এক অন্তরাবিশিষ্ট বাংলা খেয়ালের বন্দিশের ন্যায় পরিবেশন করা যায়ড় যা পূর্বের রেকর্ড শুনলে সহজেই অনুমেয়। এ-সকল বাংলা বন্দিশ ছাড়াও আরও বেশকিছু গান, যার সুর পাওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু নজরুলের রচনা দেখলেই অনুমানড় কাঠামোগত দিক থেকে তা পরিপূর্ণ বাংলায় বন্দিশ, তাতে রাগের নামও রয়েছে। তাই অনুমান করা যায় তা কোনো এক সময় গীত হয়েছিল। যেমন খাম্বাজ রাগে : 'আজি নন্দ দুলাল মুখ চন্দ্র হোরী', 'কে গো গানে ভাসে হিয়া ভরালে নিরাশা ভুলায়ে আশা ধরালে'। একইভাবে কিছু ঠুমরীও পাওয়া যায়।

প্রথমার্ধে যে বিষয়টি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছিল যে, বাংলা বর্ণমালার কারণে খেয়ালে বাংলা ভাষা বিঘ্নিত হওয়ার বিষয়টি নজরুল তাঁর শব্দ-চয়ন এবং বিষয় নির্বাচনের মাধ্যমে তা অতিক্রম করতে পেরেছেন অত্যন্ত সুচারুরূপে এবং দক্ষতার সঙ্গে।

আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়টি প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। উত্তর-ভারতীয় খেয়ালের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘ দুই যুগের। ঢাকায় যাঁরা উচ্চাঙ্গ-সংগীতে পণ্ডিত ব্যক্তিড় জনাব নারায়ণ চন্দ্র বসাক, আক্তার সাদমানী এবং ভারতের ওস্তাদগণড় শ্রীমোহন সিং খাংজুরা, ওস্তাদ ইউনুস খাঁ, কাবেরী কর, অলোক চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রড় তাঁদের কাছে দীর্ঘ আট বছর তালিম নিয়েছি। উচ্চাঙ্গ-সংগীতেই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিলাভ করেছিড় সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে চাই যে, কাজী নজরুল বাংলা খেয়ালের সফল এবং সার্থক রচয়িতা। তাঁর বন্দিশগুলো যখন গাইড় বাণী উচ্চারণগত কোনো সমস্যাই আসে না। তা অত্যন্ত সাবলীলভাবে সহজেই উচ্চারণ করা যায় এবং বাংলা ভাষাতে হওয়ায় তা সকলের সহজেই বোধগম্য হয়। স্ব-ভাষায় হওয়াতে এর আবেদনও থাকে অত্যন্ত আন্তরিক।

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. নজরুল-গীতি (অখণ্ড), আবদুল আজীজ আল্ আমান, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা।
২. নজরুল-সংগীতে রাগের ব্যবহার, ড. লীনা তাপসী খান, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
৩. নজরুলের রাগ-ভাবনা, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
৪. নজরুল-সংগীত নির্দেশিকা, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
৫. সংগীত-কোষ, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪।
৬. নজরুল-সংগীতের সুর, ইদ্‌রিস আলী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুন, ১৯৯৭।

নজরুলের কৈফিয়ত এবং আমাদের কষ্ট

আনিস আহমেদ

কবি, প্রবন্ধিক, শিক্ষক, বেতার সাংবাদিক ও সম্প্রচারক

নজরুলকে যে তাঁর সকল কাজের কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল এক সময়ে সে জন্যে এখনও লজ্জায় আমরা আনত বোধ করি। নজরুল খুব সহজ ও শ্লেষাত্মক ভাবে সেই কৈফিয়ত দিয়েছিলেন বটে কিন্তু সেই কৈফিয়ত-এর মধ্যেই ফুটে উঠেছে আমরা কেমন বিভাজিত সমাজে বাস করি। বোধ হয় সেই বিভাজন এখনও দূর হয়নি; এখনও যেন কেউ কেউ নজরুল ইসলামকে বিভাজিত ভাবে দেখতে চান এবং তাঁর বাহ্য বৈপরীত্যের মধ্যেও যে এক ধরনের ঐক্যের কথা আছে সেই সত্য অনুধাবনে ব্যর্থ হন। নিজ নিজ ক্ষুদ্র দৃষ্টিতেই তাঁরা বরঞ্চ নজরুলকে দেখতে ভালোবাসেন এবং নজরুল-সত্তার অন্য দিকটি তাঁরা অবজ্ঞা করে যান। আমাদের জন্য কষ্টের বিষয় হচ্ছে, নজরুলের কৈফিয়ত দেয়ার সেই পরিবেশের অবসান এখনও ঘটেনি। এখন এই একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও যদি নজরুল লিখে যেতেন তা হলেও তাঁকে কৈফিয়ত দিতে হত, তাঁর ধর্ম-পরিচয় নিয়ে, তাঁর রাজনৈতিক আনুগত্য নিয়ে এবং এখনও তিনি খণ্ডিত থেকে যেতেন মানুষের মনে। খণ্ডিত যে নেই সে কথাটাই-বা বলি কেমন করে। এখনও দেখি নজরুলকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার একটা প্রকট প্রবণতা রয়েছে আমাদের মধ্যে, যা তাঁর মানবতাবোধকে আড়াল করে ফেলে তাঁকে আপাতবিরোধী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কারণে। নজরুল রচনার এই বাহ্য বিভাজনকে অনেকেই প্রধান করে তোলেন কিন্তু তাঁরা দেখেন না নজরুল এক অবিভাজিত সত্তা। তিনি মানুষকে বিভিন্ন পরিচয়ে তুলে ধরেছেন ঠিকই, তাদের ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু অভিন্ন এক সত্য দর্শনকে উপস্থাপন করেছেন। যাঁরা নজরুলের সেই মানবিক সত্তাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন, এবং খণ্ডিত নজরুলকে দেখছেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবেড় তাঁরা বস্তুত নজরুলকে চিনতেই পারছেন না, এ যেন অন্ধের গজদর্শনের মতো।
১৯২৫ সালে নজরুলের 'আমার কৈফিয়ত' কবিতাটি ছাপা হয়েছিল 'বিজলী' পত্রিকায়। ততদিনে নজরুল সম্ভবত বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর সাহিত্যে যে বাহ্যিক ভিন্নতা রয়েছে, রয়েছে হয়তো আপাত-বিরোধিতাওড় সেটি সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক কারণে নানান ব্যাখ্যায়-বিশ্লেষণে খণ্ডিত হচ্ছে। আর কেবল সাহিত্যই নয়, নজরুলের জীবনাচরণে সাধারণভাবে একটা বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়ড় তবে সেটি যে আসলে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যড় সে কথা অনেকেই বুঝতে না পেরে সরল-রৈখিক বিশ্লেষণে নজরুলের বিষয়কে তাঁদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিশ্লেষণ করেছেন। 'আমার কৈফিয়ত' কবিতার একেবারে প্রথম লাইনেই তিনি বলে দিচ্ছেন তিনি বর্তমানের কবি, ভবিষ্যতের নবী ননড় অতএব তিনি কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করছেন না। তবে এ বোধ করি তাঁর নিতান্তই বিনয়, প্রকৃত অর্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই সর্বকালের কবি, কারণ তাঁর সময়কার সেই বিভাজনের সংস্কৃতি থেকে আমরা এখনও ঠিক বেরিয়ে আসতে পারিনি। তখনকার সময়টাকে তিনি যে শ্লেষাত্মক মিশ্রিত কৌতুকের সঙ্গে দেখেছেন, সেই সময়টা এখনও প্রসারিত, পঞ্জিকার পাতায় পরিবর্তন এসেছে বটে কিন্তু বিভাজনের মানসিকতা থেকে আমরা কি বেরিয়ে আসতে পেরেছি? নজরুল যখন লেখেন,

"হিন্দুরা কন আড়ি চাচা
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি, নাড়ি কাছা।"

তখন নজরুল খুব হালকা রূপকল্পের মাধ্যমে গভীর এক সত্য কথা উপস্থাপন করেন। এক শ্রেণির হিন্দুর এই ক্ষুদ্রমনস্কতার পাশাপাশি তিনি ভোলেননি এক শ্রেণির মুসলিমেরও সাম্প্রদায়িকতা এবং কুপমণ্ডুকতার কথা :

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল-লারা' কন হাত নেড়ে
দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে
ফতোয়া দিলাম কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজীও!

কী অসাধারণভাবে নজরুল ধর্ম-ব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন, তাঁর নিজের কাব্যিক প্রতিভার গুণে। এই মোল্লা-পুরুত যারা খোদার ঘরে দিয়েছে তালাড় তাদের কথা নজরুল অন্য কবিতায়ও উল্লেখ করেছেন ঘৃণায় ও দ্রোহ মিশ্রিত শব্দ-সঙ্গমে। কিন্তু কেবল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের খড়্গেই খণ্ডিত হননি নজরুল, তাঁর ওপর আঘাত এসেছে রাজনীতির মেরুকরণ থেকেওড় সে কথা প্রকাশ করতেও নজরুল দ্বিধাবোধ করেননি আদৌ। তিনি 'আমার কৈফিয়ত' এ লিখছেন :

আনকোরা যত ননভায়োলেন্ট নন-কোর দলও নন খুশী।
'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন' নাকি আমি, বিপ্লবী-মন তুষি।

লক্ষ করার বিষয়ড় অহিংসবাদীরা তাঁকে একজন সহিংস বিপ্লবী বলেই চিহ্নিত করেন, আবার তিনি যখন চরকা'র কথা বলেন তখন বিপ্লবীরা ভাবে তিনি আসলেই অহিংস আন্দোলনের অনুগামী। নজরুল যে একজন পূর্ণাঙ্গ সত্তা সেই সত্য কথাটা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন অনেকেই এবং আজকের এই কথিত উত্তর-আধুনিক যুগেও মনে হয় যেন দক্ষিণ-এশিয়ার মানুষ সেই পুরনো তিমিরেই থেকে গেছে। নজরুলের গোঁড়া পাঠকেরা তাঁর লেখায় বাহ্য বৈপরীত্য দেখে বিস্মিত হন। হিন্দু পাঠক তাঁর ইসলামি গান শুনতে চান না এমনকি এই গোঁড়ামির কারণেই সংগীতশিল্পী কাসিম মল্লিক তাঁর নাম পর্যন্ত বদলে ফেলেছিলেন, হয়ে গিয়েছিলেন কে. মল্লিক নতুবা গান তিনি যতই ভালো গাইতেন-না কেন, তাঁর হিন্দু শ্রোতাদের কাছে তিনি উপযুক্ত বাজার পেতেন না। লক্ষ করেছি এখনও কেউ কেউ কাজী নজরুল ইসলামকে, কেবল নজরুল বলেন, পাছে তাঁর নামের শেষ অংশ ইসলাম বললে স্বীকার করতে হয় যে নজরুল মুসলমান ছিলেন। আর ঠিক তেমনি তাঁর অসাধারণ শ্যামাসংগীত সম্পর্কে মুসলমান শ্রোতাদের কেউ কেউ এখনও অজ্ঞ, অন্যরা অবিশ্বাস করে নাক সিঁটকাবেন যে এমনও গান লিখতে পারেন এই কবিড় যিনি লিখেছেন, "আল্লাহতে যাঁর পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান।"
নজরুলের এই মেরুবর্তী দর্শন, কখনও কখনও বিপরীতমুখী চেতনা তাঁর সাধারণ পাঠককে বিভ্রান্ত করতেই পারে যাঁরা সবকিছু কেবল অক্ষরে পাঠ করেন, কিন্তু সাহিত্যের অন্তরে প্রবেশ করেন না। 'আমার কৈফিয়ত' কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর, জনৈক আনওয়ার হোসেনের অনুযোগের জবাবে নজরুল যা বলেছিলেন 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত নজরুল জীবনী' গ্রন্থের রচয়িতা নজরুল-গবেষক ড. গোলাম মুর্শিদের বইয়ে তার উদ্ধৃতি রয়েছে। নজরুল লিখেছিলেন,

"... আমি মুসলমান কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু কবি, মুসলমান কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়ে এত ভুলের সৃষ্টি। ... ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গিয়ে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়।"

কাজী নজরুল ইসলাম নিজের কাব্যচর্চাকে যে ধর্মীয় নিগড়ে বাঁধেননি, সেটি তাঁর সাহিত্যকে এক বৈশ্বিক মর্যাদা দিয়েছে। মানুষের মনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কেও তিনি যে কথা বলেছেন, সেটাও কিন্তু গোটা বিশ্বে সম্প্রসারিত। তিনি যখন বলেন :

এই খানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
এই হৃদয়ে সেই নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন
বুদ্ধগয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবাভবন
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা-মুসা পেল সত্যের পরিচয়

এই বৈপরীত্য, এই বাহ্যত দিকবিদিক বিষয় কী ভাবে একীভূত হয় মানব-মনে সেই অধ্যাত্মবোধ নজরুলকে মানুষের কবিতে রূপান্তরিত করেছে। আজকের এই বিভাজিত বিশ্বে মথুরার সঙ্গে মদিনা কিংবা কাবা'র সঙ্গে কাশীর সমীকরণে হিন্দু-মুসলমান সকলেই ক্ষিপ্ত হতেই পারেন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগছে বলে উচ্চকণ্ঠ হতে পারেন এবং তখনকার মতো এখনও নজরুল যদি লিখতেন এ-রকম কবিতাড় তা হলে ধর্মদ্রোহী বলে মুসলমানরা তাঁকে খারিজ করতেন, হিন্দুরা পরিত্যাগ করতেন 'যবন'-দের সঙ্গে তাদের মেশানোর জন্য। তাই আজ আবার যখন বিভাজনের বিতর্কে আমরা মুণ্ডুপাত করছি একে অপরের, তখন সময় এসেছে খণ্ডিত নয়, পূর্ণ নজরুলকে উপলব্ধির।

নজরুল-সংগীত চর্চা ও বর্তমান প্রেক্ষিত

সালাউদ্দিন আহমেদ
উচ্চাঙ্গ ও নজরুল-সংগীতশিল্পী, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন
শিক্ষক ও স্বরলিপিকার, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

বাংলা গানের অবিসংবাদিত রূপকার কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা গানের সকল শাখায় যাঁর সফল সৃষ্টি বাংলা গানের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর। সুস্থ মননশীল সংগীতচর্চা তথা সংস্কৃতি বিকাশে গত প্রায় শত বছর ধরে সহায়ক ভূমিকা রেখে চলেছে।

এ-কথা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, আমরা নজরুল তথা নজরুল-সংগীতকে জনপ্রিয় করেছি। কারণ নজরুল সুস্থ থাকাকালীন (বিশ দশকের শেষ থেকে চল্লিশ দশকের শেষ পর্যন্ত) তাঁর সৃষ্ট গান রেকর্ডবদ্ধ হয়ে সেই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লিখিত সময়ে রেকর্ডকৃত গানগুলো প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, পরবর্তীতে নজরুল একাডেমী ও বর্তমানে সরকারি প্রতিষ্ঠান নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে প্রায় আঠার শত গান সংগৃহীত হয়েছে (আদি গ্রামোফোন রেকর্ডকৃত), এ ছাড়া আরও কয়েকশ প্রচলিত গান তো রয়েছেই। এই পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে তৎকালীন সময়ে নজরুল-সংগীতের জনপ্রিয়তা।

এখন প্রশ্ন নজরুল নির্বাক হয়ে যাওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা কী করেছি আর কী করছি। নজরুল নির্বাক হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রতি শুরু হয়েছিল নিদারুণ অবজ্ঞা আর অবহেলা। একমাত্র তাঁর সংগীত কিছুটা চর্চিত হচ্ছিল তা-ও যথেচ্ছভাবে। একটি স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর গানকে নিজের নামে চালাবার অপপ্রয়াসেও মত্ত হয়েছিল। প্রচারমাধ্যমগুলোও তাঁর সংগীত প্রচারে অনীহা দেখাতে শুরু করে সেই তখন থেকেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নজরুলের অমর গানগুলো শুধুমাত্র শিল্পীর নাম উল্লেখ করে 'অমুকের কণ্ঠসংগীত শুনলেন' বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রচারমাধ্যমগুলো এবং মঞ্চে নজরুল-সংগীত গাইবার সুযোগ দিনের পর দিন কমতে থাকায় শিল্পীদের ভেতর নজরুল-সংগীতের চর্চাও কমতে থাকে। সেইসাথে চলতে থাকে যথেচ্ছাচার। যার যেমন খুশি কথা ও সুরে গাইতে থাকলেন।

এই ভয়াল অবস্থা থেকে হাতে-গোনা কয়েকজন কুশলী শিল্পী (যেমন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, দীপালি নাগ) নজরুল-সংগীতের ভাঙা তরী অনেক কষ্টে বেয়ে চললেন। শুরু তাই নয় নজরুলের সাহিত্যকর্ম ও সংগীত প্রচার ও প্রসারে প্রায় বেশিরভাগ কেতাবি ও তথাকথিত বোদ্ধা মানুষেরা অনীহা প্রকাশ করেছেন (মনের বিরুদ্ধে)।

প্রসঙ্গত আমি দুটি উদাহরণ দেব। আমি নিজে অনেক শিক্ষিত ও আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃতিবান লোকের বাড়িতে দেখেছি ড্রয়িংরুমের শো-কেসে অপরিচিত লেখক ও শিল্পীদের বই ও রেকর্ড-ক্যাসেট শোভা পাচ্ছে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই নজরুলের বই, রেকর্ড, ক্যাসেট অনুপস্থিত। কিন্তু চিত্তবিনোদনের জন্য অন্য জায়গায় রাখা নজরুল-সংগীতের ক্যাসেট বের করে শুনছেন। সবচেয়ে দুঃখের কথা অর্থ উপার্জনের জন্য নজরুলকে আমরা ব্যবহার করছি ঠিকই কিন্তু নেহাতই অতি প্রয়োজন ছাড়া বক্তৃতা ও লেখালেখিতে নজরুলের নাম উল্লেখ করি না। আর করলেও তাঁর সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিকভাবে হলেও অন্য দুই-একজন কবি-সাহিত্যিকদের নামের সাথে উচ্চারণ করি। এ যেন দয়া করে নজরুলের কথা বলে তাঁকে ধন্য করে দেওয়া।

এ প্রসঙ্গে প্রয়াত অমর নজরুল-সংগীতশিল্পী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের একটি বেতার-সাক্ষাৎকার, যা নজরুলের প্রয়াণ দিবসে প্রচার হয়েছিল, উল্লেখ করার মতো। উক্ত বেতার-শোকসভায় তিনি বলেছিলেন, কোনো এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে গান শুরু করার আগে তিনি বলেছিলেন তিনি নজরুলের গান গাইবেন। কিন্তু উপস্থিত শিক্ষিত শ্রোতাগণ আপত্তি করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল নজরুলের গান নয়, অন্য গান করুন। সুধী সমাজে নজরুলের গান অপাঙ্‌ক্তেয়। ভাবটা এমনই ছিল। ধীরেনবাবু বাধ্য হয়েই শুরু করলেন তাঁর অনুষ্ঠান এবং অনেকগুলো গান পরিবেশন করলেন। উপস্থিত ভদ্র, শিক্ষিত সমঝদাররা খুব

আনন্দের সাথে অনুষ্ঠান উপভোগ কররেন এবং তঁর গানের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তারপর শিল্পী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেছিলেন প্রথম দুটি গান ছাড়া বাকি সমস্ত গানই ছিল নজরুলের। শিল্পী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন সুধী শ্রোতাদের এই আচরণে। এ যেন ভালো লাগা-না-লাগা কোনো ব্যাপার নয়। নজরুল মানেই ড় না না না!!!

বিস্ময়কর কাব্য ও সংগীতস্রষ্টা, কবি ও সংগীতকার তাঁর ব্যস্ততম সময়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে নির্বাক হয়ে গেলেন ১৯৪২ সালে। কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিশীলতার প্রদীপ প্রকৃতপক্ষে সেদিনই নির্বাপিত হয়ে যায়। সত্যি বলতে কী, তখন থেকেই নজরুলের প্রতি অবহেলা, তাঁর গান এবং সুরকে নিজের বলে চালানো, ভুল বাণী ও সুরে যথেচ্ছভাবে গাওয়া শুরু হয়ে যায়। আরও দুঃখের কথা, এই সৃষ্টিশীল মানুষটি নির্বাক হয়ে যাওয়ার পর তাঁর অসংখ্য সুবিধাভোগী শিল্পী-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ কেউ কবির প্রকৃত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি। তাঁর রোগ সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি, তা হল তৎকালীন সময়ে তাঁকে দেশের বাইরে পাঠালে হয়তো কবি সুস্থ হয়ে যেতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাঁর প্রকৃত চিকিৎসা তো হলই না, বরং চিকিৎসার নামে কালক্ষেপণ করে রাঁচি পাগলাগারদে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আপামর সাধারণ মানুষের দাবির কারণে তাঁকে 'নজরুল নিরাময় সমিতি' তৈরি করে, চাঁদা তুলে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তার জন্য সময় লেগেছিল প্রায় সাড়ে ১১ বছর। এবং ততদিনে নজরুল সমস্তরকম চিকিৎসার বাইরে চলে গেছেন। এবং যা হবার তাই হল, বিদেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বললেন, "আপনারা অনেক দেরি করে ফেলেছেন। আরও আগে আসলে হয়তো কবি সুস্থ হয়ে যেতেন।" তাহলে সে সময়ের নজরুল-প্রীতির স্বরূপ কী ছিল, তা বোধকরি আর পরিষ্কার করার প্রয়োজন নেই। এবার শুরু হল নজরুলের বিরুদ্ধে প্রকৃত ষড়যন্ত্র। নজরুলের জনপ্রিয়তা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার শুরু হল। কেউ কেউ নজরুলের বিরুদ্ধে প্রকৃত বাণী ও সুর না-জেনেই ব্যবসায়িক স্বার্থে ভুল বাণী ও সুরে গাইতে শুরু করলেন। আবার কেউ কেউ নজরুলের গান গেয়ে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্য ধারার গান নিয়ে অজানা কোনো কারণে চর্চা করা শুরু করলেন। মজার কথা হল নজরুল সুস্থ থাকাকালীন তাঁর একটু দুঃখের উক্তি এই সময়ে যেন প্রকৃত রূপ পেল। তিনি যা বলেছিলেন তাঁর সারকথা হল, তাঁর গানের জনপ্রিয়তার কারণে রেডিও ও বিভিন্ন মাধ্যমে অনেকে পরিবেশন করেন কিন্তু গান শুনে মনে হয় এ যেন সুরাসুরের লড়াই শুরু হয়ে গেছে! তাঁদের কসরতের কারণে হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর গানের গয়াপ্রাপ্তি হবে। অর্থাৎ তাঁর গান মৃত্যুবরণ করবে। কথাটি তিনি হাস্যরসাত্মকভাবে বললেও দুখী কবির কষ্টের কথা লুকিয়ে ছিল তাঁর ওই খেদোক্তির মধ্যে।

পরবর্তীতে পঞ্চাশ দশকের পর কয়েকজন নজরুল-প্রেমী অসাধারণ শিল্পী, শিক্ষক, যেমনড় ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, ফিরোজা বেগম, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, পূরবী দত্ত নজরুল-সংগীতের নতুন করে উত্থান ঘটালেন। তাঁদের দক্ষতা, আন্তরিকতা ও আধুনিক গায়ন-শৈলীতে নজরুলের গান আবার নতুন প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় হতে লাগল। যদিও আদি সুর ও বাণীর প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই অবিচার হয়েছে। তারপরও সুধী সমাজের অনেকের ভালোলাগার গান হিসেবে স্থান করে নিয়েছিল নজরুল-সংগীত। এই জনপ্রিয়তার অন্যতম চাবিকাঠি ছিল উক্ত শিল্পীদের উচ্চাঙ্গ সংগীতে দক্ষতা, অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠস্বর এবং সর্বোপরি নজরুল-সংগীতের ওপর অকৃত্রিম অনুরাগ।

উক্ত ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশের কয়েকজন গুণী শিল্পী নজরুলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে নজরুল-সংগীতের ধারা প্রবাহিত রেখেছিলেন। প্রয়াত লায়লা আরজুমান্দ বানু, বেদার উদ্দিন আহমেদ, সোহরাব হোসেন ও জুলহাস উদ্দিন আহমেদ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যুগে যুগে কুশলী শিল্পী এসেছেন ঠিকই কিন্তু বাণী ও সুর-বিভ্রান্তি দিন দিন বেড়েই চলেছিল। কারণ নজরুল-সংগীতের গ্রহণযোগ্য প্রমিত স্বরলিপি ছিল না বললেই চলে। আর এই সুযোগে কিছু অলস ও অযোগ্য শিল্পীর দল সঠিক বাণী ও সুরের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে নজরুল-সংগীত যথেচ্ছভাবে গাইতে থাকেন। এই অবস্থা থেকে নজরুল-সংগীতকে অবিকৃত রাখার মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসেন প্রয়াত কবি তালিম হোসেন। প্রতিষ্ঠা করেন নজরুল একাডেমী। তাঁর সঙ্গে এই মহান ব্রতে এগিয়ে আসেন প্রয়াত শেখ লুৎফুর রহমান আর শ্রী সুধীন দাশ। সংগৃহীত নজরুল-সংগীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ড অনুসরণে তাঁরা গ্রহণযোগ্য প্রমিত স্বরলিপি করতে শুরু করলেন এবং তা অদ্যাবধি চলছে। যার ফলশ্রুতিতে নজরুল একাডেমী-প্রকাশিত দশখানি গ্রন্থ এবং নজরুল ইনস্টিটিউট প্রকাশিত প্রায় ৫০ খানি গ্রহণযোগ্য প্রমিত স্বরলিপি আমরা পেয়েছি।

এরপর অবস্থা অন্যরকম। বিশেষ করে আমাদের দেশে সংখ্যাতত্ত্বে নজরুল-সংগীত চর্চা, প্রসার বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু গুণগত মান কতটুকু বাড়াতে পেরেছি এবং কতটুকু জনপ্রিয় করতে পেরেছি তার হিসাব-নিকাশ করার সময় এসেছে। বেতার-টেলিভিশন ও সরকারি উদ্যোগে নজরুল ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারিভাবে নজরুল একাডেমী ও ছায়ানট ছাড়া

আর কি কোনো প্রতিষ্ঠান নজরুল-সংগীতের অনুষ্ঠান করেন? ব্যক্তি-উদ্যোগে এবং নামকরা বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান নজরুল-সংগীত ছাড়া প্রায় সব ধরনের গানের অনুষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা করেন। উপরিউক্ত নজরুল-সংগীতের অনুষ্ঠানগুলো প্রচারে গুণগত মান রক্ষা ও অনুষ্ঠান তৈরিতে কতটুকু আন্তরিকতা বোধহয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যার জন্য মঞ্চ-অনুষ্ঠানগুলোতে সংশ্লিষ্ট লোকজন ছাড়া সাধারণ দর্শক-শ্রোতা খুব কম থাকে। বেতার ও টেলিভিশনের প্রায় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান পরিকল্পনাহীন গুণগত মান-বিবর্জিত ও দায়সারা। যার জন্য প্রায় কোনো অনুষ্ঠানই জনপ্রিয় হতে পারেনি।

এবার আসি ক্যাসেট ও সিডি প্রকাশের ব্যাপারে। এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না বর্তমানে ক্যাসেট ও সিডি যে কোনো সংগীত প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এখানেও নজরুল-সংগীত প্রায় অনুপস্থিত ও অবহেলিত। অন্যান্য সংগীতের তুলনায় নজরুল-সংগীতের ক্যাসেট ও সিডি প্রকাশিত হয় না বললেই চলে। কারণ রেকর্ড কোম্পানিগুলোর অযৌক্তিক অনীহা ও যুক্তি। তাঁদের বক্তব্য নজরুল-সংগীতের ক্যাসেট-সিডি বিক্রি হয় না। তাই তাঁরা প্রকাশ করতে চান না। কিন্তু একবারও তাঁরা ভেবে দেখেননি যে অন্যান্য গানের ক্যাসেট, সিডির জন্য তাঁরা যে পরিমাণ প্রচার ও অর্থ ব্যয় করেন তার সাথে তাঁরা শিল্পীকে যে সম্মানী দেন কিয়দংশও যদি নজরুল-সংগীতের পিছনে ব্যয় করেন তবে অবশ্যই নজরুল-সংগীতের সিডি প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হবে। আর তা যদি না-হত তবে হিন্দিভাষী কিংবদন্তি শিল্পী মো. রফি, আশা ভোঁসলে, অনুপ জালোটা ও অনুরাধা পাড়োয়ালের ক্যাসেট ও সিডি বিক্রিতে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করত না। অবশ্য সুর, বাণী, উচ্চারণড় এগুলো ভিন্ন কথা।

এ-কথা সত্য যে আমাদের দেশে দক্ষ আর কুশলী শিল্পীর সংখ্যা কম। কিন্তু একেবারেই নেই তা তো নয়। আমাদের দেশে এখন বেশ কয়েকজন শিল্পী পাওয়া যাবে যাঁদের দক্ষতা অন্যান্য দেশের শিল্পীদের চেয়ে কোনো অংশে কম না। দক্ষ শিল্পী সব যুগেই কম থাকে। আব্বাস উদ্দিন, কাশেম মল্লিক, আঙ্গুর বালা, ইন্দুবালা, ভবানীচরণ দাশ কোনো যুগেই শত শত জন্মায়নি। তাই একটু আন্তরিকতা, একটু ভালোবাসা দিয়ে দক্ষ শিল্পী নির্বাচন করে ক্যাসেট ও সিডি প্রকাশ করুন। অন্যান্য ক্যাসেট ও সিডি'র মতো প্রচার করুন, মঞ্চ ও টেলিভিশন-অনুষ্ঠানে গুণী ও দক্ষ শিল্পীদের নির্বাচন করে আন্তরিকভাবে অনুষ্ঠান তৈরি করে প্রচার করুন। অবশ্যই সুন্দর চেহারা, রাজনৈতিক সুবিধাভোগী এবং সর্বোপরি সুপারিশ-সর্বস্ব শিল্পী বাদ দিয়ে প্রকৃত, দক্ষ ও নিবেদিত শিল্পীদের নিয়ে। দেখবেন এখনও সারা পৃথিবীর সংগীতপ্রিয় মানুষকে বিভোর ও মোহগ্রস্ত করে দেবে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এই নজরুল-সংগীত।

পরিশেষে আমাদের (নজরুল-সংগীতশিল্পী) নিজেদের দিকে ফিরে তাকাব। বর্তমানে সবাই রাতারাতি তারকাখ্যাতি পাবার আশায় ছুটছেন। নজরুলের গান দক্ষতার সাথে গাইতে গেলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দক্ষ তত্ত্বাবধানে মূলত উচ্চাঙ্গসংগীতের সাধনা। কারণ প্রচলিত বাংলা গানের ধারাগুলোর ভেতর নজরুল-সংগীত সবচেয়ে বেশি উচ্চাঙ্গসংগীত-নির্ভর। নজরুলের গান গাইতে গেলে সবচেয়ে দক্ষ কণ্ঠ দরকার। কিন্তু আমরা একবারও কি ভেবেছি আমাদের দক্ষতা কতটুকু? এখন সময় এসেছে এ-কথা ভাববার। বিশেষ করে আমাদের অভিভাবকগণকে অনুরোধ করব, আপনাদের ছেলেমেয়েদের রাতারাতি তারকা বানাবার চেষ্টা করবেন না। যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের কাছে প্রশিক্ষণ দিয়ে তার পর মিডিয়ায় আনার চেষ্টা করবেন। আর টেলিভিশনগুলোর প্রতি অনুরোধড় আপনারা প্রশিক্ষিত, গুণী ও দক্ষ শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করবেন, যেন কোনোমতেই চেহারা ও সুপারিশ যোগ্যতার মাপকাঠি না হয়।

তাই আসুন, আমরা সংখ্যাতত্ত্বে নজরুল-সংগীতের চর্চা না বাড়িয়ে গুণগত মানের দিকে নজর দিই। সেইসাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অনুরোধড় আপনারা মানসম্পন্ন, পরিকল্পনাপ্রসূত, আন্তরিক অনুষ্ঠান, ক্যাসেট ও সিডি বর্তমানের কুশলী শিল্পীদের নিয়ে বেশি বেশি করে প্রচার ও প্রসার করুন। তাহলে সেই গান শুনে নতুন প্রজন্মের শিল্পীরাও নতুন গায়কীতে নজরুলের গান সহজেই গলায় তুলে নিতে পারবেন। কারণ স্বরলিপি দেখে খুব অল্পসংখ্যক শিল্পী গান তুলতে পারেন।

যুগে যুগে অবহেলিত নজরুলকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এখনই সময় কাজ করার। আর সেটাই হবে এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি আমাদের যোগ্য সম্মান প্রদর্শন।

নজরুল জীবনের গভীরতম ট্রাজেডি

শেলী শাহাবুদ্দিন

চিকিৎসাবিজ্ঞানী, গবেষক, লেখক ও প্রবন্ধিক

এক

দু হাজার উনিশের জানুয়ারি মাস। বাংলাবাজার, নিউমার্কেট, সব জায়গায় খুঁজে না-পেয়ে শেষে নীলক্ষেত বইয়ের বাজারে এসেছি। নজরুলের অসুখ বিষয়ে একটা বই খুঁজছি।

যে দোকানটিতে নজরুল বিষয়ক বই বেশি থাকে, সেখানে এসে দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি নীলক্ষেতের পরমাশ্চর্য সেই দোকানের ছাদের একটা ফোকর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আর একজন খদ্দের দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা। বয়স পঞ্চাশের আশে-পাশে। সাথে মিষ্টি চেহারার এক তরুণী। ভদ্রলোককে আমি চিনি না। কোনোদিন দেখিওনি। ভদ্রলোক আড্ডা দেয়ার মেজাজে বেশ হাসি হাসি মুখে আমার সাথে খোশগল্প শুরু করলেন।

"আরে ভাই, নজরুল ছিল বোহেমিয়ান প্রকৃতির মানুষ। উশৃঙ্খল। অনেক আজে-বাজে জায়গায় যেত। ফলে যৌন রোগ বাধিয়ে বসেছিল...।"

ভদ্রলোক বকর বকর করতেই থাকলেন। মনে হল বিষয়টা আলোচনা করতে পেরে তিনি খুব আনন্দ লাভ করছেন। আমি এই আলোচনায় কোনো উৎসাহ প্রকাশ করলাম না। সঙ্গের মেয়েটিও মনে হল বিব্রত। সে লজ্জিত মুখে মুখ নামিয়ে রাখল। দোকানদার ফিরে না-আসা অবধি আমি যেতেও পারছিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে দোকানদার বেশ কয়েকটি বই হাতে নিয়ে অদৃশ্যলোক থেকে নেমে আসার পর ভদ্রলোক উপযাচক হয়ে দোকানদারকে বললেন, "ওনাকে ডাক্তার বাগচী'র লেখা জোগাড় করে দেবেন। বাগচী বলেছে সিফিলিস।"

অন্যত্র বাগচী'র বক্তব্য আমি পড়েছি। কিন্তু বাগচী'র নিজের কোনো লেখা আমি খুঁজে পাইনি। বাগচী'র তথ্যে নতুন বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। কিন্তু এই ভদ্রলোক আমাকে এই বিষয়টি বুঝিয়ে গেলেন যে, 'নজরুলের যৌন রোগ হয়েছিল', এটাই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বুঝলাম, বিপরীত তথ্য থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষ এ কথাটাই বিশ্বাস করেন। এবং কথাটা পছন্দ করেন। বিচিত্র মানবচরিত্র।

ওয়াশিংটনে একবার এক সেমিনারে এ বিষয়ে আমার এক সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে কয়েকজন নজরুল-গবেষক আমাকে অনুরোধ করলেন এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখার জন্য। কারণ, তাঁরা মনে করেন, নজরুলের অসুখটা সিফিলিস নয়, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না, এবং কিছু মানুষ কিছুটা জেনেও বিশ্বাস করে না।
আমার জন্য কাজটা কঠিন। তবু আমি চেষ্টা করছি। তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করতে শুরু করেছি। এই প্রবন্ধ তার ভূমিকা।

দুই

একমাত্র সংগীত-জীবনের সাফল্যময় বছরগুলো ছাড়া কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই ছিল ধারাবাহিক বিয়োগান্ত জীবনসংগ্রাম। দুই হাতে যুদ্ধ করেছেন দুঃখ-দারিদ্র্য, অপমান, লাঞ্ছনা, সমাজ, ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে। এত বেশি প্রতিকূল শক্তির এত বেশি সম্মিলিত আক্রমণের মুখে অধিকাংশ মানুষের জীবন অল্প কয়েক বছরে ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কথা। সে হিসেবে নজরুল যে অন্তত ৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন আমার কাছে সেটাই আশ্চর্য মনে হয়।

কিন্তু সবচাইতে বেশি দুর্ভাগ্যজনক, ক্ষতিকর, মর্মান্তিক ট্রাজেডি ঘটেছিল তাঁর শেষজীবনের অসুখকে কেন্দ্র করে। প্রথমেই তিনি ভুল রোগ নির্ণয়ের শিকার হয়েছিলেন। ফলে তাঁর ভুল চিকিৎসা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কিছু চিকিৎসক বলেছিলেন যে, সময়মতো সঠিক চিকিৎসা হলে হয়তো নজরুলের অসুখের ফলাফল অন্যরকম হত।

যেহেতু কিছু চিকিৎসক ভুল করে স্থির করলেন যে তাঁর যৌনরোগ সিফিলিস হয়েছিল, ফলে তৎকালীন পশ্চাৎপদ সমাজ-চেতনার কারণে প্রথম বহুবছর তাঁর ঠিকমতো চিকিৎসা তো হয়ইনি, উপরন্তু গুটিকয়েক বন্ধু ছাড়া তাঁকে তখন প্রায় সকল বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা বর্জন করেন। যাঁরা তখনকার ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই তখন নজরুলকে এড়িয়ে চলেন। যাঁরা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না, তাঁরাও যেন দায়সারা গোছের সামান্য সাহায্য করেন, ওই অল্প কয়জন খাঁটি বন্ধুর পীড়াপীড়িতে।

পৃথিবীর আরো কোনো কোনো শিল্পীর জীবনে এমন রোগ-নির্ণয় ঘটেছিল। যেমন শিল্পী 'ভ্যান গগ'। পাশ্চাত্যের মানুষ শিল্পীর চাইতে শিল্পীর রোগকে বড় করে দেখে না। তাঁরা ভ্যান গগ-কে পূজা করেন। তাঁর রোগকে নয়।
কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের পশ্চাৎপদ চিন্তাধারার কারণে, মানুষের চাইতে তার রোগ বড়। এই রোগ-নির্ণয়ের কারণে নজরুলের সংসারে নেমে আসে চরম আর্থিক বিপর্যয়।

অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্র এক বাড়িতে চাপাচাপি করে তাঁকে থাকতে হত। চিকিৎসা দূরে থাকুক, অনেক সময় সংসারে খাবার কেনার টাকা থাকত না। অনেক মানুষ, যাঁরা অতীতে নজরুলের কারণে উপকৃত হয়েছিলেন, এবং যাঁদের কাছে তিনি টাকা পেতেন, তাঁরাও তাঁকে বর্জন করেন। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয়, যে রেকর্ড কোম্পানিগুলো তখন একমাত্র নজরুলের গানের খ্যাতির কারণে রমরমা ব্যবসা করে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল, তারাও তখন নজরুলকে বর্জন করে, এবং তাঁর টাকা নিয়ে প্রতারণা করে। অবশ্য টাকাপয়সার বিষয়ে আরো অনেকে তাঁকে প্রতারণা করে ফতুর করে দেয়। সম্ভবত নজরুলের প্রাপ্য রয়ালটি বিষয়ে এই প্রতারণা এখনও চলছে।

যদি সিফিলিস হয়ে থাকে, তবে তখন সিফিলিসের চিকিৎসা ছিল। যদিও তখনকার সেই সব ওষুধের কঠিন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও ছিল। কিন্তু নজরুল তখন সেই চিকিৎসাও সময়মতো পায় নাই। মূলত আর্থিক দুর্গতির কারণে, এবং সামাজিক কুসংস্কারের কারণে, বাকরুদ্ধ হওয়ার পরে প্রায় প্রথম দশ বছর ঠিকমতো বা নিয়মিত নজরুলের কোনো চিকিৎসা হয়নি।

উনিশ শ বিয়াল্লিশ সালে বাকরুদ্ধ হওয়ার পরে তাঁকে দীর্ঘদিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল। সামরিক বাহিনী থেকে অবসর-নেয়া এক চিকিৎসক ছিলেন নজরুলের বাড়িওয়ালা। তিনি বিলেতি ডিগ্রিধারী চিকিৎসক ছিলেন। অর্থাৎ সিফিলিসের এলোপ্যাথিক চিকিৎসা তিনি জানতেন। কিন্তু, সেভাবে চিকিৎসা না-করে তিনি দীর্ঘ দুই মাস নজরুলকে কলকাতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। তখন নজরুলের অবস্থার অবনতি হয়। তারপর তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে এনে অন্য চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়।

তাহলে এই প্রশ্ন মনে আসা কি স্বাভাবিক নয় যে বিদেশ থেকে চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি-নেয়া একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সব জেনে-শুনে নজরুলকে দু'মাস ধরে সিফিলিসের চিকিৎসা না-করে হোমিওপ্যাথি ওষুধ কেন খাইয়েছিলেন? উত্তর হতে পারে এই যে, তিনি হয়তো এই রোগকে সিফিলিস মনে করেননি। অথবা, সিফিলিস জেনেও তিনি তার চিকিৎসা না-করে জেনে-শুনে নজরুলের অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছিলেন। আর তাই যদি হয়, তা হতে পারে একমাত্র তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছায়।

এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই যে কবি নজরুল ব্রিটিশ সরকারের জন্য অতি বিপদজনক মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, এবং নজরুলকে স্তব্ধ করে দেয়া তখন ব্রিটিশ সরকারের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নজরুলের বাকহীনতার মৎবধঃবংঃ নবহবভরপরধৎু ছিল ইংরেজ সরকার।

ওই চিকিৎসক একসময় ব্রিটিশ সরকারের সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছিলেন। এই চিকিৎসকের জীবন নিয়ে অনুসন্ধান করলে হয়তো এ বিষয়ে সত্য জানা যেত।

সারা পৃথিবীর বড় বড় চিকিৎসকেরা নজরুলের রোগটি সিফিলিস নয় বলার পরেও একশ্রেণির মানুষ এখনও মনে করেন, নজরুলের অসুখটা সিফিলিস। তাঁদের একমাত্র যুক্তি এই যে ১৯৪২ সালে লুম্বিনী হাসপাতালে ডজ টেস্ট পজিটিভ ছিল। কিন্তু সব চিকিৎসক জানেন, ওই টেস্ট হড়হ-ংঢ়বপরভরপ-ও অর্থাৎ সিফিলিস ছাড়াও আরো অনেক কারণে এই টেস্ট পজিটিভ হয়। এইসব টেস্ট করা হয় প্রাথমিক স্ক্রিনিং হিসাবে। তারপর সন্দেহের কারণে আরো জটিল টেস্ট করে সঠিক রোগ নির্ণয় করা হয়। তখনকার দিনে সে-সব টেস্ট ছিল না।

সিফিলিস-বিশ্বাসী মানুষদের আর একটি যুক্তি এই যেড় নজরুলের স্থানীয় কয়েকজন চিকিৎসক যেহেতু তখন ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর এই রোগ হয়েছিল, কাজেই যতক্ষণ কেউ প্রমাণ করতে না-পারবে যে এই রোগ হয়নি, ততক্ষণ ধরে নিতে হবেড় যে রোগটা হয়েছিল। অথচ পৃথিবীর বড় বড় চিকিৎসক তার পর থেকে আজ পর্যন্ত ঘোষণা করে এসেছেন যেড় নজরুলের রোগটি সিফিলিস নয়। এঁদের মধ্যে অন্যতম তৎকালীন ভিয়েনার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক হ্যান্স হফ।

তিনি নির্ণয় করেছিলেন যে নজরুলের রোগটির নাম পিক্স ডিসিস (Pick's Disease) ও এই রোগে মস্তিষ্কের কিছু অংশ (Frontal & Temporal lobe) দুর্বোধ্য কারণে শুকিয়ে যায়, তারপর সমস্যাগুলো শুরু হয়।

পিক্স ডিসিস অনেকটা আলহেইমারের মতো একটি রোগ। বলা যায় আলহেইমারের একটি ধরণ বা ধৎরধঃরড়হ হল পিক্স ডিসিস। সিফিলিসের চমৎকার উন্নত চিকিৎসা থাকা সত্ত্বেও ইদানীং অনেক লোকের আলহেইমার রোগ হচ্ছে। তাহলে নজরুলের সময় আলহেইমার রোগ হওয়াতে বাধা কোথায়?

এইসব মানুষের এই মনোভাবের কারণ কী হতে পারে? একটি সহজ ব্যাখ্যাড় কিছু মানুষের পরশ্রীকাতরতা। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে 'পরশ্রীকাতরতা' শব্দটির কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই। অর্থাৎ পৃথিবীর সব মানুষের মস্তিষ্কে এই অ দ্ভুত অনুভূতিটি থাকে না। যাঁদের থাকে, তাঁরা অন্য মানুষের দুরবস্থা দেখে আনন্দ পেয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হতে পারে নজরুল-ঘৃণা। একসময় বলা হত যে নজরুল ছিলেন পৃথিবীর সবচাইতে misunderstood কবি। আস্তিক, নাস্তিক, মোল্লা, পুরুত, সকলেই নজরুলকে গালি দিত। নজরুল শুধু অসাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি ছিলেন চরম অসাম্প্রদায়িক। সে-জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীরা তাঁকে ঘৃণা করবে এটাই স্বাভাবিক। এ-ছাড়া নজরুলকে নিয়ে উপমহাদেশের সকলেই রাজনীতির ফায়দা লুটেছেন, এ-কথা সকলেই জানেন। নজরুলকে গালি দিতে পারলে হয়তো এখনও কিছু মানুষের লাভ হয়। রাজনীতিতে নজরুল-কার্ড এখনও বেশ কার্যকর। মোদ্দা কথা এই যে, যেহেতু মানুষটি কাজী নজরুল ইসলাম, তাই তিনি কোনো অপরাধ না-করলেও তিনি অপরাধী, যতক্ষণ-না প্রমাণ করতে পারছেন যে তিনি নিরপরাধ।

আইনের ভাষায়, ইঁৎফবহ ড়ভ ঢ়ৎড়ড়ভ । নজরুলের ওপর এবং নজরুল-সমর্থকদের ওপর আজ এই 'বার্ডেন অফ প্রুফ' চেপেছে যে, আমাদের প্রমাণ করতে হবেড় নজরুলের সিফিলিস হয়নি। যদি আমরা তা না-পারি, তাহলে নজরুলের অসুখটা স্বতঃসিদ্ধভাবে সিফিলিস।

উনিশ শ তেতাল্লিশ সালে এইভাবে নজরুলকে বিনা বিচারে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না-দিয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সেই অভিযোগ থেকে তিনি আজও মুক্তি পাননি। কিছু মানুষ বা অনেক মানুষের মনে তিনি আজও অপরাধী। আমাদের দায়িত্ব এই অপমান থেকে তাঁকে মুক্ত করে আনা।

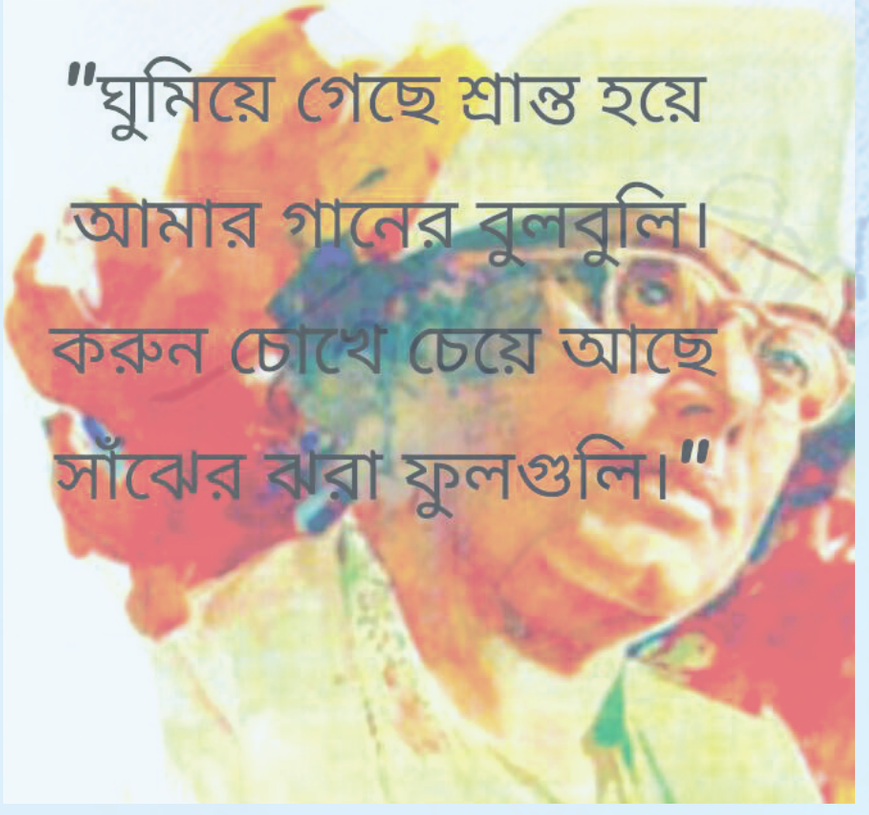

“নজরুল-সংগীত বিষয়বৈচিত্র্য” বা “বৈচিত্র্যময় নজরুল-সংগীত”

নিশাত সারমিন জেসমিন
কবি ও নজরুল গবেষক

নজরুল সংগীত হচ্ছে বাংলা গানের অণুবিশ্ব, এতে বাংলা সংগীতের সমস্ত ধারার মিলন ঘটেছে। কাজী নজরুলের সংগীত-ভুবনে প্রবেশ করলে এর বিষয়বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যে আমাদের অভিভূত হতে হয়। ‘চর্যাপদ’ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের বাংলা গানের স্রষ্টাদের মধ্যে নজরুলের গানের বিষয়ের যে বৈচিত্র্য তা অন্য কারো গানে নেই। যুগের প্রয়োজনে এক কালে এক ধরনের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে।

বাংলা গানের বিকাশ সমৃদ্ধির ধারার পথিকৃৎ হলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত সেন, কাজী নজরুল ইসলাম। সার্থক ও সমৃদ্ধ পূর্বসূরিরা হলেনড় রামপ্রাসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), দাশরথি রায়, হাছন রাজা প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকের গানেই রয়েছে মৌলিকত্ব ও ভিন্ন ধারার সুর। কিন্তু বিষয়বৈচিত্র্য ছিল না। সবাই প্রায় একই প্রাসঙ্গিকতার গান লিখতেন। রামপ্রসাদ সেন ‘শাক্তসংগীত’, রামনিধি গুপ্ত ‘টপ্পা’, দাশরথি রায় ‘পাঁচালি’, হাছন রাজা ও লালন শাহ আধ্যাত্মিক ও বাউল গানের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। ব্যতিক্রম শুধু রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নজরুল, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্ত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্ত মূলত ভক্তিমূলক দেশাত্মবোধক ও প্রেম-বিষয়ক গান লিখতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য হাস্যরসাত্মক গান লিখেছেন। বিষয়বৈচিত্র্য মূলত রবীন্দ্র-নজরুলের গানে বেশি। এত বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে অন্য কোনো গীতিকার গান রচনা করেননি।

আধুনিক যুগে নজরুলই রবীন্দ্রোত্তীর্ণ অনুষঙ্গ নিয়ে আসেন। ভাব ও সুরের দিক থেকে ভিন্নরকম ছিল তাঁর রচনা। নজরুলের কবি, সংগীতজ্ঞ ও শিল্পী-জীবনের সূত্রপাত লেটো দল থেকেই; এখানেই তাঁর কবিতা, গান ও নাট্যরচনা শুরু হয়; হিন্দু পুরাণ ও রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে লেটো দলে থাকা অবস্থাতেই। ত্রিশাল ও দরিরামপুর স্কুলজীবনে নজরুল ময়মনসিংহ তথা পূর্ববঙ্গের লোকসংগীতের সাথে পরিচিতি লাভ করেন। নজরুলের আনুষ্ঠানিক সৈনিক-জীবনের সামরিক ব্যান্ডের দৌলতে তিনি পাশ্চাত্যের সংগীত ও ফারসি কবিতার সঙ্গে পরিচয় সুবাদে গজলের রসবোদ্ধা হন। (বাংলাপিডিয়া–নজরুল সংগীত–রফিকুল ইসলাম)

বাংলা গানে প্রেম, প্রকৃতি, চাঁদ, ফুল, মালা, সমাধি ইত্যাদির অনুষঙ্গ নজরুল প্রথম সংযোজন করেন এবং তারই অনুরণন লক্ষ করি বর্তমান আধুনিক গানে।

বিষয়বৈচিত্র্য অনুসারে নজরুল-সংগীতের শ্রেণিবিন্যাস :

১. লোকসংগীত
২. বিদেশি সুর ও আঙ্গিকের প্রয়োগ
৩. প্রেম পর্যায়ের গানে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য / প্রেমসংগীত
৪. স্বদেশী গান
৫. হাস্যরসাত্মক গান
৬. রাগসংগীত ও নজরুল-গীতি
৭. ভক্তিমূলক গান।

তবে এসব গানের মধ্যেও এসেছে বিষয়বৈচিত্র্য।

লোকসংগীত : লোকসংগীতে নজরুলের ভাণ্ডার বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও বিচিত্রময়। লোকসংগীতের নানা সুরে নজরুল-সংগীত বহুবিধ বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ হয়েছে। তার মধ্যে ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল ও বেদে-বেদেনীর সুরে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

* “চোখ গেলো চোখ গেলো কেন ডাকিস রে?”
* “চুড়ির তালে নুড়ির মালা” (ঝুমুর)
* “নদীর নাম সই অঞ্জনা” (ভাওয়াইয়া)
* “পদ্মার ঢেউ রে মোর” (ভাটিয়ালি)
* “আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল” (বাউল)

বিদেশি সুর ও আঙ্গিকের প্রয়োগ : বিদেশি সুরের সমন্বয়ে বাংলা গান নির্মাণে নজরুল রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের উত্তরসাধক। তবে এ পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব এই যে তিনিই প্রথম বাংলা গানে মধ্যপ্রাচ্যের আরবি, ইরানি, তুর্কি, মিশরীয় সুরের মিশ্রণে সাফল্যের সঙ্গে বিদেশি সুর প্রয়োগ করে বাংলা গানে নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করেন। এছাড়াও তাঁর ইসলামিক গানেও রাগসংগীত ও লোকসংগীত ছাড়া বিদেশি সুরের শৈল্পিক স্পর্শে একটা আন্তর্জাতিক রূপ পরিলক্ষিত হয়। পারস্য-সংগীতের 'মোকাম' তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে তাঁর গানে প্রয়োগ করেন।

* আরবি সুর : "চমকে চমকে ধীরু ভীরু ... ... যায়"
* কোরাস : "কারার ঐ লৌহকপাট"
* পারসিক মোকাম : "ফুলের জলসায় ...
* ও শুকনো পাতার নূপুর ..."
* মার্চ সংগীত : "চল্ চল্ চল্ ... মাদল"
* কিউবান ড্যান্সের সুরে : দূরদ্বীপবাসিনী ... ভাষিণী"

বিদেশি সুরের বহু বিচিত্র অনুপ্রবেশে নজরুল-সংগীতে সুর ও ছন্দের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি হয়েছে।

প্রেমসংগীত : নজরুল-সংগীতের স্থায়ী ভাব হল প্রেম। এই প্রেম থেকেই তাঁর বিদ্রোহের সূচনা হয়েছে দেশ ও দশের স্বার্থে। তাঁর মানব-প্রেমের তাৎপর্য অজানা নয়। এ-বিষয়ক গানে বিরহ, আশা, বেদনা, সবকিছু প্রকটিত হলেও বিরহ-বেদনার বিচিত্র মানবিক অভিব্যক্তি চিত্রণেই তাঁর প্রেমসংগীত জীবন্ত হয়েছে। আর সুর-বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। এর মধ্যে বাংলা গজল ও কাব্যগীতি অনন্য সুরলহরীতে ঝংকার তোলে।

গজল : "কে বিদেশি, মন উদাসী"
"কেন আন ফুল ডোর ... বেলায়"
"এত জল ও কাজল ... কে"

কাব্যগীতি : "তুমি শুনিতে চেয়ো না ... কথা।"
"মোরা আর জনমের হংসমিথুন ... জলে।"

নজরুলের দেশাত্মবোধক গান : নজরুল অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে দেশপ্রেমের গান লিখেছেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গানের পরাক্রম এবং শৈল্পিক চেতনা যেভাবে ধ্বনিত হয়েছে তা তুলনাহীন। জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রামের দিনগুলোতে রচিত কবির যৌথ চেতনার ফসল কোরাস। এখানেও রয়েছে বৈচিত্র্য।

দেশবন্দনাধর্মী : "এ কি অপরূপ ... ... জননী।"
সংগ্রামধর্মী : "ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?"
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিধর্মী : "মোরা একই বৃন্তে ... মুসলমান।"
জাগরণধর্মী : " জাগো নারী বহ্নিশিখা।" (নারী-জাগরণ)
"ভুবন জয়ী তোরা কি সেই মুসলমান।" (মুসলিম-জাগরণ)
ছুৎমার্গ : "জাতের নামে বজ্জাতি ... জুয়া।"

হাস্যরসাত্মক গান : নজরুলের হাস্যরসের গানেও তাঁর পূর্বসূরিদের মতো রঙ্গ-ব্যঙ্গের উভয় আঙ্গিকের গান রয়েছে। তাঁর হাসির গানে রয়েছে অসংখ্য বৈপরীত্য। যেখানে তিনি শুধুই নিছক হাস্যরসের কথা বলেছেন যা মানব-মনে নির্মল হাসির সঞ্চার করে। যা বিদ্রূপ,ব্যঙ্গ, তামাশা, কৌতুক নামে পরিচিত।

"দে গরুর গা ধুইয়ে
উলটে গেলো বিধির বিধান, আচার বিচার ধর্ম জাতি।
মেয়েরা সব লড়ুক মদ্দে করেন চড়ুইভাতি।"

রাগসংগীত : আমরা জানি ভারতীয় ললিতকলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল রাগসংগীত। নজরুল রাগসংগীতের মেজাজ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন গভীরভাবে। হিন্দুস্থানি রাগসংগীতের শৈলী এ ধারাতেই তাঁর রাগাশ্রিত গানগুলো বর্ণময়ভাবে বিকশিত। ধ্রুপদ, ঠুংরি, দাদরা, খেয়াল ও কাজরী রাগের প্রয়োগ দেখি তাঁর গানে।

ধ্রুপদ : "সাজিয়াছ যোগী বলো কার লাগি?"
ঠুংরি : "ভোরের হাওয়ায় এলে ..."
দাদরা : "ঝরা ফুল দলে কে অতিথি ..."
কাজরী : "শাওন আসিল ফিরে ..."
খেয়াল : "মেঘ মেদুর বরষায় ...।"

ভক্তিমূলক গান : বাংলা গানের আধ্যাত্মিকতার মধ্যেও রয়েছে একটা মানবিক আবেদন। নজরুলের ভক্তিমূলক গানে সেই মানবতান্ত্রিক আবেদনে ভরপুর। বুলবুলের মৃত্যু নজরুলের জীবনে এক গভীর পরিবর্তন আনে। গোপাল হালদার বলেন, "বুলবুলের মৃত্যুই নজরুলকে গভীরভাবে ঈশ্বরানুরক্ত করে তুলেছিল এবং তাঁর ভক্তিগীতি রচনার প্রবল আকুতিও এর পরিণাম।" (নজরুল স্মৃতিকথা; মুজাফফর আহমদ; পৃ. ১৯৩)।

সেই সময় থেকেই নজরুল ভক্তিমূলক গানে আত্মনিবেদন করেন। বৈচিত্র্যময় নজরুল-সংগীতের মধ্যে ভক্তিমূলক গান অন্যতম এবং এর আবেদন সর্বত্র। নজরুলের ভক্তিমূলক গানের মধ্যে রয়েছে উভয় সংস্কৃতির সংগীত। হিন্দুধর্মের সংগীতের মধ্যে রয়েছে শ্যামাসংগীত, আগমনী গান, শ্যামসংগীত, কীর্তন, বাউল, ব্রহ্মসংগীত ও ভজন।
ইসলামি সংগীতে রয়েছে হামদ, নাত, নবী আবির্ভাব, তিরোভাব, নবী মহিমা, আল্লাহ-রসুল, রমজান, ঈদ, কাবা, হজ্জ, আজান, কালিমা, নামাজ, মুহররম, আরব, মক্কা, মদিনা, ফাতেমা ইত্যাদি।

শ্যামাসংগীত : কাজী নজরুল ইসলাম শাক্তসাধক রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্তের পর বাংলা শাক্তসংগীতের ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। মা ও ছেলের আত্মিক আবেদন ও সম্পর্ক জড়িত, রামপ্রসাদী গানের সহজ-সরল ভক্তিপ্রেমের মানবিক বাণীই নজরুলের গানে বাঙালি ফিরে পায়। তবে রামপ্রসাদের গান থেকে নজরুলের গান স্বতন্ত্র। শুধু ভক্তের ভক্তি নিবেদন নয়, তাঁর শ্যামাসংগীতের বৈশিষ্ট্য সমাজ-সচেতনতা বৃদ্ধি করা। নজরুল তাঁর গানে শ্যামাকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখানে তিনি তাঁর প্রবল সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। নজরুলের শ্যামাসংগীতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ভক্তিরসের শ্যামাসংগীত ও রৌদ্রীরাগের ও সমাজ-জাগরণমূলক গান।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শ্যামাসংগীত : "আমার কালো মায়ের পায়ের ... বাঁচন।"
"আমি সাধ করে মোর গৌরী মায়ের নাম রেখেছি কালী।"
"বলরে জবা বল।"

আগমনী গান : এ গান মূলত উমারূপিণী দুর্গাকে নিয়ে লেখা গান। নির্মল আনন্দই দুর্গাপূজার মূল বিষয়। মানবদরদী নজরুলের আগমনী গানে মানবিক আবেদন অপূর্ব বাণী লাভ করেছে।

"বর্ষা গেলো আশ্বিন গেলো, উমা এলো কই?"
"আয় মা উমা রাখবো এবার তোরে ...।"

ঈশ্বরবন্দনামূলক গান বা ব্রহ্মসংগীত : কাজী নজরুলের ভক্তিমূলক গানের মধ্যে ব্রহ্মসংগীত অন্যতম। এই সংগীত মূলত ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন উপাসনা মন্দিরে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। বাংলা ভজনাঙ্গের গানগুলোকে ব্রহ্মসংগীতের সাথে তুলনা করা যায়।

"দাও শৌর্য দাও ধৈর্য হে উদার নাথ"
"খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে"
"আমি যুগ যুগ ... ... বেড়াই।"

কীর্তন : কাজী নজরুল ইসলাম ধর্মসংগীত রচনা করেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে কম্পোজার হিসেবে যোগদানের পর থেকে। পৌরাণিক সাহিত্যে গভীর জ্ঞান ও অধিকার ছিল বলেই তিনি কীর্তন রচনা করতে পেরেছিলেন। তিনি বৈষ্ণবদের উদারতা ও প্রেমভাবে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। শুধুমাত্র সত্য ও সুন্দরকে জানার ইচ্ছায় তিনি বৈষ্ণবের প্রেমধর্মে উৎসাহিত হন এবং রসোত্তীর্ণ কীর্তন রচনা করতে চেয়েছিলেন।

"কেন প্রাণ উঠে কাঁদিয়া ... সাধিয়া গো।"
" আমি কেন হেরিলাম নব ... কালিন্দীকূলে।"
"(সখী) আমি না হয় ... নাহি ফিরাইলি।"

বাউল : বাউলের একতারাতে ফেরে সাম্য ও প্রেমের বাণী। বাউলেরা তাঁদের প্রেমধর্মের মাধ্যমে সবাইকে আপন করে নিতে পারেন। বাউলের জীবনদর্শন কবি নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন বলেই সার্থক বাউলগান রচনা করতে পেরেছিলেন।

"আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল ... দেহ।"
"আহার দেবেন তিনি ও মন জীব দিয়েছেন যিনি।"

ইসলামি গান : কাজী নজরুল ইসলাম একজন আদর্শ মুসলমান ছিলেন বলেই ইসলাম থেকে প্রকৃত আলোর অন্বেষণ করতে পেরেছিলেন। এই আলো তাঁকে দিয়েছিল শক্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষকে প্রেম করাই আল্লাহ'র ইবাদত। ইসলাম ধর্মের মৌলিক অনুষঙ্গগুলোর প্রায় সব বিষয়েই তিনি গান লিখেছেন। তাওহীদ, রিসালাত, হামদ, নাত, আজান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, ঈদ, ইসলামে সাম্যের শিক্ষা, ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, মুসলিম নারীর মর্যাদা, কী এমন বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি সংগীত

লেখেননি!
ইসলামি সংগীত রচনার ক্ষেত্রে ভাব ও সুরের সম্মিলন নজরুলের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি অসংখ্য ইসলামি গান লিখেছেন গজল আঙ্গিকে। দাদরা, কাহারবা, ঠুমরী, কিংবা লোকসংগীতের ঢংয়েও তিনি অনেক ইসলামি গান লিখেছেন। কিছু গানে তিনি বিদেশি সুরও অনুকরণ করেছেন।

যেমন : "ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায়" – এ নাতে রাসুলে তুরস্কের বিখ্যাত "কাটাবিম ইশকাদার" – গানটির সুর অনুকরণ করা হয়েছে। মূলত এটি প্রায় পাঁচশো বছরের মতো পুরনো গান।
বহুভাষিকতা নজরুলের অপার সৃষ্টিশীলতার একটি মহত্তম দিক। ইসলামি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে এই বহুভাষিক নৈপুণ্য বেশ প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। সংগীতগুলো প্রকৃত ইসলামি আবহ তৈরি করেছে। সর্বোপরি বাংলা গানের এক নতুন অধ্যায়ের যোজনা করেছে। কবি নজরুল কুরআনের মহান সত্য ও সুন্দর আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ইসলামি ভাবাদর্শের কাব্য ও সংগীত রচনার উৎস হিসেবে। তিনি ঐশী প্রেমের প্রেরণা থেকে গান রচনা শুরু করেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদানের পর থেকে।

"আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়।" (হামদ)
"এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি।"

নাত : "মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে।"
"পাঠাও বেহেশত হতে হযরত পুনঃ সাম্যের বাণী।"

কালেমা : "কালেমা শাহাদাতে আছে খোদার জ্যোতি"

নামাজ : "ভোর হলো উঠ জাগো, আল্লা-রসুল বোল"

কুরআন : "জরীন হরফে লেখা ... আসমানের কুরআন"

ঈদ : "ও মোর রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ"

হজ্জ : "কাবার জিয়ারতে তুমি যাও মদিনায়"

যাকাত : "দে জাকাত, দে জাকাত তোরা দে জাকাত"

নবী আবির্ভাব : "তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে"

তিরোভাব : "বহিছে সাহারায় শোকের 'লু' হাওয়া"

কবি নজরুল প্রায় চার হাজারের মতো গান লিখেছেন। তিনি জনজীবনের সঙ্গে নিজের সংগীতকে সার্থকভাবে যুক্ত করতে পেরেছিলেন বলেই নজরুল-সংগীত সার্বজনীন হয়ে উঠতে পেরেছে। কাজী নজরুল ইসলাম ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকের সর্বশেষ বছরটিতে (১৮৯৯) জন্মেছিলেন। কাজেই তিনিও বাঙালি রেনেসাঁস যুগের ধারক ও বাহক। একবিংশ শতকে এখন পর্যন্ত এমন কোনো সংগীত-প্রতিভার জন্ম হয়নি যিনি বৈচিত্র্যময় বাংলা গান রচনায় নজরুলকে অতিক্রম করতে পেরেছেন। বৈচিত্র্যময় গানে নজরুল শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

তথ্য– নজরুল সহায়ক গ্রন্থাবলি ও বাংলা উইকিপিডিয়া।

Dr. Sultan Ahmad

Wahed Hossaini with Dr. Langley

সাক্ষাৎকার : ডক্টর সুলতান আহমদের সঙ্গে ওয়াহেদ হোসেনী

"সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।"

প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় 'উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন কমিটি'র চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালনের পর অবসর নিয়েছেন জনাব সুলতান আহমদ, যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নজরুল সম্মেলন কমিটির কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়েছেন এতগুলো বছর। সংগঠনের গুরুদায়িত্ব পালনে তাঁর নিষ্ঠা ও দক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়, সংগঠনের অগ্রগতিতে এবং আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল অপরিমেয়।
অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৮তম নজরুল সম্মেলন, আর এই সম্মেলনের প্রাক্কালে বিদায়ী চেয়ারম্যান, জনাব সুলতান আহমেদের সাথে মেতে উঠি সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায়, সবটুকু না হলেও আলাপচারিতার পথ ধরে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি তাঁর কাছ থেকে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনার আলোকে।

এক প্রশ্নের জবাবে ভার্জিনিয়ার ভিয়েনা-নিবাসী ডক্টর সুলতান আহমদ, কবি নজরুলের 'নারী' কবিতার প্রথম ছত্র উদ্ধৃতি দিয়ে উত্তর দেন। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, "নজরুল শিশুদের কবি, কিশোরদের কবি, যুবকদের কবি, অসহায়দের কবি, সাম্যবাদের কবি, প্রকৃতির কবি। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর শেষ নেই। কোন নজরুল আপনার কবি?" ডক্টর সুলতান আহমদ বলতে থাকেন, "পাশ্চাত্য জগতে আজ নারী-জাগরণের ঢেউ উথলে উঠেছে। বাংলার কবি কবি নজরুল ইসলাম, এক শতাব্দী আগে শুধু নারী-জাগরণের স্বপ্নই দেখেননি, 'অগ্রপথিক' হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সাহস যুগিয়েছেন। তুলে ধরেছেন তাদের অস্বীকৃত গুণ ও শক্তি। ঐ অস্বীকৃত গুণাবলি সামনে রেখে আজ নারী ও অসহায় মানুষ এগিয়ে চলার পাথেয় পাচ্ছে।"

ডক্টর সুলতান আহমদ বলেন, "এই ক্ষণজন্মা প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম 'উপেক্ষিত' বাংলায়, তা-ও আবার মুসলমান পরিবারে। তাঁর উদাত্ত আহবান এসেছে বাংলা ভাষায়। সে ডাক বাংলায় সীমিত না রেখে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার সময় শুধু আসেনি, সে বাণী ছড়িয়ে দেওয়ায় দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ডক্টর আহমদ বলেন, "উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন কমিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষণজন্মা এই অসীম প্রতিভার আলো শুধু পশ্চিম জগতেই নয় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। যত উৎসাহভরে, জোরালো ভাবে এই কাজটি করা দরকার সেভাবে না হলেও সীমিতভাবে তা অব্যাহত রয়েছে।" তিনি বলেন, "উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে হবে। কোনো কিছু বড় কাজ হঠাৎ করে হয় না, তা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তা কোনো দিনই হবে না।"

ডক্টর সুলতান আহমদ স্মরণ করেন যে, ১৯৯০ সনে নিউ জার্সি'র 'সৌখিন' নামে এক প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন সংস্কৃতিমনা উৎসাহী ব্যক্তি প্রায় শূন্য তহবিল নিয়ে, পাশ্চাত্য জগতে নজরুলকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাঁদের অনুরোধে বিখ্যাত নজরুল-সংগীতশিল্পী ফিরোজা বেগম শুধু বিনা পারিশ্রমিকেই নয়, নিজের খরচায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি মন্তব্য করেন, "যাঁর গান চিরদিন গাইলাম, তাঁর জন্য এটুকু করতে পারব না?" এভাবেই, আজকে যা 'উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন কমিটি' নামে পরিচিত, তার প্রথম পদক্ষেপ। সেই উৎসাহী ব্যক্তিদের দু'জন, মাহমুদ বিল্লাহ এবং ডক্টর ওয়াদুদ ভুঁইয়া আজো সম্মেলন কমিটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত।
এর পর ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ জার্সি, টরেন্টো, বোস্টন, টেক্সাস প্রভৃতি জায়গায় আরও ১৭টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের অনুষ্ঠানটি ১৮তম অনুষ্ঠান এবং প্রথম অনলাইন অনুষ্ঠান। এইসব অনুষ্ঠানে আমেরিকায় নজরুল-পণ্ডিত ব্যক্তি ও বাংলাদেশের বহু নজরুল-বিশেষজ্ঞ যোগ দেন।

সুলতান আহমদ বলেন, "এখানে নজরুলের ওপর নিবেদিত এক দম্পতির কথা উল্লেখ না করলে কাহিনি শুধু অসমাপ্তই থাকবে না, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। এঁরা হলেন ডক্টর কাজী বেলাল এবং ডক্টর গুলশানারা কাজী। এঁরা শিক্ষাজগতে নজরুলকে তুলে ধরার জন্য কারোর সাহায্যের আশায় বসে না থেকে নিজেরাই আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কানেটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নজরুল চেয়ার' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের ধারণা, নজরুল সম্মেলন নজরুলের শিক্ষা প্রসারের বদলে আর একটি নাচ-গানের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। তাঁরা ক্রমে ক্রমে এই প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে সরে গেছেন। তবে তাঁরা তাদের উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাননি।"

ডক্টর আহমদ বলেন, "নজরুলকে পশ্চিমা জগতে তথা বিশ্বে পরিচিত করতে হলে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা, প্রবন্ধ রচনা, তাঁর সৃষ্টির অনুবাদ প্রকাশ করতে হবে এবং তা করতে হবে ইংরেজি ভাষায়।" তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "নজরুল সম্মেলনে সর্বদাই নাচ-গান প্রাধান্য পেয়ে বসে। সত্যি কথা বলতে কি, নাচ-গানই অনুষ্ঠানে দর্শক আকর্ষণ করে। আর দর্শকসংখ্যাই হল অনুষ্ঠানের সফলতা। এ কথা বুঝে নিয়েই, ওয়াশিংটনসহ দু-এক জায়গায় প্রধান অনুষ্ঠানে আলোচনা, গবেষণাপত্র মিশিয়ে দিয়ে নজরুলকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য ঐ পরীক্ষার ফলাফল এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।"

ডক্টর সুলতান আহমদ বলেন, "নজরুল সম্মেলন **'Nightingale-বুলবুল'** নামে একটি উচ্চমানের গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে শুরু করে। মনে হয় নানান কারণে আপাতত গবেষণাপত্রটি নিদ্রায়িত।"

ডক্টর সুলতানকে জিজ্ঞেস করি, "এ-সব কাজ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ আসে কোথা থেকে? আপনারা কি সরকারি কোনো অনুদান পান?" উনি কাষ্ঠ-হাসি হেসে বলেন, "নজরুল ইন্সটিটিউট নামে বাংলাদেশে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। সেটি নেহায়েতই একটি 'সরকারি' প্রতিষ্ঠান। তাদের নেই কোনো উৎসাহ বা গরজ। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে একটি উত্তর আসে, 'কাজ করার আমাদের কোনো বাজেট নেই'।"

তাহলে নজরুল সম্মেলন কমিটি চলে কেমন করে এর উত্তর পেলাম এভাবে।

"আমাদের একমাত্র আয় সদস্যদের বাৎসরিক চাঁদা। তা-ও আবার সবাই দেয় না। গাফিলতি করে। যে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাঁরাই খরচ জোগাড় করেন।" স্বাস্থ্যগত কারণে চেয়ারপার্সনের দায়িত্বভার তিনি আর নিতে পারছেন না বলে তিনি অবসর নিয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ দিনের, ২০০২ থেকে ২০২০ সালের, নেতৃত্বের কী অবদান জানতে চাইলে ডক্টর সুলতান বলেন, "সামান্য হলেও শিক্ষাজগতে (Academic world) নজরুলকে আরও একটু পরিচিত করতে পারছি। এখন দু-একজন নজরুল-বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায়।"

পরবর্তী চেয়ারপার্সনের জন্য তাঁর কী পরামর্শ থাকবে জানতে চাইলে ডক্টর সুলতান আহমদ বলেন, "চেয়ারপার্সনকে আরও চঞ্চল হতে হবে, শিক্ষাজগতের সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে, এবং অর্থসংগ্রহ-কাজ জোরদার হতে হবে।"

ডক্টর সুলতান আহমদ সাক্ষাৎকারের ইতি টানেন এই ভাবেড় এক শতাব্দী আগে নজরুল যে বাণী শোনান, জগতের আনাচে-কানাচে তা ছড়িয়ে না-দেওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহী ক্লান্ত কবি হবেন না শান্ত।

আলোকচিত্রে
কবি কাজী নজরুল ইসলাম

Photo Gallery
of
Kazi Nazrul Islam

আজিজ মনজিল, চট্টগ্রামে নজরুল। ছবি : হবিবুল্লাহ্ বাহার

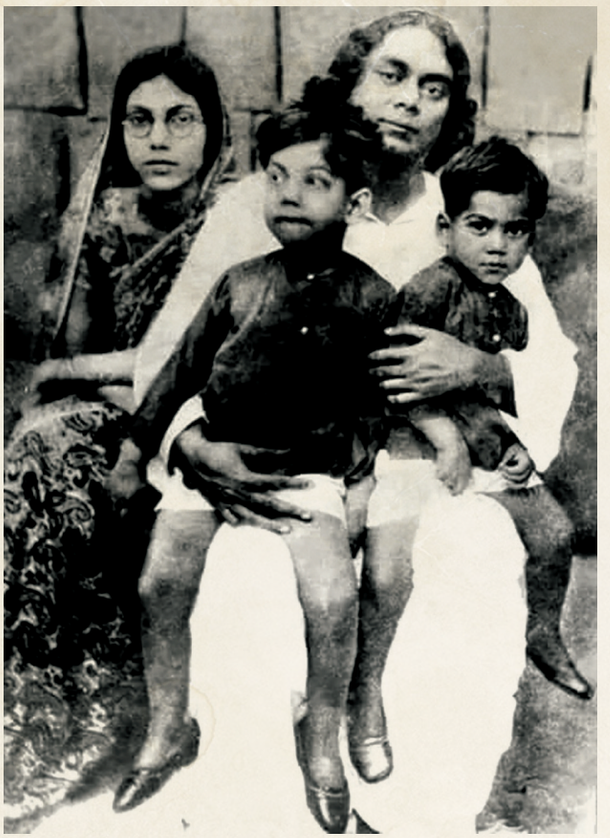

গান নিয়ে আলাপচারিতায় কবি

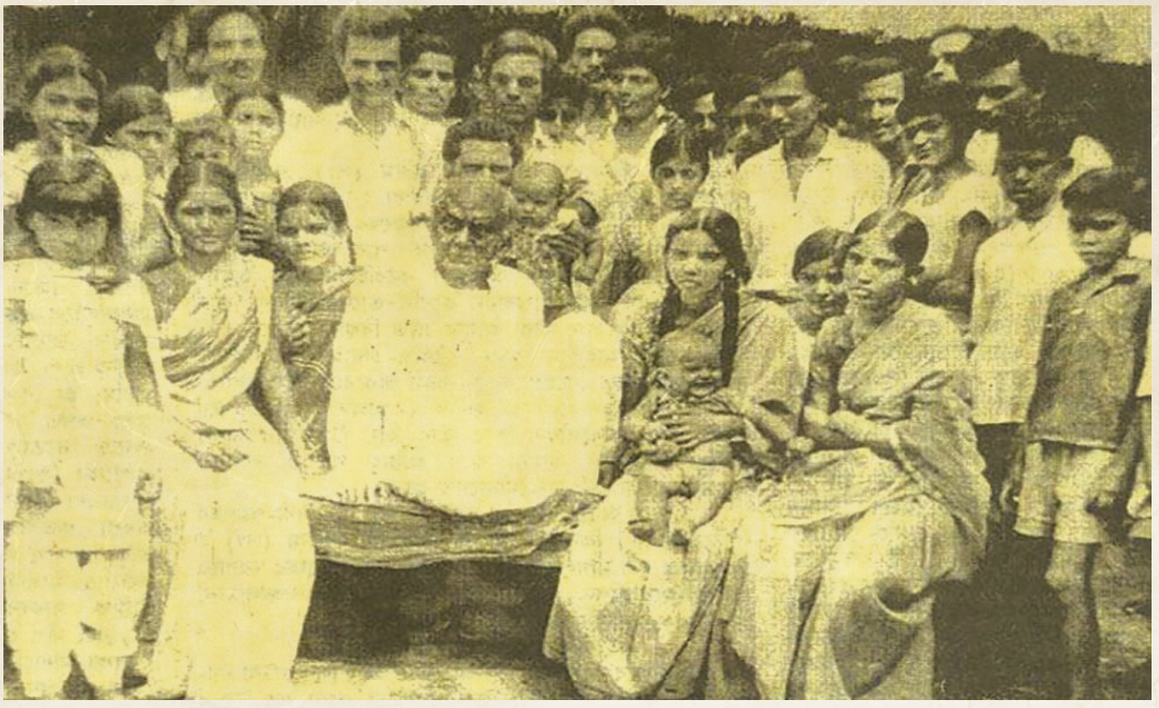

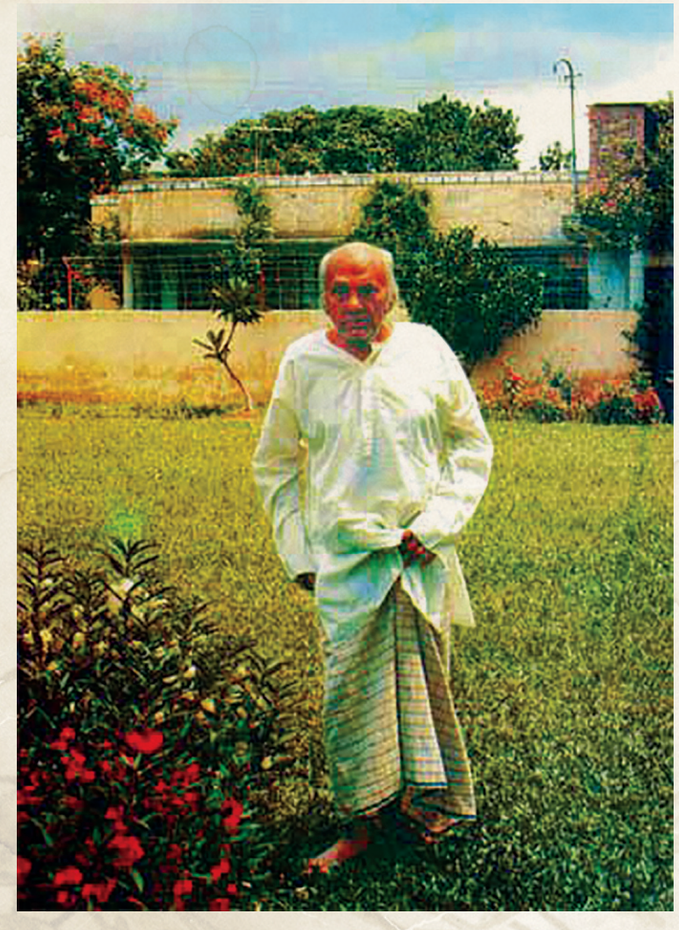

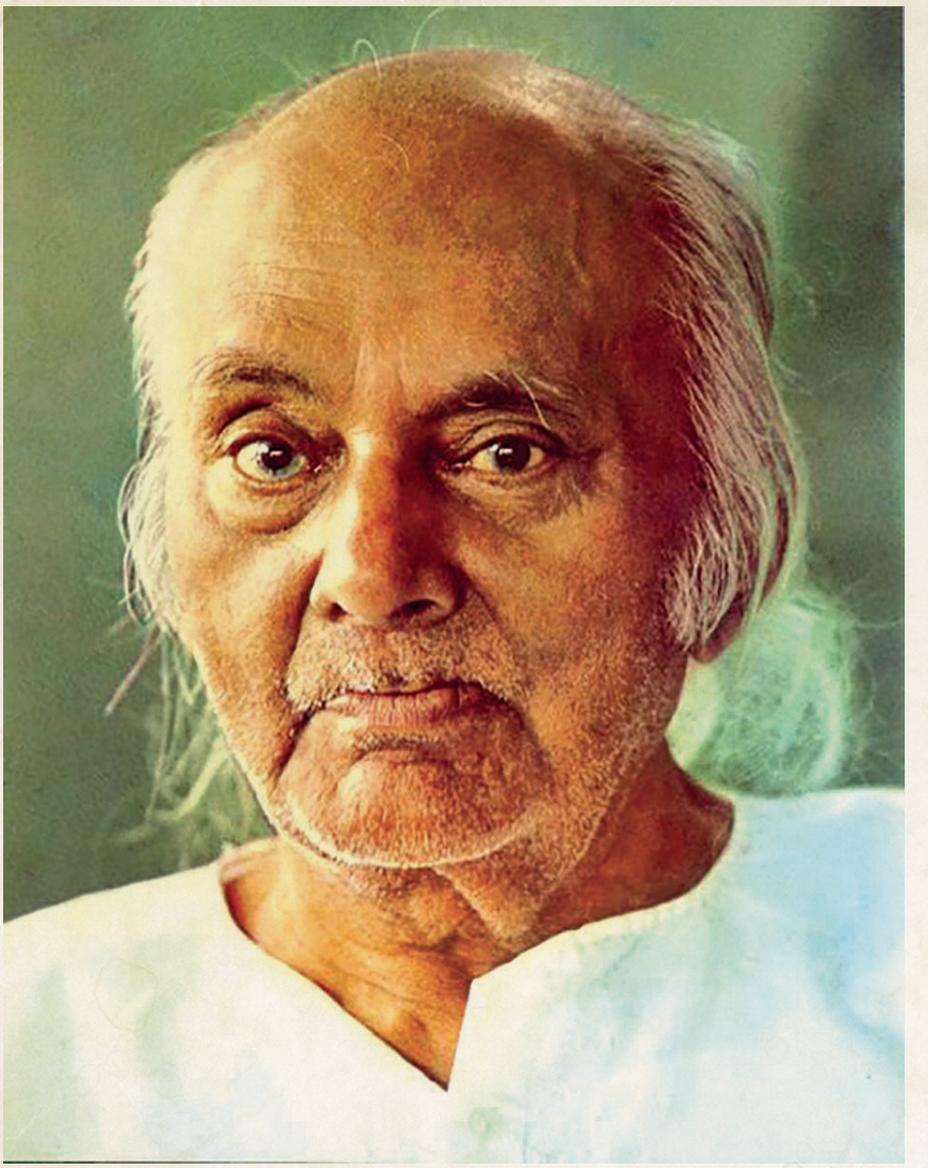

১৮তম নজরুল সম্মেলনে শুভেচ্ছা

মেহেরুন্নেসা মোশাররফ হোসেইন

আমি বিপার সমস্ত সদস্য এবং উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন কমিটির (এন.এ.এন.সি.সি) সকল সদস্যকে এই বছর নিউইয়র্কের অনুষ্ঠিতব্য ১৮তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলনটি আয়োজন করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। এই মহামারীর মধ্যে এটি একটি দুর্দান্ত প্রচেষ্টা এবং আমি এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মেহেরুন্নেসা মোশাররফ হোসেইন
পটোম্যাক, ম্যারিল্যান্ড

১৮তম নজরুল সম্মেলনে শুভেচ্ছা

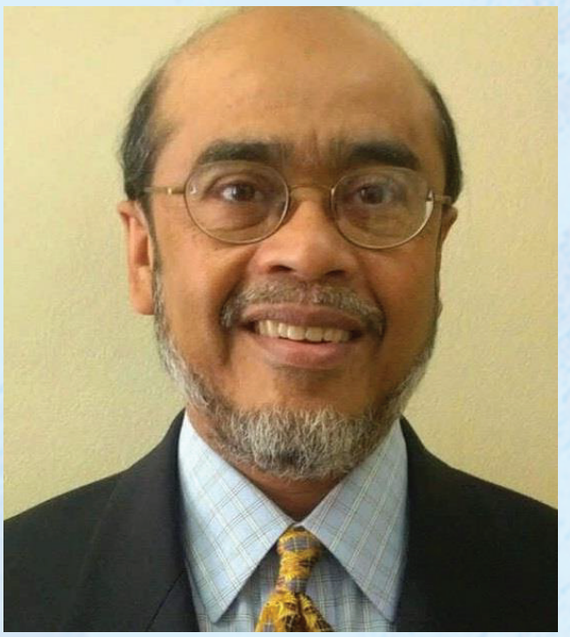

ডা: ওয়াদুদ ভূইয়া

১৮তম নজরুল সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি। একই সাথে বিপা'কে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই চরম বৈশ্যিক মহামারীও তাদের পিছু পা করতে পারেনি, এই কঠিন কাজের দায়িত্ব নেবার ক্ষেত্রে। আমি সম্মেলনের সকল পৃষ্ঠাপোষক এবং শুভাকাঙ্খীদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

ডা: ওয়াদুদ ভূইয়া
নিউ হাইড পার্ক,
নিউ ইয়র্ক, ইউ.এস.এ

Rebel Poiet, Kazi Nazrul Islam – A Poet of Change

Afreen Reza, 10th Grade

Kazi Nazrul Islam was a rebellious voice against the tortures, oppression, and injustice much of which was publicized through his writing and inspired millions of people of Bengal. He invigorated the dream to fight for our nation, to rise up and revolt, to be independent, to be conscious of our rights, and most importantly, to be patriotic. Throughout his career, he wrote about the unfortunate souls, humanity, social inequality, and youth. To this day, he is still considered one of the most influential poets of both Bangladesh and West Bengal.

Kazi Nazrul Islam was known as the 'Dukhu Mia', the child of sorrow. He was born at Churulia, in the village of Burdwan district of West Bengal on May 24, 1899, to Kazi Fakir Ahmed and Zaheda Khatun. Losing his father, a mentor, in his childhood left him facing many struggles growing up. Nazrul studied up to grade 10 and then joined the army during First World War as an ordinary soldier, but his great bravery promoted him to the position of a Habilder (Sergeant). In the army, he felt the pain of the oppressed and demoralized people and started writing about his feelings. After retiring from the Army in 1920, he came to Kolkata and began writing, which brought out his famous poem 'Bidrohi' in 1922. When the British regime realized his opposition and rebellion in his poems that already inspired thousands of Bengalis to fight for independence, they imprisoned him, especially for his poem, "Anandamoyir Agomone". During his years in prison, his rebellious and fierce attitude grew deeper and the poet continued writing while in the prison. Kazi Nazrul Islam believed in the equality of all people, striking down gender norms and classist ideas at the time. Nazrul Islam was born a Muslim but married Pramila Devi, a Hindu woman, on April 25, 1924. This union was shunned by many of his critiques. This led him to write more about the unity and harmony between Hindus and Muslims. Despite his efforts, Nazrul Islam continuously faced criticism for his personal life and professional works.

Kazi Nazrul Islam wrote an overwhelming number of poems and songs. His song 'urdha Gagane Baje Madol' is a great contribution to Bengali literature. He composed as many as

4000 songs that exceeded Rabindranath Tagore. His famous poetical works are ‘Agni Bina’, ‘Bisher Banshi’, ‘Sarbohara’, ‘Sindhu Hindol’, ‘Badhan hara’, ‘Dolanchapa’, ‘Chakrobak’, ‘Catun Chand’, ‘Fanimansha’, ‘Sesh Shaogat’ among many others. In 1926, he wrote one of his most famous poems titled 'Daridro' ('Pain or Poverty'). Nazrul Islam's success soon brought him into Indian theater and the film industry. The first picture he worked on was based on Girish Chandra Ghosh's story "Bhakta Dhruva" in 1934. He acted in the role of Narada, composing songs, directing the film and music, and serving as a playback singer. The film Vidyapati (Master of Knowledge) was produced based on his recorded play in 1936 and he served as the music director for the film of Tagore's novel Gora. Nazrul wrote songs and directed music for Sachin Sengupta's biopic play, Siraj-ud-Daula. In 1939, Nazrul began working for Calcutta Radio, supervising the production and broadcasting of the station's musical programs. He further produced critical and analytic documentaries on music, such as Haramoni and Navaraga-malika, and wrote a large variety of songs inspired by the raga Bhairav.

Kazi Nazrul Islam was awarded the Jagattarini Gold Medal in 1945, the highest honor for work in Bengali literature by the University of Calcutta. In 1960, he was awarded the Padma Bhushan, one of India's highest civilian honors. His poetry highly inspired the freedom fighters during the liberation war of Bangladesh in 1971 and his songs werer played in the ‘Shadhin Bangla Betar’ hat played a great role for the independence of Bangladesh. He received the "Ekushe Padak" by he Government of Bangladesh. He was further awarded honorary D.Litt. by the University of Dhaka.

Kazi Nazrul died on the 29th of August 1976 in Dhaka, Bangladesh. Even though, he lost his ability to write or speak at a very young age, his literary works and extraordinary contribution have enriched our Bengali literature to a great extent until this day. His work remains widely popular, and several scholarly institutions were established to preserve and expound upon his thoughts and philosophy, as well as the analysis of his large and diverse collection. He was a genius in poems, novels, dramas, short stories, lyricists, among other sectors. His outspoken attitude, originality of his work, and aspirations towards the cause of freedom earned him great respect in the field of literature and culture from the people of all castes and colors and managed to leave his imprints in the spheres of music, poetry, and writing. Kazi Nazrul Islam was a man both intellectually and socially advanced for the time he lived in, and he shall be honored for decades to come by the people of Bangladesh and India.

References:

https://www.thefamouspeople.com/profiles/kazi-nazrul-islam-5502.php
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kazi_Nazrul_Islam

Influence of Kazi Nazrul Islam in My Life

Anusha Shaha, 9th Grade

I grew up listening to the music of Kazi Nazrul Islam through my parents. At first, I did not think too much about him and only appreciated him because of how nice his music and poems sounded. However, recently, I was wondering who this person was and how he influenced the lives of Bengalis. So, I started searching about him on the internet and found a lot of interesting information about Nazrul. I have realized that we have many things in common and he has influenced me and others more than I had thought.

Kazi Nazrul Islam is the national poet of Bangladesh. He was a writer and a musician as well. He wrote of religion and fighting against oppression. Nazrul Islam had been given the title of “Bidrohi Kobi” which means “rebellious poet” because of his advocacy against societal norms. He also has his own genre of music called “Nazrul Shangeet” which means “Music of Nazrul.” He has influenced the lives of many through his work.

I knew that he wrote of religious equality. I feel very strongly that people should set aside their differences and celebrate them instead just like him. When researching about him, I found out that he wrote against the British Empire and actually went to jail for it. This means a lot to me because it lets me know that he sacrificed valuable time in his life and spent it in prison so that my country of Bangladesh (then part of India) can gain independence. His ideas of fighting for human rights, even though it may not be the custom, have encouraged me to speak up when something is not right. I see him as heroic and inspirational figure to everyone.

I now realize that I can express these opinions and my Bengali culture through singing and dancing to his songs. I have been dancing since I was 5 years old and I used to sing as well throughout my life. I can bring all of these aspects of my life together and express myself however I want to. This can be through singing and dancing to his songs, reciting his words of wisdom, or even composing and coming up with my own form of expression, just like he did. In fact, I recently choreographed a dance to one of his songs, “Mor Ghumo Ghore”. I think this is what the “Rebel Poet" would have wanted me to do.

Growing Up knowing the Works of Kazi Nazrul Islam

Ariana Rahman, 10th Grade

When I was in elementary school, I participated in a competition that was held by BCCDI Bangla School. I had already finished with the dancing portion, so I was getting ready for the singing portion, repeating the song I had prepared over and over again in my head until I couldn't think about anything else. The name was "Moner Rong Legeche" and singing it had earned me a second-place spot on the podium. I was ecstatic as they handed me my trophy, knowing that in the end, all of my hard work had paid off.

Flash forward to the present. About a week ago, I was aimlessly wandering around the basement when I stumbled across the old trophy cabinet that we kept in our large storage room. Right in the center of the cabinet stood my trophy, collecting dust after years of being untouched. Upon recognizing it, I immediately took it upstairs and showed it to my mom. This spiraled into us having a conversation about the song I had sung, during which she brought up the name Kazi Nazrul Islam. Since we had read two of his poems during my Bangla lessons, and I had listened to a few of his songs before this discussion, I was already familiar with his name. However, I barely knew anything about him. What was his background? What were his beliefs and ethics? How significant was he to not only the people of Bangladesh but to people around the world? My curiosity needed to be satisfied, and so, I decided to research him myself.

Born in India on May 24th, 1899, Kazi Nazrul Islam is the national poet of Bangladesh, best known for his works in poetry, literature, and song-writing. His writing included common themes such as love, religion, freedom, and rebellion. He managed to earn the title of "Bidrohi Kobi," (meaning Rebel Poet) due to his activism for social and political justice.
Nazrul was born into a Bengali Muslim family, receiving religious education and working as a muezzin at a local mosque. He learned about poetry and literature while working with a rural theatrical group, but he did not begin writing formally until after he left the the British Indian Army after the World War I. He moved to Kolkata, India in 1920 and started working as

journalist. He wrote countless poetic works about revolution against the British Raj, such as “Bidrohi” and “Bhangar Gaan.” His constant nationalist activism in the Indian independence movement led to him getting frequently arrested and imprisoned by the British authorities. During his imprisonment, he wrote “Rajbandir Jabanbandi”, intensifying his criticism of imperialism. His writings greatly inspired Bengalis of East Pakistan (now Bangladesh) during the Bangladesh Liberation War in 1971.

It is phenomenal how one man can accomplish so much on his own, and I can see why he was such a huge inspiration. I found a number of these facts hard to believe. For example, most songwriters today are unable to write 1,000 songs, but Nazrul wrote more than 4,000 of them and composed many of his own songs all less than 22 years of active life! He also wrote hundres of poems, short stories, and other forms of media and literature. All these happen due to his extraordinary dedication/talent unlike any other.

During my research, there was one poem that stuck out to me the most, and that was his poem titled “Women.” Here are a few lines from the poem:

“সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।“

To provide some background, Nazrul was a firm believer in gender equality. In his eyes, there was no difference between man and women, and he expressed that belief through this beautifully written poem.

If he had written this poem during the 21st century, it wouldn’t have been that big of a deal, right? Hundreds of people speak up about gender equality all the time. Sadly, that wasn’t the case for the 1900s, when people were unable to view women as equal to men. That is why this poem was such a revolutionary concept, and I find it impressive how Nazrul was so ahead of his time. Even now it holds relevance because we are still fighting for true gender equality. Kazi Nazrul Islam was an extraordinary and gifted person. He had a unique way with words that allowed him to touch millions of hearts, and to this day we continue to sing his songs and recite his poems with a smile. I’m happy that I was able to use this opportunity to learn more about him, and I hope that I can view more of his awe-inspiring content soon.

Kazi Nazrul Islam : Hindu-Muslim Unity

Kamilla Sofie Alam, Grade 5

Born on May 24th, 1899 in India, Kazi Nazrul Islam was a Bengali poet and musician. He wrote many songs and poems that expressed his desire for unity between Hindus and Muslims in the subcontinent. He was born into a conservative Muslim family where strict Islamic traditions were practiced. Parallel to growing up in a Muslim environment, Kazi Nazrul Islam took music lessons from a Hindu teacher, Satischandra Kanjilal. Kanjilal exposed him to a whole new world of Hindu culture, including music, art, and literature and as a result took an interest in studying Hindu mythology. He learned to appreciate both Muslim and Hindu traditions simultaneously and continued to promote unity between Hindus and Muslims.

As a writer, Nazrul used his knowledge of the Hindu culture and history to influence the songs he wrote for the folk-based Leto group. He earned fame in multiple villages, including his birthplace, Churulia. Nazrul published a magazine called “The Comet” and some of the writings published there still relate to today’s world affairs. Nazrul’s writings reminded people the importance of both mosques and temples. Also, Nazrul wrote about Hindu gods and goddesses in his writings, and he also worked on Muslim diction. For example, in one of his famous writings, Nazrul wrote, “Come, see the dance of light under the feet of my black daughter. Seeing the beauty of the mother, Shiva offers his bosom. In his hand lies our death and life”. Nazrul also wrote “Marubhaskar”, a book of poems about the life of prophet Muhammed. Nazrul regularly included both Muslim and Hindu religions in his writings and used it to promote and encourage Hindu-Muslim unity among others.

In addition to using his writing to promote unity, Nazrul married a Hindu woman named Promila. This inter-religious marriage set an example of others that it is possible for a Hindu and a Muslim to live together in the same household and raise a family. Nazrul did not give up hope even when he and his wife were denied a rental home in Kolkata and faced inequality and discrimination due to their inter-faith marriage.

In India, 80% of the population is Hindu and approximately 20% is Muslim. It was common for ongoing conflict and violence between Hindus and Muslims. Nazrul believed that human beings should not be judged based on their religious background. He believed that someone’s religion does not determine whether he or she is a good or bad person. In response to the ongoing conflict, it was important for Nazrul to promote unity and end the violence between Hindus and Muslims.

Hindu-Muslim harmony is vital in our world to prevent many terrible things from happening. For instance, without harmony, there can be more wars, poverty, violence, inequality, and deaths. Nazrul used his writings and music to convince others to believe in Hindu-Muslim unity. Also, he demonstrated that unity is possible through his own inter-faith marriage.

Kazi Nazrul Islam - The Understood Enigma

Labeeba I. Rahman, 9th Grade

When stars gather too much matter, they explode and cause a supernova. Supernovae are a source of many of the prime elements that can trigger and aid the creation of new stars. One might say that Kazi Nazrul Islam is just like a supernova, and I would agree. The Rebel Poet inspired many others to write, but his literature was no different in its individuality. With courage and character, Nazrul wrote thousands of songs, poems, and more. Nazrul's most famous work, Bidrohi, meaning "The Rebel", led to the beginning of his fame and acknowledgment. This poem published in 1922 and this poem asserted a need for rebellion against oppression in all of its forms. In Bidrohi Nazrul wrote:

"I shall uproot this miserable earth effortlessly and with ease;
And create a new universe of joy and peace;
Weary of struggles, I, the great rebel;
Shall rest in quiet only when I find;
The sky and the air free of the piteous groans of the oppressed"

Throughout the poem, Nazrul used metaphors and personification to declare the narrator as a rebel and exude confidence and self-worth. These lines specifically resonated with me because they summarize and portray his purpose in a few lines. By outrightly declaring the narrator as "the great rebel", Nazrul created the narrator to be different from the social norm, but also a leader that can be followed. On the contrary, by saying that the "groans of the oppressed" are "piteous," Nazrul demonstrates the importance of connotation. When analyzing this line of Bidrohi, many people may have different understandings as to what the word "piteous" could imply. In some instances, when something is piteous, it deserves and needs pity and compassion. However, in other circumstances, it might mean that someone is seeking pity. Nazrul's specific word choice and his use of connotation are very meaningful and vital towards understanding the purpose of his poems.

Another famous work of Nazrul is Srishti Shukher Ullashe, which translates to "The Ecstasy of Creation." Nazrul wrote this poem thanking Rabindranath Tagore, considering that Tagore dedicated his play Basanta to Nazrul. I interpret this poem to be thankful for the life that the

narrator has while appreciating the world for its beauty. The title of this poem plays a large part in construing the meaning. According to Oxford Languages, the word ‘ecstasy’ means an overwhelming feeling of great happiness or joyful excitement. According to Merriam-Webster, the word creation signifies something that is brought into existence. In simpler words, this would
indicate that the title means the happiness that aids the formation of something new. This simple meaning is portrayed throughout the actual poem. In the sixth stanza, Nazrul wrote:

“The ocean awakes, the desert rejoices today;
The wide earth shudders, and the forests sway”

Once again, Nazrul’s choice of words plays a substantial role in understanding what the poem is about. With the use of words like “awakes” and “rejoices” that have positive implications, Nazrul portrayed exuberance regarding the world. Looking specifically at the word “awakes”, Nazrul was able to signify the creation of the ocean, while “rejoices” showed ecstasy. All of Nazrul's works were written in Bangla, but many of them were translated into English. I am analyzing English translations of his work, but none of the meanings differ, only the language. Nazrul was heedful with the specific words he chose and the particular message he wanted to depict.

Kazi Nazrul Islam didn’t become a renowned poet of Bengal or the national poet of Bangladesh for nothing; he earned this through his remarkable writing. In addition to writing poems published in newspapers, magazines etc., Nazrul also wrote thousands of songs and many books. His book Bisher Banshi was published in August 1924 but was later banned by the British Raj because of its sentiments and incitements to rebellion and lawbreaking. Containing 27 poems, the book established Nazrul as the Rebel Poet, with compassion towards the oppressed and expressed disdain of repressive rulers. Bisher Banshi translates to “The Flute of Poison” and the cover depicted the title literally. Despite Bisher Banshi and his other books being banned, they were secretly read and distributed, demonstrating that hiding the truth is never fruitful. Before releasing his books noting his obvious distaste for British rule, Nazrul was imprisoned in January of 1923 and charged with sedition. He was in jail for almost a whole year, and his jail time was less than pleasant. In jail, Nazrul began a 40-day fast to protest mistreatment from his British jail superintendent. He was eventually released in December of the same year. During his time imprisoned, Nazrul composed copious poems and songs. Nazrul’s continuous bashing of British colonialism allowed him to criticize groups like the Khilafat Movement and the Indian National Congress with notable acknowledgment. This also enabled him to organize a socialist political party under the name of ‘Sramik Praja Swaraj Dal’ along with Muzaffar Ahmed.

Before writing this article, the most that I knew about Nazrul Shangeet. I have performed two of his songs before; Momer Putul and Jai Jhilmil Jhilmil. If I'm being honest, for a long time, I thought that Amar Sonar Bangla, the national anthem of Bangladesh, was written by Nazrul and not Rabindranath Tagore. I have always been curious about who Kazi Nazrul Islam truly was, and writing this article enabled me to learn about him and his rebellious tendencies. I was able to learn about his influential poetry, his revolutionary songs, and his subversive behavior. Nazrul’s inclination to help others despite their social status or the color of their skin

describes him as a man who was advanced for the time he lived in. He was and will be an inspiration to the people across the globe, and will forever be commemorated as the National Poet of Bangladesh. Kazi Nazrul Islam, truly a supernova, the understood enigma.

Refereces:

1. Arem, ElJay. "Kazi Nazrul Islam: THE REBEL (Original: Bidrohi) - English Translation." Translated by Kabir Chowdhury. IMC, 10 Jan. 2011, https://imcradiodotnet.wordpress.com/2011/01/10/kazi-nazrul-islam-the-rebel-original-bidrohi-english-translation/.
2. Bernoskie, Brandi, et al. "What Is a Supernova?" Edited by Sandra May. NASA, 4 Sept. 2013, www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-is-a-supernova.html.
3. "Bidrohi (poem)." Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Bidrohi_(poem).
   Daad, Shaheen, translator. "The Ecstasy of Creation (Srishti Shukher Ullashe)." International Center of Nazrul, www.icnazrul.com/index.php/nazrul-s-work/poems/36-poetry-lyrics/63-the-ecstasy-of-creation-srishti-shukher-ullashe-2.
4. Hossain, Khondokar Ashraf. "Nazrul in World-Languages." The Daily Star, 22 Jan. 2000, www.thedailystar.net/news/nazrul-in-world-languages.
5. "Kazi Nazrul Islam." Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Kazi_Nazrul_Islam.
   Uddin, Muhammed. "Looking Back on Kazi Nazrul Islam's Bisher Banshi." The Daily Star, 1 Feb. 2020, www.thedailystar.net/literature/news/looking-back-kazi-nazrul-islams-bisher-banshi- 1861 948.

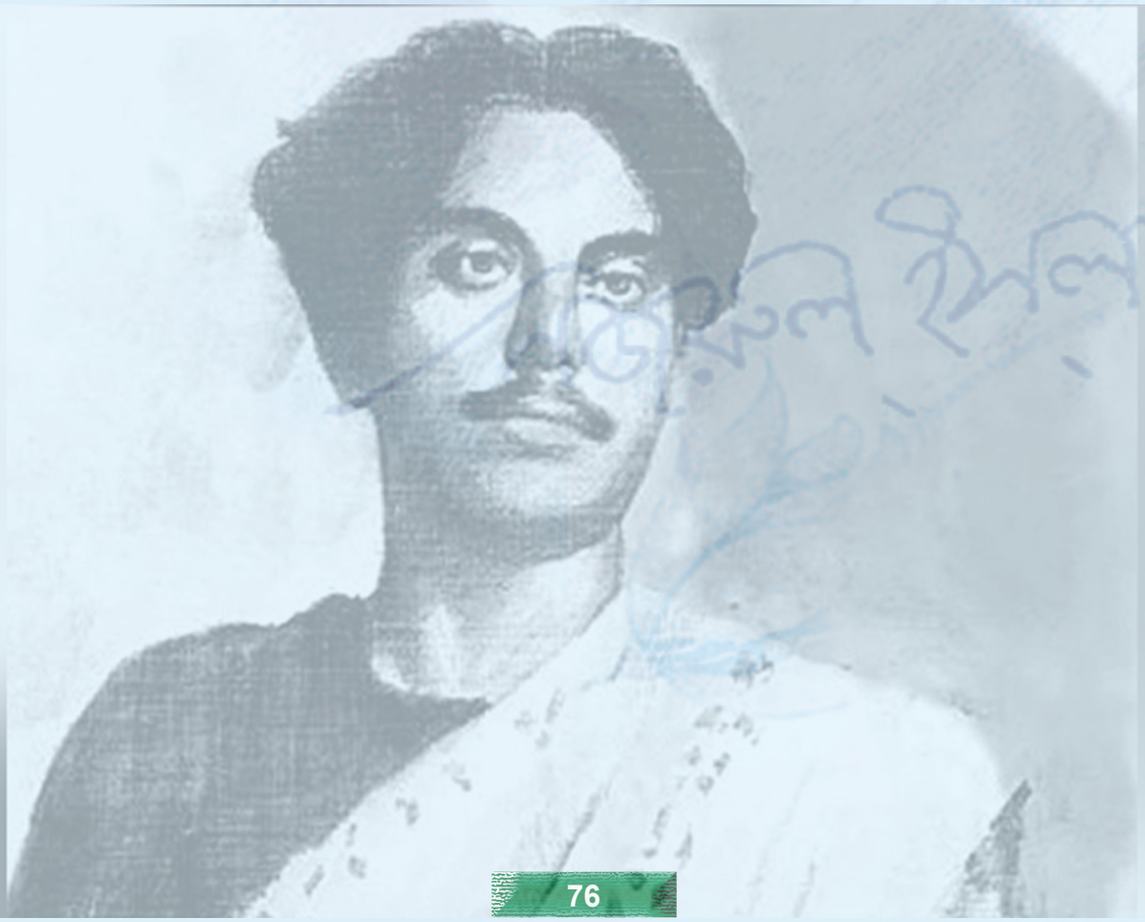

Nazrul: The Sad, Rebellious and Youthful Poet

Madhobee Kabir, 9th Grade

Kazi Nazrul Islam, commonly known as Nazrul, Rebel Poet or Bidrohi Kobi, and Sad Man or Dhuko Mian, was a Bengali poet, famous for his writings, music, and revolutionary poetry which often demonstrated a profound rebellion against oppression of humans through heinous acts of slavery, hatred, and traditions found within society and culture. As a practicing Muslim, Nazrul also centered many poems around religion, connecting Islam to the modern life and enabled many people to experience the same connection. Leaving the world with his remarkable, courageous works, Kazi Nazrul Islam is remembered to this day, as an inspiration and symbol of strength to mankind.

Born on May 24, 1899 to a Bengali, Muslim, and poor family in Churulia, Burdwan District, Kazi Nazrul Islam received religious education and served as someone who calls for prayer, or a muezzin in a local mosque during his early years. He was able to learn and develop interests about poetry, drama, and literature while working in a local theatrical group called Letor Dal, where they performed Leto, a kind of folk music. Around the later years in 1917, he joined the British Indian Army, serving as the 49th Bengal Regiment for three years and was posted in the Karachi Cantonment. During this time period, he read of the great writers like Tagore, Hafez. He also studied Bengali, Sanskrit, Arabic, Persian, as well as learnt Hindustani classical music, all without having a formal degree in education.

After his period of serving in the British India Army during the World War I, he travelled to Calcutta to be a journalist, in which he remained the position for several years. His first poem was published in 1919, called “Mulkti” (Freedom), by the Bengali Muslim Literary Journal (Bangiya Mussalman Sahitya Samiti). From 1922, he

edited Dhumketu, a bi-weekly magazine, where he worked closely with other young Muslim writers but also had Tagore remain a primary influence on him. He called for revolution through his poetic pieces, such as the famous “Bidrohi" (The Rebel), “Banghar Gaan” (The Song of Destruction), and “Dhumketu” (The Comet), where he displayed his frustration of the British Raj due to suffering frequent imprisonment for his consistent participation in the Indian Independence Movement. During one of these times in jail, he wrote “Rajbandir Jabanbandi” (Deposition of a Political Prisoner), where his strong feelings against imperialism are displayed. Critical of other forms of oppression, Nazrul was also spiteful of the Khilafat movement for its “religious fundamentalism” as he was of the Indian National Congress for its religious orthodoxies and faint position on the British.

Nazrul fell in love with Pramila Debi, who was a resident of Comilla (Now in Bangladesh) and married her in 1924, which sparked controversy due to religious differences. Nonetheless, he still created works and was able to bring variety to Bangla music, ranging from classical to folk. He was able to reintroduce and establish Bengali Ghazal and was even able to mix in Arabic and Persian works significantly. Simultaneously, he wrote a series of songs devoted to the Hindu Goddess, Kali, remaining popular to this day. Further extending his abilities, Kazi Nazrul Islam also worked with films, playing a character, co-directing, and composing music, in such films like Dhruva, Mukti, and Tagore’s Gora.

However, Nazrul suffered several sad tragedies within his life. Out of his four sons, two of them passed in their youth, and his wife suffered paralysis at a young age and died before Nazrul. At 43 years old, Nazrul started to lose voice and memory to an undetermined illness, which was later discovered to be Pick's Disease by a leading neurosurgeon, Dr. Hans Hoff, in Vienna, Austria. The rare, incurable, neurodegenerative disorder caused a major recession to Nazrul’s health, forcing him to stay in isolation in India. Accepting the Government of Bangladesh's invitation, Nazrul and his family moved to Dhaka in 1972, where he died four years later, on 29th August, 1976. His third son was the only one to outlive him, but it is believed that his sons hold something very personal to him; his beliefs, given by their names: Krishna Mohammad, Arindam Khaled (Bulbul), Kazi Sabyasachi and Kazi Aniruddha.

Kazi Nazrul Islam’s works revolved around a variety of themes, consisting of freedom, love, religion, and intense oppositions against fundamentalism and any form of bigotry. His revolt against the British Rule was a consistent factor sending him to jail oftentimes. Nazrul also wrote short stories, novels, and essays, but was best known for his passionate, revolutionary poems and songs, embedded in the hearts of

the people. He established new forms of songs like Bengali Ghazals that changed the landscape of Bengali modern songs. He wrote and composed music for nearly 4000 of his songs which are collectively known as Nazrul Sangeet, or Nazrul Songs which are greatly popular to this day. Even though Nazrul suffered several tragedies in his lifetime and got only 20 years of active literary life due sudden illness at the age of 42, his passionate works and words remain to this day, inspiring many, especially the Bengali youth.

Analysis of Bidrohi

“Wait, this sounds familiar?” I thought to myself as I read through the poem Bidrohi by the famous, inspiring Bengali poet, Kazi Nazrul Islam. I realized that I have not heard this poem once or twice in my life, but several times, that when I read the poem for the first time, my mind automatically read it in Kazi Sabyasachi’s voice, who was Kazi Nazrul’s son. Growing up, my Baba often played recitations of Nazrul’s poems, whether it was on a weekend or on car rides, and even recited them himself, so I am very familiar with some of them. One of those poems is Bidrohi, where I never really looked deep into it until I was given a chance to learn more about Kazi Nazrul Islam as a person.

Nazrul uses a variety of metaphors to demonstrate courage and integrity. In the poem, he calls himself many things, often things that are very intense and powerful. One example is when he says, “I am the hurricane, I am the cyclone, I destroy all that I found in the path!” I love what these lines mean because they demonstrate confidence and effectively grasps Nazrul’s passionate rebellion against various forms of oppression. This does not mean he is a natural disaster, but it shows that he is bright, dominating, and no one can destroy him. He has courage and believes he is unstoppable, and that any sort of oppression would not prevent him from doing anything. Nazrul continues to call himself crazy things throughout the poem like in the example mentioned, but is it to show an emphasis of his feelings and truly capture the itsenity in which he hopes others can see.

Nazrul: the Whitman of Bengal

Rivona Haider, 10th Grade

Kazi Nazrul Islam is the national poet of Bangladesh. Popularly known as Nazrul. Bangladesh emerged as a secular, socialist state in 1971 through a bloody war. Except Nazrul, who could be the national poet of such a secular state? Therefore, after independence, the father of the nation, Sheikh Mujibur Rahman, invited Nazrul to Bangladesh, and gave him the status of national poet.

Kazi Nazrul Islam was born on May 24th, 1899 in West Bengal, now part of India. Nazrul spent his childhood in poverty. As a result, he was engaged in various professions, which included working in a bakery from an early age. He also worked as a muezzin (The muezzin is the person who gives the call to prayer at a mosque). Along with Nobel Prize winner Rabindranath Tagore, he was also the ultimate standard of Bengali intellect. At a young age, he joined the rural theatrical group, Letor Dal, under the supervision of his uncle. He used to say to Nazrul, “One day my froglet will become a snake!” And just like his words stated, the same event happened in the near future. No other poet in his time has become so popular in India. Nazrul reached the peak of his popularity at a young age.

The people of subjugated India were struggling with various social inequalities, disgrace of subjugation, religious conflicts, and caste discrimination. Moreover, due to the British rule, the door to European enlightenment opened for India before Nazrul's birth. As a result, India at that time was desperate to make a new society by erasing the disgrace of subjugation, religious conflicts, and caste discrimination and Bengal played the role of pioneer. Nazrul was able to become the true spokesman of that nation. He has captivated the minds of the nation with poems, songs, plays, novels, and essays. Nazrul's skill in wordplay and rhyming in his poems was astonishing. Nazrul's poems are the ultimate expression of how profound and beautiful the Bengali language can be.

He has written over five hundred excellent Shyama songs for the Hindu people and also wrote many magnificent Islamic songs for Muslim people. Other than religious songs, he has composed songs on various topics including love, nature, and family. Nazrul has composed over 3,000 songs and most of which he has composed by himself.

On the one hand, he writes about the Hindu goddess Kali (Shyama):
My body is an incense stick and the name Shyama caught fire on it. The more it burns, the more fragrance spreads around.
Devotion continues to rise like the incense
To reach the haven to touch the holy feet of the mother Shyama.
On the other hand, he wrote,
Bury me next to the mosque, brother.
As if I could hear the call of Muezzin from the grave. Devout brothers will go past my grave,
I will hear the holy sounds of walking.
Nazrul was, in fact, extremely secular. From the very beginning he was a swordsman against imperialisms and social injustice. That is why he wrote:

'The helpless nation is drowning, does not know how to swim, Pioneer! Today I will see your dedication to free to the motherland!
"Are they Hindus or Muslims?"—How can someone ask this question? Pioneer! People are drowning, say ‘all are the child of my mother’.

In 1922, Nazrul published his famous poem Anandamoyir Agamone in his own magazine ‘Dhumketu’. The British government banned the magazine, and sentenced Nazrul to one-year rigorous imprisonment. When Nazrul went on trial, he submitted a statement in the court. This statement has gained special literary status under the name of 'Confession of a Political Prisoner'. In his confession, Nazrul wrote, "I have been charged with treason, convicted for treachery against the king, and sentenced to serve as a prisoner of the king.... I am a poet sent by God to reveal His untold truth and revitalize His creation. A poet’s voice is the voice of God and my message is the truth by God. It may be proscribed by the king. But, in the eyes of truth, my message does not violate the ruling of truth and justice. Whereas the king may find me guilty, in God’s judgment I am innocent, and my message would be saluted as ever-shining, everlasting, unblemished eternal truth...’’

In 1942 Nazrul was seriously infected by Pix Disease. As a result, he lost his speech and had to stay away from literary work till his death. At the same time, he lost his mental balance. Throughout his life, he was deeply loved and successful, his work reached the hearts of millions of people and gained a lot of respect. Nazrul, the great writer, poet of humanity, rebellious poet, and poet of love, died on August 29, 1986. He was buried in Dhaka, the capital of Bangladesh.

Nazrul-The Rebel Poet

Rakin Elahi, 7th Grade

Kazi Nazrul Islam became the “National poet of Bangladesh” in 1972. His poems and revolutionary songs immensely motivated millions of Bangladeshi’s during the movement for Bangladesh’s emancipation. Our poet was born on May 24, 1899, in India whilst under the British rule. At age 18 (1917) Kazi Nazrul Islam joined the British Indian army and later posted in Karachi. He left the army in the 1920 to chase after his dream of being a poet. He moved to Kolkata, India and started working as a journalist. The most well-known poem he wrote was “Bidrohi” (“The Rebel”) and it was published in Bijili (Thunder) magazine in 1922. Since the theme of the poem was rebelliousness, it struck a chord with the Bengalis. Therefore, this poem became an anthem for independence from the British rule. A similar thing happened 24 years later (1971) during the liberation war of Bangladesh. Nazrul’s poems were used in the service of independence once more.

Early Life

Kazi Nazrul Islam was born into a Muslim family to mother Zahida Khatun and father Kazi Faqeer Ahmed. His father served as the Imam and a caretaker at a local mosque. Nazrul studied in a Maktab which was run by a mosque, and then attended a Madrasa run by a Dargah. Here he received education on subjects such as theology, Islamic philosophy, as well as reading and practicing the Quran and Hadith. At age 10 (1909) he lost his father. To support the family, he started working as the new caretaker of the mosque, where his father used to work, and he also worked as the muezzin at the mosque. Later on, Nazrul joined his Uncle Fazle Karim’s traveling theatrical group where he learned acting and started writing songs and poetry for the play. This then led to his exposure to Sanskrit and Bengali literature as well Hindu religion. In 1910 he left the theater to go to “Searsole Raj High School” in Raniganj, Asansol. He later enrolled in “Mathrun High English School,” where he studied under a poet named Kumudranjan Mallik, who was the headmaster of the High school. However, Nazrul had to quit his education, since he couldn’t pay for his studies, subsequently, he joined a group of folk artists called “Kaviyals.” In 1914 he joined another school named “Darirampur School”, and there he studied Sanskrit, Bengali, Persian, and Arabic literature.

Career :

In 1920 Nazrul left the British Indian Army and moved to Kolkata, India. In 1922, Nazrul wrote a revolutionary Bengali poem titled “Bidrohi,” which is considered his most popular work. He continued writing many such revolutionary poems, which gained the majority of his popularity.

On August 12, 1922, he started his own magazine titled “Dhumketu,” which served as a platform for his works. On January 23, 1923, Nazrul was charged with sedition by the British, and he was titled a “rebel poet.” His time in jail didn’t stop him from making poems and he continued composing more rebellious poems and songs. Therefore, some of his books are banned and he was imprisoned. While in the jail in 1923, he started a 40-day fast, claiming that one of the jail superintendents had abused his power. In December 1923, he was released and in 1924 he published a book titled “Bisher Banshi”, which was banned once again by the British. He also motivated people to raise their voices against British rule, and he eventually made a socialist political party called “Sramik Praja Swaraj Dal,” along with Muzaffar Ahmed, who was another revolutionary. On April 25, 1924, he got married to Pramila Devi who was a Hindu woman, who belonged to the “Brahmo Samaj,” which was the societal component of Brahmoism (a monotheistic reformist movement of the Hindu religion). In December 1925, he started publishing a weekly newspaper called “Langal,” and served as chief editor. In 1926, he settled down in Krishnanagar along with his family. Kazi Nazrul Islam then stated to experiment with Urdu and Persian poetry and composed the first set of Bengali ghazals. His ghazals are short poems consisting of rhyming couplets (which are (to quote dictionary.com,) “a pair of successive lines of verse, especially a pair that rhyme and are of the same length”), called Bayt. In 1930 he was once again given charges for sedition for publishing his book called “Pralayshikha”. This book was later banned by the British government.

Legacy :

On August 29, 1976, Kazi Nazrul Islam died from a disease called Pick's disease, which WebMD states that it “is a kind of dementia similar to Alzheimer's but far less common. It affects parts of the brain that control emotions, behavior, personality, and language”. He is remembered to be the “Bidrohi Kobi” (Rebel Poet), and many educational institutions and other centers of learning have been established in his memory, such as “The Nazrul Endowment.” It was made to preserve his ideals and his large collection of works. 4 years before he died (1972) he was declared Bangladesh’s national poet, and in 1976 Bangladesh honored him with “Ekushey Padak” (the country’s second-highest civilian award).

Citations :

“Kazi Nazrul Islam.” Kazi Nazrul Islam - New World Encyclopedia, www.newworldencyclopedia.org/entry/Kazi_Nazrul_Islam.

Mane, Kumar. “Kazi Nazrul Islam Biography – Childhood, Life History, Achievements & Death.” Cultural India, 6 Aug. 2018, learn.culturalindia.net/kazi-nazrul-islam.html

“Pick's Disease - Common Symptoms and Causes.” WebMD, WebMD, https://www.webmd.com/alzheimers/guide/picks-disease#:~:text=Pick's%20disease%20is%20a%20kind,frontotemporal%20lobar%20degeneration%20(FTLD).

Schlund-Vials, Cathy. “Nazrul's Life and Biography.” Nazrul Committee of Connecticut, 8 May 2015, nazrulcommitteect.aaasi.uconn.edu/nazrul-biographical-information/#.

Schwabe, Liesl. “Celebrating Kazi Nazrul Islam, Rebel Poet of Bengal.” Words Without Borders, www.wordswithoutborders.org/dispatches/article/celebrating-kazi-nazrul-islam-rebel-poet-of-bengal-liesl-schwabe.

“Why We Remember (and Forget) the Rebel Poet Kazi Nazrul Islam.” The Wire, thewire.in/books/kazi-nazrul-islam-birth-anniversary-rebel-poet.

Life of Kazi Nazrul Islam, a Poet of Change

Rayan Y Kuddus, 8th Grade

Kazi Nazrul Islam is one of the best-known poets in Bangladesh. He has written short stories, novels and essays but is better known for songs, poems and ghazals. He is the national poet Bangladesh but before this, things were not always great for him and did not grow up in an ideal situation.

Kazi Nazrul Islam was born on May 24, 1899. He was born in the village of Churulia, Asonsal Sadar, Paschim Bardhaman district of the Bengal Presidency (now in West Bengal, India). He was born to mother Zahida Khatun and father is Kazi Faqueer Ahmed, who had three sons (including Nazrul), and a daughter. His father was the Imam and the caretaker of a mosque. His family was not wealthy, but he continued to with his studies up to grade 10. He struggled in his life in many ways. Therefore, his name was called “Dhukumiah”.

There were a lot of poets in Bengali culture but Nazrul was a great exception. Nazrul’s exception is that he was a poet, soldier, musician, journalist, socialist, philosopher and cultural person. One person with different expertise is amazing.
He wrote a lot of articles, songs, poems in many newspapers, such as in 1334 (Bengali year), he wrote songs in weekly Ganobani. One of the famous songs he wrote in Ganobani was:

“Orau orau Lal Nishan. Dulao Moder Rakta Pataka. Boria Batash Juri Biman".

Nazrul respected another world known poet named Rabindranath Tagore. He wrote a poem to Rabindranath, “Aji hote sathaborsho age ke kabi, sharan tomi korichele amadere anurage”.

Similarly, Rabindranath dedicated his book “Basantho”, a drama book, to Nazrul.

Nazrul not only created extraordinary literature to ascertain his belief and commitment, he even set examples through his life to prove it. He faced a severe financial crisis throughout his life and wrote a poem on it called “Poverty”. In his poem “Poverty” he wrote:

“O poverty the pain you conflicted upon me turned me into a saint,
bestowed upon me the honor of Christ as he was adorned with the crown of thorns”,

He then wrote “As I burn in hell fire, I smile like a freshly blooming flower”.

With these verses Nazrul meant that he was totally undefeatable and under extreme adverse situations he would be reborn with a renewed spirit. Nazrul was a God sent versatile genius and his messages are eternal.
In 1922, Nazrul wrote his famous poem “Bidrohi”. Few translated verses of this poem are given below showing his determination of not to surrender to any oppression.

“Bolo bir bolo unnata momo shir.
Shir nehari amar,
Noto-shir oi shikhor himadrir”.

Nazrul came, and he owned every person’s heart and then he left. On his last day of literary life, he wrote “Ami kobi hote asini, ami neta hote asini, I came to disburse love to the people”.

Kazi Nazrul Islam was known as the “Rebel Poet” not merely because of his fiery language, or because of his desire to liberate Bengal from the British. Nazrul was a rebel because he refused to bow to anyone. Kazi Nazrul Islam’s writings cover a wide range of themes such as freedom, love, humanity and revolution. Nazrul Islam was against all kinds of religious bigotry and fundamentalism.

We also have to his credit some of his extraordinary literary creations. He wrote many novels in his lifetime, several short stories, essays, letters but he is most well known for his revolutionary songs and poetry. He is wrote nearly 4000 songs and composed many of his own songs. Nazrul’s iconic poetic prose is characterized by the subtle use of Arabic and Persian words in Bengali Poetry.

In 1942, a tragic unfolding of events made Nazrul Islam lose his tongue and thereafter his health began to deteriorate steadily. After the independence of Bangladesh, Kazi Nazrul Islam and his family were brought to Bangladesh in 1972. Nazrul and his family were offered Bangladeshi citizenship and later he was also declared the national poet of Bangladesh. Nazrul Islam passed away on 29th August 1976. Based on wish to be buried beside a mosque, Nazrul was laid to rest beside the a mosque near Dhaka University

I am honored to write this article about Kazi Nazrul Islam. My love, respects to Kazi Nazrul Islam.

Poem Review: “Bidrohi”

Syeda Shahrin Chishty, 10th Grade

In December 1921, Kazi Nazrul Islam wrote one of his most famous works, “Bidrohi” which translates to “The Rebel”. “Bidrohi” is a revolutionary poem with a powerful message against oppression and bigotry. This poem involves the ideas of love, romanticism, and heroism. It also dives into the philosophy of the religions Hinduism and Islam. Nazrul Islam strongly emphasizes the equal importance and equality of both sexes in life along with the confluence of their roles. Through this poem, Nazrul portrayed himself as a hero and defender of those who are powerless and needy. Through this poem he also attested the capability of all people to take heroic actions. “Bidrohi” is a beautiful poem that brings people from all times, countries, and backgrounds to unite for humanity.

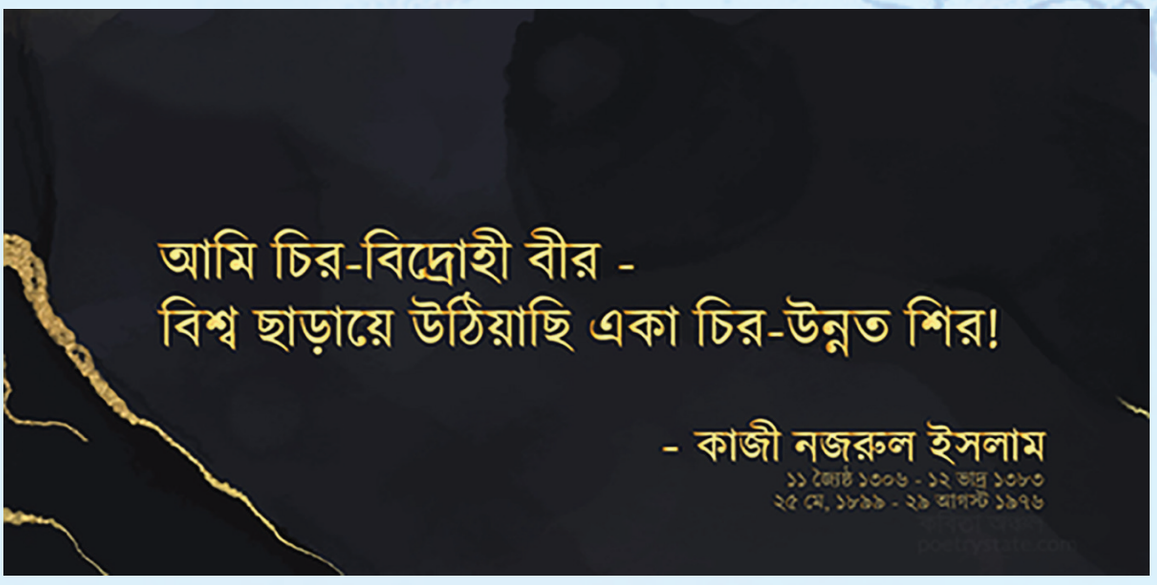

Statement and History of
North America Nazrul Conference (NANC)

The North America Nazrul Conference is a platform of the North America Nazrul Conference Committee (NANCC). The Conference is non-political and is not tainted by the very deep-rooted differences in domestic political affiliations among Bangladeshis. The Conference offers researchers, lectures, seminars, singers, poets, and dancers the chance to gather and exchange Nazrul's creative work through performances, consistent with the mission statement of the NANCC.

The first conference was organized by the Shoukhin Cultural Group of New Jersey, in the year 1990. Subsequent to this a breakthrough event, an ad-hoc North America Nazrul Conference Committee (NANCC) was formed. During the second Nazrul Conference (1992), hosted by Taranga of Boston, the ad-hoc committee was transformed into a full-blown committee consisting of about twenty members. The committee has been sponsoring two-day conference in different cities in US and Canada more or less once every two years usually during the Memorial Day Holidays to coincide with Nazrul Islam's birth day of May 24. The third conference was hosted in Washington DC in 1994 and the current 18th conference is being hosted in New York. Since then, the Nazrul conference committee is continuing every other year, as listed below:

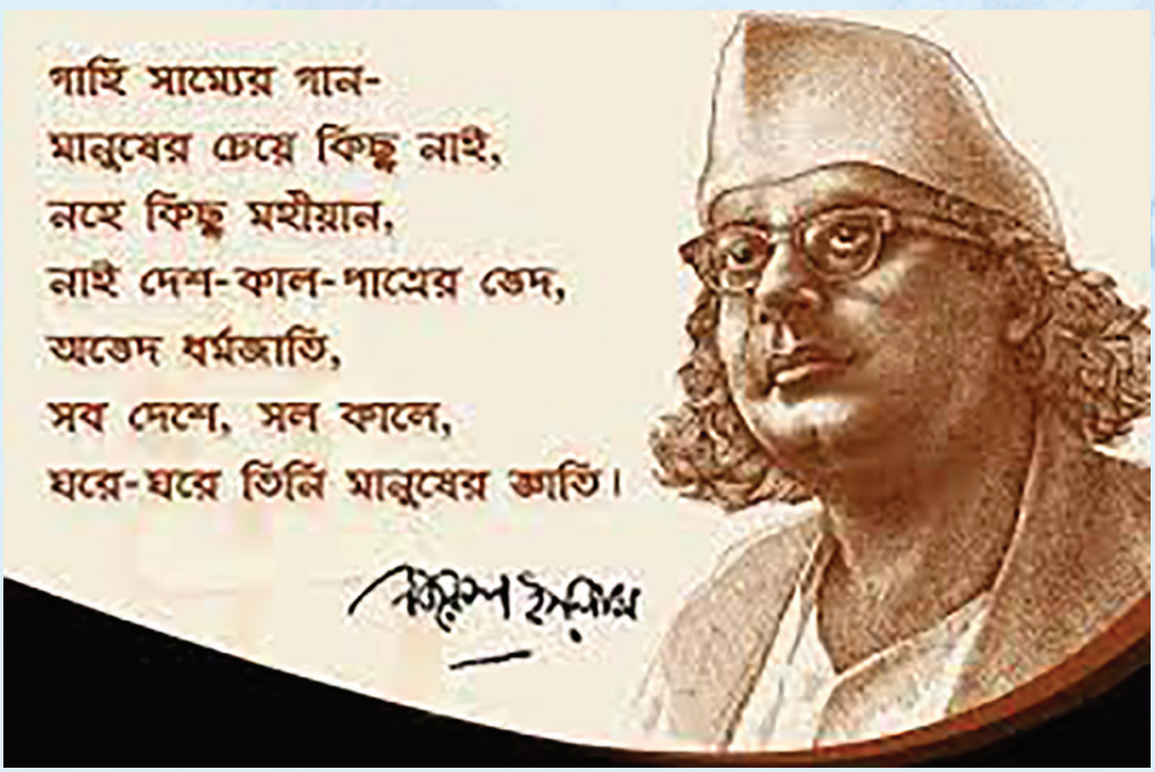

NORTH AMERICA NAZRUL CONFERENCE COMMITTEE

Pictorial Gallery

NANC Past events

6th NANC Conference (1999)

6th NANC Conference (1999)

6th NANC Conference (1999)

17th NANC Conference (2018)

17th NANC Conference (2018)

PAKRASHI

17th NANC Conference (2018)

17th NANC Conference (2018)

17th NANC Conference (2018)

17th NANC Conference (2018)

18th NANC Conference (2021)

18th NANC Conference (2021)

১৮তম এবং প্রথম অনলাইন
উত্তর আমেরিকা
নজরুল সম্মেলন সফল হোক।

আরজিনা ও ওয়াহেদ হোসেনী
স্প্রিংফিল্ড, ভার্জিনিয়া
জুলাই/আগষ্ট, ২০২১

ICBM
International Center For Bengali Music

Dr. Leena Taposi Khan

Chairperson/Founder ICBM

Dr. Rafiqul Islam

Chief Adviser, ICBM

On behalf International Center for Bengali Music, we wish you all the success with the 18th North America Nazrul Conference (NANC) organized by Bangladesh Institute of Performing Arts (BIPA).

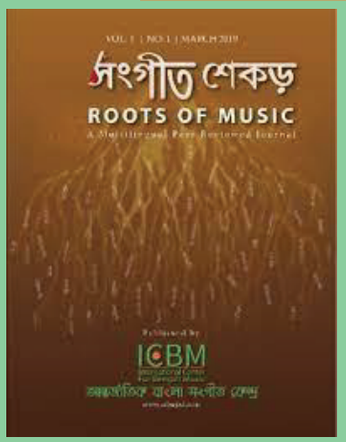

ICBM
International Center For Bengali Music

15/1 Tajmahal Road, Block –C,
Mohammadpur, Dhaka-1207, Bangladesh
Email: icbmbd@gmail.com Web: Icbmbd.com